দ্বিতীয় বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা

اللہ نزل احسن الحدیث

القرآن الحکیم ۳۹:۲۳

ترجمان الحدیث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক-মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।।০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

রবিউছ্ছানি—১৩৭০ হিঃ।

পৌষ ও মাঘ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আল্ফাতিহার তফ্ছীর	...	১২৯
২। নিখিল বিশ্বের বেহেশ্ত	আতাউল হক তালুকদার	১৩৫
৩। নিয়তির পরিহাসে	মির্জ্জা আবু নঈম মুহাম্মদ শামসুল হুদা	১৩৬
৪। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান	...	১৩৭
৫। রাজধানীতে আড়াই দিবস	ইবনুল ইস্কন্দর	১৫৩
৬। মোছ্লেম জগতে ইছ্লামের স্বরূপ (পূর্বানুবৃত্তি)	মোহাম্মদ মওলা বখ্শ নদ্ভী	১৫৯
৭। পিয়াসা	করিমুন্নেছা	১৬২
৮। পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিনায়ক খলীফা হারুনর রশীদের নামে ইমাম আবূ ইউছুফের (রঃ) পত্র	...	১৬৩
৯। নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান (পূর্বানুবৃত্তি)	আল্-মোহাম্মদী	১৬৭
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ	...	১৭৪

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ | রবিউছ্ছানি—১৩৭০ হিঃ। পৌষ ও মাঘ বাং। | চতুর্থ সংখ্যা

تفسير القرآن العظيم –

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(১১)

তৃতীয় আয়ত, الرحمن الرحيم

কৃপানিধান পরম দয়াময়।

রহ্‌মান ও রহীমের শাব্দিক এবং বিস্তৃত আলোচনা আল্‌ফাতিহার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসংগে শেষ করা হইয়াছে। এই স্থানের—আলোচ্যবিষয় হইতেছে—রব্বুল-আলামীনের পর রহ্‌মানুর রহীমের পুনরুক্তি করা হইল কেন?

কোর্‌আনের বর্ণনা পদ্ধতীর অন্যতম—বৈশিষ্ট এই যে, ইহার প্রত্যেকটী আয়ত পূর্ব ও পরবর্তী আয়তের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত, কোন স্থানে অসংলগ্নতা বা অনাবশ্যক দ্বিরুক্তি নাই। প্রথম আয়তে রহ্‌মান ও রহীম-কে আল্লাহর মহত্তম গুণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় আয়তে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ সমুদয় বিশ্বের প্রতিপালক।—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেমন করিয়া তিনি প্রতিপালক হইলেন, তাঁহার প্রতিপালনের তাৎপর্য, রীতি ও বিধান কিরূপ এবং প্রতিপালনের লক্ষণ ও নিদর্শন কি, আয়তের তফ্‌ছীরে এগুলির বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন মনে জাগ্রত হইতে পারে যে, বিশ্বচরাচরের প্রতিপালন-ভার আল্লাহ গ্রহণ করিলেন কেন? তিনি কি এই দায়িত্ব বহন করিতে বাধ্য? জগতসংসার যদি তিনি প্রতিপালন না করিতেন, তাহাহইলে কি তাঁহার কোন ক্ষতি হইত? অথবা এই ভার গ্রহণ করিয়া তিনি কোনদিক দিয়া লাভবান হইতে চাহিয়াছেন কি?

জড়বাদীগণের (Naturalists) একটী আধুনিক দল, যাঁহারা আল্লাহকে এবং তাঁহার রবুবীয়তকে স্বীকার করিতে চাননা, বলিয়া থাকেন, ঊর্ধ ও অধঃজগতের পরিপুষ্টি, বৈচিত্র এবং শৃংখলা প্রাকৃতিক ভাবেই সাধিত হইতেছে, ruled by eternal laws of iron, শাশ্বত লৌহ-বিধানের সাহায্যে। প্রকৃতির এই বিধান যেমন অন্ধ, তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা বলেন, পরিপুষ্টি, শৃংখলা এবং আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈচিত্রের মূলীভূত কারণ তিনটী, জড় (matter), প্রৈত শক্তি (Energy) এবং বল (Force)। তাঁহাদের ধারণা এইযে, জড়পদার্থ তাহার অন্তর্নিহিত প্রৈতি এবং বলের সাহায্যেই বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির অধিকারী হয় এবং উদ্ভিদ-দেহে হউক অথবা প্রাণী দেহে, যেকোন জীবিত দেহের সহিত উহার সংমিশ্রণ ঘটিলে উক্ত জড়পদার্থ উহার নিজস্ব অথবা শ্রেণী (Species) গত উদ্বর্ত্তনের জন্য ইন্দ্রিয়াদির বৈলক্ষণ্য অনুসারে স্থান ও কালের পরিবেশ এবং বর্ষ ও মাসের সময়ভেদ অনুসারে পরিপুষ্টি ও সংবর্ধনের সুযোগ লাভ করে। জড়পদার্থে এই প্রৈতশক্তি এবং বলের আবির্ভাব ঘটিল কেমন করিয়া, জড়বাদীরা তাহার কোন সদুত্তর আজপর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন নাই। ইহা ব্যতীত সৃষ্টি ও প্রতিপালন ব্যবস্থার এই নাস্তিক প্রতিজ্ঞা যুক্তির দিক দিয়াও অচল, কারণ জড়বাদীরা স্বয়ং বলিয়া থাকেন যে, সমুদয় দেহ দিমক্রীতেসীয় (Democritean) পরমাণু সমূহের সংযোগে গঠিত এবং ঐরূপ প্রত্যেকটী পরমাণু নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র ফোর্স ও এনার্জির অধিকারী। সুতরাং তাঁহাদের কথামতই দুইস্থানে একই অস্তিত্ব অভিন্ন আকৃতির অধিকারী হইতে পারেনা।

প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক মরহুম ছৈয়েদ—জামালুদ্দীন আফগানী এই প্রসংগে জড়বাদীদিগকে গুটিকয়েক প্রশ্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞান বিবর্জিত আধুনিক নকলনবীছ নাস্তিকদের চৈতন্যসম্পাদনের জন্য প্রশ্নগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আল্লামা বলেন,—

"আমি জড়বাদীর দলকে জিজ্ঞাসা করি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই পরমাণুগুলি কেমন করিয়া পরস্পরের অভিপ্রায় জানিয়া লইল? কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে ওগুলি নিজেদের সংকল্প আপোষে জানাজানি করিল? কোন্ পার্লামেন্টে অথবা পরামর্শ সভায় বসিয়া পরমাণুগুলি অজ্ঞাতপূর্ব আকৃতি ও প্রকৃতিসম্পন্ন দেহসমূহের সংগঠন কল্পে পরামর্শ করিল? এই বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলি কেমন করিয়া ঠাহর করিল যে, ডিমের ভিতর যদি পাখী থাকে তাহাহইলে উহাকে উড্ডীয়মান প্রাণীর আকৃতি লইয়া বাহির হইতে হইবে? উহাদের জীবন ধারণের উপযোগী পক্ষপুট ও চঞ্চু গঠন করিতে হইবে? আর পূর্ব হইতেই পরমাণুগুলি কেমন করিয়া জানিয়া লইল যে, এই পাখী শুধু মাংসের উপরেই জীবন কাটাইবে? কোন্ প্রমাণে উহারা অবগত হইল যে, গর্ভবতী কুক্কুরীর পেটে যে বাচ্চা আছে উহা কুক্কুরীই হইবে এবং দীর্ঘকালপর উহার পেট হইতে অনেকগুলি বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হইবে? আর এইজন্য উহার স্তনে অনেকগুলি বোঁটা থাকা আবশ্যক? বিক্ষিপ্ত জড়-পরমাণুগুলি এ অনুভূতি অর্জন করিল কেমন করিয়া যে, প্রাণীদেহের জন্য হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কলিজা, মগজ ও চর্বি প্রয়োজন রহিয়াছে? যদি জড়বাদীদের মধ্যে কিছুমাত্র দূরদর্শিতা থাকিত, তাহাহইলে এইসকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহারা মস্তক অবনত করিত।"

"অবশ্য জ্ঞানদৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া তাহারা এমন দাবীও করিতে পারে যে, উল্লিখিত দিমক্রীতেসীয় পরমাণুসমূহের প্রত্যেকটী ঊর্ধ, অধঃ এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জ্ঞান-জগতের সমুদয় ভূত ও ভবিষ্যতের তথ্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং এই জন্য একটী পরমাণুর সক্রিয়তা অনুসারে অপরটী ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে এবং এই ভাবে স্থিতিমান জগতের শৃংখলার মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটেনা। কিন্তু এরূপ অজ্ঞতামূলক দাবীর প্রত্যুত্তরে আমি বলিব যে, এ কথা মানিতে হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, দিমক্রীতেসীয় পরমাণুসমূহ,—যেগুলি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দৃষ্টিগোচর হয়না, অসীম দূরত্বসম্পন্ন, কারণ প্রত্যেকটী অভিজ্ঞানের রূপ কোন জড়বস্তুর সহিত সংমিশ্রণ লাভ করিলে উহার দূরত্বের কোন না কোন অংশও—তাহার অন্তরভুক্ত হইবে, কিন্তু কল্পনাবিলাসী জড়বাদীদের ধারণা যে, পরমাণুগুলির আভিজ্ঞানিক রূপ অসীম সুতরাং তাহাদের কথামত সসীম পরমাণুসমূহে অসীম দূরত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তারপর দিমক্রীতেসীয় পরমাণুগুলির সমষ্টি দ্বারাই যখন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটিয়াছে আর উক্ত পরমাণুগুলি যখন ঊর্ধ্ব ও অধঃ জগতের সমুদয় ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন, তখন উহাদের সমষ্টি দ্বারা প্রকাশিত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীগুলি স্বয়ং নিজেদের অবস্থা ও তথ্য কেন অবগত নয়? কেন উহারা নিজেদের জীবন রক্ষা করিতে অসমর্থ? কেন উহারা দুঃখ ও বিপদ, কষ্ট ও ব্যথার যন্ত্রণা উপভোগ করে?"

মোটের উপর ছৈয়দ জামালুদ্দীনের উদ্ধৃত—মন্তব্য দ্বারা নাস্তিকদের কল্পনাবিলাসের এই অট্টালিকা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসমিছমার হইয়া যাইতেছে যে, নিখিল বিশ্বের পরিপুষ্টি ও সংবর্দ্ধনের কার্য্য (রবুবীয়ত) স্বাভাবিক ভাবেই চলিতেছে। সংগে সংগে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, নির্দিষ্ট ও ধরাবাঁধা প্রাকৃতিক বিধান সূত্রে রবুবীয়তের কারখানা চলিতে বাধ্য হয় নাই। কোর্‌আন আমাদিগকে শিক্ষা—দিয়াছে যে, আল্লাহ এই অনন্ত রবুবীয়তের অধিকারী 'রব্ব'। উহা প্রজ্ঞাহীন, অন্ধ ও যবরদস্তিমূলক বিধান নয়, উহার পটভূমিতে রহিয়াছে তাঁহার অনন্ত কৃপানিধিত্ব ও অপরিসীম দয়ালুত্বের মহান গুণ! রবুবীয়তের ভারগ্রহণ করার জন্য কেহই তাঁহাকে বাধ্য করেনাই, করিতে পারেনা, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একচ্ছত্র ও একমাত্র প্রভু (রব্ব), এমন কোনই শক্তি নাই যে, তাঁহাকে বাধ্য ও বশীভূত করিতে পারে। তিনি নাস্তিক বা—জড়োপাসকদের অন্ধ, বধির, নির্বিকার, হতভম্ব, লৌহনিগড়ে আবদ্ধ প্রকৃতি নহেন, তিনি ইচ্ছাময়, কৃপানিধান ও পরমদয়ালু। তিনি স্বীয় অফুরন্ত কৃপা ও অসীম দয়ার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবেই বিশ্বচরাচরের প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। লাভের জন্য বা ক্ষতির আশংকায় তিনি রবুবীয়তের কারখানা পরিচালিত করিতেছেন না; যেহেতু তিনি রহ্‌মান ও রহীম, তজ্জন্যই এ বিপুলাধরণীকে তিনি লালন পালন রক্ষণাবেক্ষণ ও সমৃদ্ধি দান করিতেছেন!

আল্লাহর গুণাবলী অফুরন্ত ও সীমাহীন। যদি ধরিত্রী-বক্ষের সমুদয় বৃক্ষ লেখনীতে এবং সপ্তসমুদ্রের অম্বুরাশি মসীতে পরিণত হয়, তথাপি আল্লাহর — পরিচয় (লিপিবদ্ধাকারে) পরিসমাপ্ত হইবেনা—লুক্‌মান, ২৭।

ولو ان ما فى الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله !

কিন্তু তাঁহার সমুদয় পরিচয় ও গুণাবলীকে তাঁহার রহ্‌মত দয়া এবং অনুকম্পা অতিক্রম করিয়াছে। আকাশ সমূহ এবং বসুন্ধরাকে তাঁহার হিরণ্ময় সিংহাসন যেমন ঘিরিয়া রাখিয়াছে (আল্‌বাকারাহ, ২৫৫), তেমনি আল্লাহ বলিয়াছেন যে,

وسع كرسيه السموات والارض -

আমার রহ্‌মত যাবতীয় বস্তুকে পরিবেষ্টিত করিয়াছে,—আল্‌আ'রাফ, ১৫৬।

و رحمتى وسعت كل شئ -

রহ্‌মত আল্লাহর কেবল বৃহত্তম ও মহত্তম গুণ নয়, উহা তাঁহার মহাপবিত্র সত্তার অংগীভূত। আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ)কে আদেশ দিয়াছেন,—আপনি বলুন, আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যত কিছু আছে, সে সমস্ত কাহার? আপনি বলুন, সমস্তই আল্লাহর!

قل لمن ما فى السموات والارض ؟ قل لله ! كتب على نفسه الرحمة !

www.ahlehadeethbd.org

তিনি স্বীয় সত্তার জন্য রহ্‌মতের বিধানকে অবধারিত করিয়া লইয়াছেন,—আল্‌আন্‌আম্‌, ১২।

আল্লাহর সমুদয় গুণ মোটামুটিরূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আল্লাহর মহিমা ও কার্যে তাঁহার যে সকল গুণ প্রকট হয়, সেগুলিকে তাঁহার কর্ম গুণ (صفات افعال) আর যে গুণরাজি তাঁহার পবিত্র সত্তার অন্তরভুক্ত, সেগুলি—আল্লাহর স্বয়ংসিদ্ধগুণ (صفات ذات) রূপে অভিহিত হইতে পারে। রহ্‌মত আল্লাহর শুধু কর্মগুণ নয়, উপরিউক্ত আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, রহ্‌মত আল্লাহর স্বয়ংসিদ্ধ গুণও বটে। ত্রিভুবনে তাঁহার অপার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার যেসকল নিদর্শন বিরাজ করিতেছে, সেগুলি তাঁহার রহীমিয়তের প্রমাণ কিন্তু তিনি যে স্বয়ং রহ্‌মত ও কৃপার আধার তজ্জন্যই তিনি রহ্‌মান!

ইব্‌নেমাজা হয্‌রত আবুছঈদ খুদ্‌রীর বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—আল্লাহ আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃজন—করার সময়ে ১ শত রহ্‌মত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র একটী রহ্‌মত পৃথিবীকে অর্পন করেন। ঐ একশত ভাগের—একভাগ রহ্‌মত দ্বারা জননী স্বীয় সন্তানকে এবং পশুর দল স্ব স্ব বৎসগুলিকে স্নেহ করিয়া থাকে। এই একই মর্মের হাদীছ ইমাম আহ্‌মদ, মুছ্‌লিম ও বয়হকী প্রভৃতি হয্‌রত ছল্‌মান ফার্ছীর প্রমুখাৎ—রেওয়ায়ত করিয়াছেন। বুখারী, মুছ্‌লিম, তিব্‌মিযী, ইব্‌নেমাজাহ, ইব্‌নেজরীর ও বয়হকী হয্‌রত আবুহোরায়রার বাচনিক ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—আল্লাহ যখন সৃষ্টিকে সৃজন করিলেন, তখন নিজের জন্য তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিলেন—

ان الله خلق يوم خلق السموات والارض مائة رحمة فجعل فى الارض منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم بعضها على بعض واخر تسعا وتسعين الى يوم القيامة -

لما قضى الله الخلق كتب لما خلق الله كتابا فوضعه عنده فوق العرش ان رحمتى سبقت غضبى وعند الترمذى : ان رحمتى تغلب غضبى -

এবং উহা আর্‌শের উপর স্থাপন করিলেন যে,—আমার রহ্‌মত আমার ক্রোধকে—অতিক্রম করিয়াছে। তিব্‌মিযীর রেওয়ায়ত সূত্রে আল্লাহ লিপিবদ্ধ করিলেন যে,—আমার রহ্‌মত—আমার ক্রোধকে পরাভূত করিয়াছে।

ইমাম তিব্‌মিযী এই হাদীছকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। *

আল্লাহ অফুরন্ত করুণার আধার, স্বয়ং দয়াময়, তাঁহার কৃপা ও অনুকম্পা তাঁহার ক্রোধ ও রুদ্রতার কঠোরতাকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং রহ্‌মত বা দয়াই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। তাঁহার নিজস্ব নাম যেমন আল্লাহ, তেমনি তাঁহার নিজস্বগুণ রহ্‌মত, সুতরাং তিনি 'আর্‌-রহ্‌মানির রহীম'।

আবার যেহেতু আল্লাহ 'রব্বুলআলামীন'—সকল বিশ্বের প্রতিপালক এবং যেহেতু জীবজগতকে জ্ঞান ও সত্যের আলোক দ্বারা রঞ্জিত করিয়া তোলা প্রতিপালন ও পরিপুষ্টি সাধনের প্রধানতম নিদর্শন, অতএব 'রব্বুল আলামীন' কোর্‌আন অবতীর্ণ করিয়াছেন। ছুরত-আছ্‌-ছিজ্‌দায় বলা হইয়াছে: হা—মীম! এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, আল্‌কিতাব অর্থাৎ কোর্‌আনের অবতরণ রব্বুলআলামীনের নিকট হইতেই ঘটিয়াছে,—(প্রথম আয়ত)। পুনশ্চ ছুরত-ফুছ্‌ছিলাতে বলা হইয়াছে,—হা, মীম! কোর্‌আন রহ্‌মানুর-রহীমের নিকট হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে (১ম আয়ত)। ইহার তাৎপর্য এইযে, আল্লাহর রবুবীয়তের নিদর্শন স্বরূপ কোর্‌আন অবতীর্ণ হইয়াছে এবং রবুবীয়তের এ ব্যবস্থা উদ্দেশ্যমূলক এবং স্বার্থপ্রণোদিত নয়, পক্ষান্তরে আল্লাহর রবুবীয়ত তাঁহার ছিফাতে রহ্‌মত অর্থাৎ রহ্‌মানীয়ত ও রহীমীয়তের রূপায়ন মাত্র। কোর্‌আন আল্লাহর রহ্‌মানীয়ত ও রহী-

حم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين !

حم تنزيل من الرحمن الرحيم -

* দুররে মন্‌ছুর (৩) ৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মীয়তের জলন্ত নিদর্শন।

আবার স্বয়ং কোর্‌আনও দুস্থের আরোগ্য—এবং রহমত রূপে—অবতীর্ণ হইয়াছে,—বনি ইছ্‌রায়ীল, ৮২। কোর্‌আনকে আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থের বিভিন্ন স্থলে রহমত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ছুরত-ইউনুছে বলা হইয়াছে,—হে মানব সমাজ, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে উপদেশ আসিয়াছে, উহা মানস ব্যাধির আরোগ্য এবং—বিশ্বাসপরায়ণগণের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত (৫৭ আয়ত)। ছুরত-আন্‌নহলে আদেশ করা হইয়াছে, এবং (হে রছুল) আমরা আপনার নিকট আল্‌কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি, উহা সকল বিষয় বর্ণনাকারী এবং মুছলিমগণের জন্য পথপ্রদর্শক, রহ্‌মত এবং সুসংবাদ, (৮৯ আয়ত)। ছুরত আল্‌জাছিয়ায় কথিত হইয়াছে,—এই কোর্‌আন মানব—সমাজের জন্য সদুপদেশ এবং আস্থাশীল জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ও রহ্‌মত (২০)। ছুরত-লুক্‌মানে বলা হইয়াছে,—আলিফ, লাম, মীম! প্রজ্ঞাবান আল্‌কিতাবের এই সকল নিদর্শন বা শ্লোক সদাচারশীলগণের জন্য হিদায়ত এবং রহ্‌মত (১ম আয়ত)।

আবার মূর্ত এবং জাগ্রত কোর্‌আন রূপে—যাঁহার আগমন ঘটিয়াছিল অর্থাৎ কোর্‌আনের শব্দ ও অক্ষরকে যিনি কর্মের বাস্তব রূপ প্রদান করিয়াছিলেন, নবী ও রছুলগণের সেই একচ্ছত্র সম্রাট—মানব মুকুট মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) ত্রিভুবনের আশীর্বাদ "রহ্‌মতুল্‌লিল্‌আলামীন" রূপেই ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন,— আল্ আম্‌বীয়া, ১০৭। আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম গুণ দয়া তাঁহার যে—নামের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়াছে, সেই পবিত্র রহীম নামে তিনি স্বীয় রছুল (দঃ)কেও বিভূষিত করিয়াছেন। সে রছুল (দঃ) বিশ্বাসপরায়ণগণের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়াময়,— আত্‌তওবা, —১২৮।

উল্লিখিত আয়তসমূহের সাহায্যে প্রতিপন্ন—হইল যে, কোর্‌আন রহমতের গ্রন্থ, কোরআনের ধারক, বাহক এবং উহার জীবন্ত ও সচল প্রকাশ রছুলুল্লাহ (দঃ) রহীম ও রহ্‌মতুল্‌লিল্ আলামীন এবং পূর্বে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম ও নিজস্ব গুণ হইতেছে—রহমত এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আল্লাহর রবুবীয়ত তাঁহার রহমতেরই রূপায়ন, অতএব কোর্‌আনের সূচনা আল্‌ফাতিহায় রবুবীয়তের কারণ রূপে শুধু আল্লাহর দয়াগুণকেই সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে **আল্‌রহ্‌মানির্‌রহীম** কৃপানিধান পরম দয়ালু বলিয়া—উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার অন্য গুণবাচক নাম উল্লিখিত হয় নাই।

রহ্‌মতের তাৎপর্য।

রবুবীয়তের তাৎপর্য ছিল নিখিল বিশ্বের প্রতিপালন ও পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করা, কিন্তু এই ব্যবস্থা যে ভাবে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থিতিমান জগতে প্রতিপালন ও পরিপুষ্টি অপেক্ষাও অধিকতর কিছু বিদ্যমান রহিয়াছে। শিশুর হাসি, কোকিলের ঝংকার, গোলাবের সৌরভ, পুষ্প ও পত্রের বর্ণ বৈচিত্র ছাড়াও বিশ্বের প্রতিপালন ও পরিপুষ্টি সাধন কি—সম্ভবপর ছিল না? প্রজাপতির পাখায় শিল্প চাতুর্যের কি প্রয়োজন ছিল? মানুষ হইতে আরম্ভ—করিয়া প্রত্যেক পশু ও পাখীর দেহকে এমন সুডৌল, সুঠাম এবং আকারে ও আয়তনে সকল দিক দিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত করা হইল কেন? প্রতিপালনের জন্য এ সকল ব্যবস্থার তো কোনই প্রয়োজন ছিল না, তথাপি যাহাই বিরচিত হইয়াছে তাহাই মনোহর ও সুগঠিত আকারে হইয়াছে, প্রকৃতি যাহাই দিয়াছে, সৌন্দর্য ও সুষমায়, সৌরভে ও সংগীতে ভরপুর করিয়া দান করিয়াছে। কেন?

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সৃষ্টির সুসজ্জা ও অলংকার উহার প্রথম আণবিক উপাদানসমূহের সাম্য ও—সামঞ্জস্যের ফল! মূল উপাদানে পরিমাণ ও রূপের সাম্য রহিয়াছে বলিয়াই সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে আর যতকিছু সৃষ্টি হয়, সুন্দর ও পরিণত হইয়াই সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাম্য ও সামঞ্জস্যের এই অস্তিবাচক গঠনই অস্তিত্ব, জীবন, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, সৌরভ, সংগীত ও সুসজ্জা ইত্যাদি নামে অভিহিত।

বৈজ্ঞানিকদের উত্তর মানিয়া লওয়ার পরও এ প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে যে, প্রকৃতির স্বভাবে সাম্য ও সামঞ্জস্য আসিল কি রূপে? কেন এমন ঘটে যে, আণবিক উপাদানগুলি যখন মিলিত হয় তখন সমান ও সুসমঞ্জস হইয়াই মিলিত হইয়া থাকে? আণবিক উপাদানসমূহের এই অপরূপ স্বভাবের কারণ কি?

দার্শনিকরা বলেন, গঠন ও সৌন্দর্য প্রকৃতির স্বভাব! প্রকৃতির সংগঠন-স্বভাব নির্মাণ করিতে চায় আর সৌন্দর্য-স্বভাব চায়—যাহা নির্মিত হইবে তাহা যেন সুন্দর ও সুগঠিত হয়। প্রকৃতির উল্লিখিত—স্বভাব দুইটী 'প্রয়োজন-বিধান' [Law of necessity] এর ফল। সৃষ্টির বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনের জন্য সংগঠনের প্রয়োজন এবং ইহাও প্রয়োজনীয় যে, যাহা গঠিত হইবে তাহা যেন সর্বাংগ সুন্দর হয়। এই প্রয়োজন নিমিত্তে [Cause] পরিণত হওয়ায় স্বভাবের যাবতীয় সৃষ্টি প্রয়োজনের অনুরূপ সুগঠিত ও সুন্দর হইয়াছে।

কিন্তু এ জওয়াবে প্রশ্নের মীমাংসা হইল কৈ? যদি একথা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, সমস্ত—'প্রয়োজন মত'ই ঘটিতেছে, তথাপি এ প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে যে, প্রয়োজনের এ বিধান রহিয়াছে কেন? কেন সমস্তই প্রয়োজন মত সংঘটিত হইতেছে? আবার প্রয়োজনেরই বা এ চাহিদা কেন যে, যতকিছু সৃষ্টি—হইবে, সমস্তকে সুন্দর ও সুগঠিতভাবে সৃষ্টি হইতে হইবে, বিশৃংখল ও অসুন্দর হওয়া চলিবেনা?

দর্শনশাস্ত্র এ জিজ্ঞাসাকে তাহার সীমার বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

কোর্‌আন এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়াছে। কোর্‌আন বলিয়াছে যে, বিপুলা বসুন্ধরার যিনি নিয়ামক (রব্ব) তিনি রহ্‌মতের অধিকারী! তিনি স্বয়ং রহ্‌মান! এবং তাঁহার রবুবীয়তের বিকাশ রহ্‌মত দ্বারা সাধিত হইয়াছে বলিয়া তিনি রহীম! সুতরাং যিনি স্বয়ং কৃপানিধান এবং যিনি কৃপা ও দয়ার বিকাশক, তিনি যাহা বিকশিত করিবেন তাহা সুন্দর, মনোহর, সুগঠিত ও সুসজ্জিত হইবেই। সৃষ্টির প্রতি উপাদানে তাঁহার 'রহ্‌মানীয়ত ও রহীমীয়তে'র জন্যই সাম্য ও সামঞ্জস্য বিরাজ করিতেছে এবং সমান ও সুসমঞ্জস হইয়াই উহারা পরস্পরকে আলিংগন দিতেছে।

দার্শনিকের 'প্রয়োজন-বাদে'র মূলেও এই কথাই রহিয়াছে! কোর্‌আন বলিতেছে,— আল্লাহর অনুকম্পা ও রহ্‌মত সকল প্রয়োজনের সেরা। তাঁহার রহ্‌মতের দ্যোতনা সৃষ্টির নির্মানকে সুন্দর ও সুগঠিত হইতে বাধ্য করিয়াছে। আল্লাহর স্বভাব এবং গুণ চিরসুন্দর! যে পিশাচ ও হিংস্র সে কুৎসিৎ এবং আলুলায়িত। দয়ার কোমলতা এবং কৃপার গরিমা চিরসুন্দরের ভূষণ সুতরাং যিনি স্বয়ং সুন্দর এবং দয়া ও কৃপার অধিকারী ও বিকাশক তাঁহার সৃষ্টি ও দান কদাচ অসুন্দর, অপরিমিত ও বিসদৃশ হইতে পারেনা।

www.ahlehadeethbd.org

নিখিল বিশ্বের বেহেশ্‌ত

—আতাউল হক তালুকদার।

ডেমোক্র্যাসি-কমিউনিজ্‌ম-লীগ-কংগ্রেস আর নাজি-বাণী,
গান্ধি-জিন্নাহ্‌-বার্ণার্ড্‌ শ' আর হিট্‌লার-চিয়াং-মুসোলীনী,
নানক-কবীর বুদ্ধ-যীশু-জোরোয়াস্তার আর কৃষ্ণ-সীতা,
জেন্দা-বেস্তা-গ্রন্থসাহেব-ত্রিপিটক আর বাইবেল-গীতা,
হিন্দু-বৌদ্ধ-পার্শী-জৈন-কন্‌ফুসিয়াস্‌-চার্বাক চেলা—
কেউ পারেনি আন্‌তে রে ভাই বিশ্বে স্বর্গ-শান্তি-শালা!
স্বর্গ-শান্তি আন্‌ল শুধু মোহাম্মদ—যে বিশ্ব-নবী,
পূত-সনাতন ইস্‌লাম বুকে দেখ্‌নু শুধু শান্তি ছবি!
বিশ্ব-নবীর শিষ্য খাঁটি বিশ্ব-শান্তির স্রষ্টা একক;
মিথ্যা নহে, যাচাই কর, দেখ তাঁ'রা কেমন সাধক!
'নবী' ছাড়া কেউ পারেনি আন্‌তে ধরায় শান্তিধারা;
'নবী'র মত মানুষ কভু নেয়নি বুকে নিখিল ধরা!
কোরআন এবং রসুল আমার বিশ্ব শান্তির স্ফটিক-ধারা;
প্রবাহিত হ'লেই সুবাস-কুসুম ফুটায় মরু-সা'রা!
সত্যিকারের ইস্‌লাম যদি রূপ নিতে পায় নরের বুকে,
আর্ত তবে মর্ত নিবে, ব্যর্থ ক'রে স্বর্গ-সুখে!
ইস্‌লামেরি রত্ন দিয়ে বিশ্ববাসী বাঁধলে বাসা
নিখিল বিশ্ব বেহেশ্‌ত হ'বে, মানব-জীবন হইবে খাসা!
হিংসা ক'রে সর্‌ছ কেন? মর্‌ছ যে ভাই মনের ভুলে!
ফুলগুলো যে রইল ফু'টে, আন্‌ছ না কেন্‌ তু'লে তু'লে?
আবোল তাবোল ভাব্‌ছ যা' আজ, কাজ দিবে না ওসব কিছু,
আমার কথাই স্মরণ ক'রে করবে এক দিন মাথা নীচু!
দুঃখ আমার, পাকিস্তানী ইস্‌লাম পন্থী ভাই বোনেরা
আত্ম ভু'লে বিত্ত দ'লে রিক্ত হ'ল তিক্ত ভরা!
শান্তিবাহী হ'য়ে তা'রা অশান্তিতে নিমজ্জিত,
উষর সা'রায় পরিণত কুসুম কানন সুসজ্জিত!
বিশ্ব জগৎ পুষ্পাস্তীর্ণ করা ত ভাই দূরের কথা,
নিজেই তা'রা নিষ্ঠীবনে নগ্ন হ'য়ে লুকায় মাথা!
পাকিস্তানী নয় ক' শুধু, বিশ্ব মুস্‌লিম রত্ন হারা,
ঘরের কোনে রত্ন রেখে রত্ন খোঁজে বিশ্বে সারা!
বদ্ধ পাগল বুঝ্‌ল না ক' যাদের কাছে রত্ন যাচে,
রত্নাভাবে যাবজ্জীবন সেই বন্ধুরাই ভুখা আছে!

www.ahlehadeethbd.org

গ্রীষ্মকালের সূর্য্যটাকে ঢাক্‌ল কিরে জলদ কাল ?
মুসলমানের দুঃখ দে'খে চক্ষু আমার অশ্রু সজল !
ভাই বোনেরা, আরজ করি, জাগ আবার—জাগ আবার !
ইচ্ছা ক'রে ইস্‌লামকে ভাই কলঙ্কিত ক'র না আর !
বহ্নিজলে বিশ্বতলে, নিঃস্ব দহে, বিশ্ব দহে,
পুষ্পিত সব বৃক্ষ ভালে কাল বৈশাখী ঝঞ্ঝা বহে !
উ'ল্‌টে গেল বিশ্ব জগৎ, সিন্ধু বক্ষ উঠ্‌ল ফু'লে,
উল্‌টা দিকে চল্‌ছে তরী—ডুব্‌ল বুঝি অথই জলে !
জাগ তুমি—উঠ তুমি, বিশ্ব জু'ড়ে ছড়াও ত্বরা
শাশ্বত এই ইস্‌লামেরি পীযূষ-প্লাবন স্বর্গ ঝরা !
দাও ফি'রে হে হাওয়ার গতি—চাঁদের হাসি আসুক নেমে,
মলয় হাওয়া দোল্ দিয়ে যা'ক্, শীষ্ দিয়ে যাক্ দোয়েল-শ্যামে !
ইস্‌লামেরি রত্ন দিয়ে রাঙা নীড়ের সৃষ্টি কর,
মুস্‌লিম-জাহাঁয় পাকিস্তানে সর্ব্বপ্রথম স্বর্গ গড় ।
বিশ্ব দেখুক পাকিস্তানের অভ্রভেদী সৌধ-চূড়া,
সরম এসে বিশ্ববাসীর মরম হেনে করুক গুড়া !
অশ্রু-ঝরা চক্ষুগুলা মুগ্ধ হ'য়ে থাকুক চেয়ে,
ছন্দহারা চিত্তগুলা মুগ্ধ হ'য়ে উঠুক গেয়ে !
যাদের স্বর্গ তা'রাই গড়্‌বে, পথ দেখা'ব শুধুই মোরা ;
পাকিস্তানের কল্যাণে ভাই স্বর্গ হউক বসুন্ধরা !
পাকিস্তানের জন্ম তবে পৃথ্বীতলে স্বার্থক হ'বে ;
নিখিল বিশ্বের বেহেশ্‌তটা রূপ নিয়ে ভাই উঠ্‌বে কবে ?

নিয়তির পরিহাসে

—মির্জ্জা আবু নঈম মুহাম্মদ শামসুল হুদা

পুরণো দ্বন্দ্ব হয় অবসান
নূতন দ্বন্দ্ব তরে,
যেথা অবসান সেথা আরম্ভ
বিশ্বের খেলাঘরে ।

আসন শূন্য সে পুরণো রাজার
নূতন রাজার তরে,
নদী ভেঙ্গে দিয়ে পুরাতন গাঁও
নূতন গাঁও সে গড়ে ।

একজন যায় চলে চিরতরে
একজন কাছে আসে
একজন মোরে দূরে ঠেলে ফেলে
আর এক ভালবাসে

একের তরে যে হয় আর এক
এক যায় এক আসে
পুরাতন যায় আসে সে নূতন
নিয়তির পরিহাসে ।

———•:)(:*:)(:•———

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান

(২)

সন্দেহের উদ্ভব এবং অপনোদন।

১। ছিহাহ ও ছুননের সংকলয়িতাগণ হয্‌রত ইব্‌নে আব্বাছের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন— যে, মুগীছ নামক ক্রীতদাসের স্ত্রী বুরয়রা স্বাধীনতা লাভ করার পর মুগীছকে প্রত্যাখ্যান করার দরুণ সে অস্থির হইয়া কাঁদাকাটি আরম্ভ করিয়া দেয়.— তাহাতে রছুলুল্লাহ (দঃ) দয়ারবশবর্তী হইয়া বুরয়রাকে বলেন,— তুমি যদি মুগীছের কাছে প্রত্যাবর্তন করিতে, তাহা হইলে ভাল হইত. কারণ সে— তোমার সন্তানের পিতা। বুরয়রা বলিল, হে আল্লাহর রছুল, আপনি কি আমাকে আদেশ করিতেছেন? হয্‌রত বলিলেন, আমি শুধু অনুরোধ করিতেছি! বুরয়রা বলিল, মুগীছের আমার প্রয়োজন নাই। ✝

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو راجعتيه' فانه ابو ولدك' فقالت يا رسول الله اتامرني ؟ قال : انما انا شافع ! قالت لا حاجة لي فيه !

এক দলের বক্তব্য এই যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুরোধ যদি বুরয়রার পক্ষে প্রতিপালনীয় না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় নির্দেশ আমাদের জন্য কেন প্রতিপালনীয় হইবে?

ইহার উত্তরে প্রথমে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) সমুদয় উক্তি আদেশের পর্যায়ভুক্ত নয়। উম্মতের জন্য ওয়াজিব শুধু তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন করা আর সেই জন্যই বুরয়রা হয্‌রতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাঁহার উক্তি— বুরয়রার প্রতি আদেশ কিনা? ইছ্‌লাম ব্যক্তি-স্বাধীনতার যে অধিকার নরনারীকে প্রদান করিয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহা সাব্যস্ত করিতে আসিয়াছিলেন। বুরয়রা স্বাধীনতালাভ করার পর তাহার— ক্রীতদাস স্বামীর অধীনতা অস্বীকার করার অধিকার লাভ করিয়াছিল, এই অধিকার হইতে রছুলুল্লাহর (দঃ) পক্ষে তাহাকে আইনতঃ বঞ্চিত করার উপায় ছিল না. তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অপহরণ— করিতে আসেন নাই। মুগীছের অবস্থা দেখিয়া শুধু দয়ারবশবর্তী হইয়াই বুরয়রাকে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানাইয়াছিলেম এবং তিনি যে আদেশ করেন নাই তাহাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই হাদীছ সূত্রে রছুলুল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার বৈধতা কোন ক্রমেই সাব্যস্ত হয় না। যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার — বিধান রছুলুল্লাহ (দঃ) বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, বুরয়রা তাহাই প্রতিপালন করিয়াছিল। আজও— যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন উক্তি বা আচরণ তাঁহার নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া প্রমাণিত হয়, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহার অনুসরণে ক্ষান্ত থাকিতে পারি কিন্তু উহা যে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ নয়, তাহা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে তাঁহার উক্তি বা আচরণ হইতেই সাব্যস্ত করিতে হইবে, নিজের খোশখেয়াল মত হয্‌রতের কোন উক্তি বা আচরণকে তাঁহার— নির্দেশের পর্য্যায় হইতে খারিজ করার কোন অধিকার কাহারো নাই।

২। এই রূপ ধরণের আর একটী ঘটনাকে— আশ্রয় করিয়া হাদীছের প্রামাণিকতা বাতিল করার অপচেষ্টা করা হইয়া থাকে। বুখারী ও নছায়ী— প্রভৃতি ইব্‌নে আব্বাছের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পীড়ার অবস্থা যখন গুরুতর আকার ধারণ করিল তখন তিনি বলিলেন,— আমার কাছে লিখিবার সামগ্রী আন, আমি তোমাদের জন্য এমন একটী কিতাব (দলীল) সম্পাদন— করিয়া দেই যাহাতে আমার বিয়োগের

لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال : ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا' لا تضلوا بعدي ! فقال عمر : ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا ! فاختلفوا وكثر اللغط' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي

✝ বুখারী, ৭৯৫ পৃঃ; দারমী, ২৯৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

عندى التنازع - فخرج ابن عباس يقول : ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه - وعن النسائي عنه : ان قوما قالوا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم : ماشانه ؟ اهجر ؟

পর তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। তখন হযরত উমর বলিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন, অথচ আমাদের নিকট আল্লাহর—কিতাব আছে, উহা আমাদের জন্য যথেষ্ট! অতঃপর উপস্থিত—লোকদের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ হইল আর হৈ চৈ বাড়িয়া গেল! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও, আমার কাছে তোমাদের কলহ করা উচিত নয়। তখন ইব্নে—অব্বাছ এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার লেখার মধ্যে যাহা অন্তরায় হইয়াছিল, সকল বিপদের মধ্যে সেই বিপদ সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ! নাছায়ীর রেওয়ায়তে আছে যে, ইব্নেআব্বাছ বলিলেন,— সে দিন এক দল লোক বলিয়াছিল, রছুলুল্লাহর (দঃ) অবস্থা কেমন? তিনি কি ভুল বকিতেছেন? *

একদল অর্থাৎ শিয়ারা এই ঘটনার সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) হযরত আলীর নামে খিলাফতের উত্তরাধিকার-পত্র লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, হযরত উমর ষড়যন্ত্র করিয়া তাহা ব্যর্থ করিয়াদেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) অন্তিম আদেশ স্বয়ং অমান্য করিয়া এবং উহা প্রতিপালিত হইতে না দিয়া হয্রত উমর ঘোরপাপী হইয়াছেন এবং এই পাপ তাঁহাকে কুফরের পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

হাদীছ বিদ্বেষীরা বলেন, হয্রত উমর ইছ্লামের রুহ এবং তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি জানিতেন যে, কোর্আনই মুছলমানদের জন্য যথেষ্ট এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ অবশ্য-প্রতিপালনীয় নয়, তাই তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ প্রতিপালিত হইতে দেননাই এবং দলীল সম্পাদনের কার্যে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, উল্লিখিত ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুছলমানদের অনুসরণীয়-বস্তু হইতেছে কোর্আন, হাদীছ নয়।

আহ্লেহাদীছরা উল্লিখিত উভয়বিধ তাৎপর্যের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, হয্রত উমরের বাধা প্রদান করার কার্য ষড়যন্ত্রমূলক ছিলনা এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ অগ্রাহ্য করার মত্লবেও তিনি আপত্তি উপস্থাপিত করেননাই। উমর ইছলামের তাৎপর্য সম্বন্ধে যত বড়ই পণ্ডিত হউননা কেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা তিনি অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ অপেক্ষা তাঁহার নির্দেশ উৎকৃষ্টতর এবং প্রতিপালন করার অধিকতর উপযোগী, একথা কোন মুছলমান ধারণা করিতে পারেনা। হয্রত আলীকে রছুলুল্লাহ (দঃ) খিলাফতের—সনদ লিখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা শিয়া ও ছুন্নী কেহই স্বীকার করিতে পারেননা, কারণ শিয়ারা—বলেন, আলীর খিলাফত স্পষ্ট নছ্— প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত, তাঁহার খিলাফতের জন্য স্বয়ং আল্লাহ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে স্পষ্ট ভাষায় ওছীয়ত করিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহারা আলীকে ওছীয়ুল্লাহ বলিয়া থাকেন। শিয়াদের উপরিউক্ত দাবীসূত্রে একথার কোন অর্থই হইতে পারেনা যে, যাঁহার খিলাফত 'নছ্ছে-জলী'—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত, সেই আলীকে রছুলুল্লাহ (দঃ) খিলাফতের ছনদ লিখিয়াদিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যদি মুছলমানরা নছ্ছে জলীকে সমবেতভাবে অমান্য করিয়া যাইতে পারেন, তাহাহইলে মুষ্টিমেয় লোকের সম্মুখে লিখিত একখানি পত্র তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া বাধ্য করিতে পারে?

ছুন্নীরা বলেন যে, মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে পরেই আবুবক্র ছিদ্দীক ও তদীয় জেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিবার জন্য হয্রত আয়েশা উম্মুল মুমেনীনকে রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছিলেন এবং—বলিয়াছিলেন যে,— আমি একখানি দলীল

ادعى لى اباك واخاك حتى اكتب كتابا ' فانى اخاف ان يتمنى متمن' ويقول قائل : انا اولى !

* বুখারী (১) ১৮৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সম্পাদন করিয়া যাইব, কারণ আমি আশংকা করি আমার মৃত্যুর পর পাছে কোন দুরাকাংখাকারী আকাংখা করে আর বলিয়া বসে যে— 'আমি খিলাফতের অধিকতর যোগ্য'। কিন্তু আল্লাহ ও মুমেনগণ আবুবকর ছাড়া আর কাহাকেও খলিফা হইতে— দিবেননা। * ويابى الله والمؤمنون الا ابابكر !

হয্‌রত আয়েশা ইহাও বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যদি কাহাকেও স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাইতেন, তাহাহইলে প্রথমে আবুবক্‌রকে, তাঁরপর উমরকে, তাঁরপর আবুউবায়দা বিনুল জর্‌রাহকে স্থলাভিষিক্ত করিতেন। †

সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, মৃত্যুর চারিদিবস পূর্বে বৃহস্পতিবারে রছুলুল্লাহ (দঃ) যে দলীল— সম্পাদন করার জন্য লিখিবার সামগ্রী চাহিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদিত হইলে হয্‌রত উমরের পক্ষেই অধিকতর সুবিধা ঘটিত, কারণ তিনি যে হয্‌রত আবুবক্‌রের সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। এমতাবস্থায় হয্‌রত উমর আপত্তি করিলেন কেন? তিনি নিজেকে রছুলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান মনে করিয়া বা হাদীছকে অগ্রহণীয় বিবেচনা করিয়া আপত্তি করেননাই। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি স্নেহাতিশয্যের দরুণেই তিনি দলীল লেখার কাজে বাধা দিয়াছিলেন, স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, رسول الله ان النبى صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع রছুলুল্লাহ (দঃ) পীড়ার যন্ত্রনায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহার এরূপ অসুস্থতার ভিতর তাঁহাকে— দলীল লেখার কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। হযরত উমর ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহা লিখিতে চাহিতেছিলেন তাহা হালাল, হারাম ফর্‌য ও ওয়াজিবের নূতন কোন বিধান নয়, কারণ এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্বেই আরাফাতে দীনের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। হয্‌রত উমরের এই ধারণা যে ভিত্তিহীন ছিলনা তাহার জলন্ত প্রমাণ এই যে, এই ঘটনার পরও রছুলুল্লাহ (দঃ) চারি দিবস জীবিত ছিলেন, যদি শরীঅতের আহ্‌কাম সংক্রান্ত কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে— তিনি আল্লাহর নিকট হইতে আদিষ্ট হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি এই কয়েকদিনে তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যাইতেননা। যে রছুল (দঃ) মক্কার কোরায়শ ও মদীনার ইয়াহুদ ও মুনাফিকদের শত— অত্যাচার, ষড়যন্ত্র ও প্রলোভনেও দীনের একটী অক্ষর গোপন করিতে প্রস্তুত হন নাই, তিনি উমরের আপত্তির দরুণ দীনের কোন প্রয়োজনীয় নির্দেশ অপ্রকাশিত রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন, অতিবড় হস্তীমূর্খও এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না। রছুলুল্লাহ (দঃ) খিলাফত সম্বন্ধে যে দ্বিধা বিদূরিত করিতে চাহিয়াছিলেন, মতভেদের দরুণ তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, লিখিত দলীল তাহা সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত করিতে পারিবেনা, অধিকন্তু খিলাফত সম্পর্কে আল্লাহর অভিপ্রায় যাহা, মুছলমানগণ পরামর্শ দ্বারাই তাহা স্থির করিতে পারিবেন, ইহা ওয়াহীর সাহায্যে জানিতে পারিয়া তিনি দলীল সম্পাদনের কার্যে আর ব্রতী হন নাই।

কিন্তু তথাপি হযরত উমরের বাধাদানের— কার্যকে বিশ্বস্ত ফকীহগণ সমর্থন করেন নাই। ইমাম ইবনে হয্‌ম বলিয়াছেন,—যদি উক্ত দলীল সম্পাদিত হইত তাহা হইলে রছুলুল্লাহর (দঃ) পরলোকগমনের পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে পারিত না, মুছলমানদের মধ্যে শিয়াদের অভ্যুদয় ঘটিত না এবং তাহাদের এক দল ইছলামের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু যাহারা বাধা দিয়াছিলেন তাঁহারা তজ্জন্য অপরাধী হইবেননা, কারণ ইহা— তাঁহাদের ইজ্‌তিহাদী ভ্রান্তি ছিল, তাঁহারা তাঁহাদের এই ভ্রান্তির জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক তিরস্কৃত— হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। *

---

* বুখারী ও মুছ্‌লিম (মিন্‌হাজুছ্‌ছুন্নাহ, ৩য় খণ্ড ১৩৫ পৃঃ)।

† মুছ্‌লিম (মিন্‌হাজুছ্‌ছুন্নাহ ৩য় খণ্ড ১৩৫ পৃঃ)।

* ইহ্‌কাম (৮) ১১ ও ১২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হযরত উমর কোন দিন হাদীছ-বিদ্বেষী ছিলেন না, তিনি ইছলামী সংবিধানের জন্য কোরআনকে— কদাচ যথেষ্ট বিবেচনা করিতেন না। হাফিষ ইবনে আব্দুল বর ছনদ সহকারে উমর ফারুকের উক্তি— রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,— এমন এক দল লোকের আবির্ভাব হইবে,— যাহারা কোরআনের অস্পষ্ট অংশের সাহায্যে তোমাদের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইবে, তোমরা ছুন্নতের অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ কর; কারণ হাদীছ অভিজ্ঞরাই আল্লাহর গ্রন্থের তাৎপর্য সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী। *

سيأتى قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنة، فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله عز وجل —

মোটের উপর এই ঘটনার সাহায্যে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি কোন ক্রমেই সাব্যস্ত হয় না; অবশ্য ইহা প্রমাণিত হয় যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন উক্তি সম্বন্ধে যদি স্পষ্টভাবে — জানিতে পারা যায় যে, উহা ইছলামী বিধানের বিধি নিষেধের পর্যায়ভুক্ত নয়, পক্ষান্তরে উহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত মাত্র, তাহাহইলে তাঁহার উক্ত অভিমত অনুসরণ করা উত্তম হইলেও ফরয বা — ওয়াজিব বিবেচিত হইবেনা।

৩। এই ধরণের আর একটী হাদীছ মুছ্লিম ওয়াহবের কন্যা জদামার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি একদল লোক সহ রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন বলিতেছিলেন যে— শিশু প্রসূতির স্তন্য পান করিবার কালে আমি যৌনসংযোগ নিষিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু আমি রোমক এবং পারসিকদিগকে লক্ষ করিয়া দেখিলাম, তাহারা এই কার্য করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের সন্তানদের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। †

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس، وهو يقول : لقد هممت ان انهى عن الغيلة، فنظرت فى الروم و فارس، فاذاهم يغيلون اولادهم، فلا يضر ذلك اولادهم شيئا —

হাদীছ-বিদ্বেষীরা বলেন, এই হাদীছের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, আদেশ ও নিষেধের বহুলাংশ রছুলুল্লাহর (দঃ) কল্পনাপ্রসূত অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখিয়া হাদীছে অনেক বিষয়ের অনুমতি বা নিষেধ দেওয়া হইয়াছে সুতরাং হাদীছে যেসকল আদেশ ও নিষেধের ব্যবস্থা রহিয়াছে,— আমরা আমাদের অর্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেগুলি পরিবর্তিত করিতে পারি।

কিন্তু এই হাদীছের সাহায্যে ইহা আদৌ প্রমাণিত হয়না যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কাল্পনিকভাবে কোন নির্দেশ কখনো প্রদান করিয়াছেন। উল্লিখিত ঘটনার দ্বারা শুধু ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, যেসকল বিষয়ে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ওয়াহী বিদ্যমান নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা বলবৎ বা রহিত করা যাইতে পারে। রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে একটী কার্যকে তাঁহার দেশবাসী কেবল সংস্কারের বশবর্তী হইয়া দোষনীয় মনে করিত, অথচ ওয়াহী বা অভিজ্ঞতার দ্বারা রছুলুল্লাহ (দঃ) উহা দোষণীয় হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হননাই, সুতরাং তিনি কথিত অমূলক সংস্কারকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, উক্ত কার্যকে ফরয বা ওয়াজিব ঘোষণা করেননাই।

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই— হাদীছের সাহায্যে আচার ও সংস্কারের আংশিক স্বাধীনতা প্রমাণিত হইতেছে। সর্বপ্রকার বিধি নিষেধের জন্য যাঁহারা কোরআন বা হাদীছের প্রমাণ দর্শন করিতে সমুৎসুক, উল্লিখিত হাদীছটী তাঁহাদের দাবী ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত করিতেছে যে, মানুষের করণীয় বা বর্জনীয় এমন বিষয়ও রহিয়াছে যাহার সহিত নবুওতের অর্থাৎ— প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ওয়াহী বা তন্‌যীলের কোন সম্বন্ধ নাই এবং আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, কোরআন ও ছুন্নতে যেসকল আদেশ বা নিষেধের অস্তিত্ব নাই,

* কিতাবুল ইল্‌ম (২) ১২৩ পৃঃ।

† মুছ্‌লিম (১) ৪৬৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেসকল বিষয়ের সহিত নবুওতের কোন সম্পর্ক নাই। সংগে সংগে ইহাও জানা যাইতেছে যে, এই ধরণের বিষয়সমূহে পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সংগৃহীত অভিজ্ঞতার অনুসরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আদেশ ও নিষেধের যে বিধান রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং আকারে ও ইংগিতে যেগুলির মধ্যে নড়চড় করার কোন অনুমতি বিদ্যমান নাই, সেগুলি আচার ও সংস্কৃতি মূলক হউক, অথবা তমদ্দুন বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত হউক, কিংবা অবিমিশ্র ইবাদতের ব্যাপার হউক, তৎসমুদয়কে—অস্বীকার বা পরিবর্তন করার কোন অধিকার কাহারো থাকিতে পারেনা।

৪। এই ধরণের আর একটী ঘটনার কথা মুছলিম, বয্যার ও তাবারানী প্রভৃতি রাফে বিনে—খদীজ, ইবনে আব্বাছ এবং তল্হা প্রভৃতির বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন উক্ত স্থানের অধিবাসীরা পুং এবং স্ত্রী খেজুর গাছের মধ্যে পুষ্প-রেণুর বিনিময় করিতেন। আঁহযরত (দঃ) ইহা দেখিয়া বলিলেন, যদি তোমরা এরূপ না কর তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হয়। রছুলুল্লাহর (দঃ) কথা শুনিয়া তাঁহারা পুষ্পরেণুর বিনিময় করা ছাড়িয়া দিলেন, ইহাতে ফসল খারাব বা কম হইল। আঁহযরত (দঃ) কে এ কথা জানান হইলে তিনি বলিলেন,— আমি এক জন মানুষ মাত্র।— যখন আমি তোমাদের দীন সম্বন্ধে কোন আদেশ করি, তখন তোমরা তাহা প্রতিপালন করিও আর যদি আমার নিজস্ব মত অনুসারে কোন কথা বলি, তখন আমি একজন মানুষ মাত্র! তল্হার রেওয়ায়তে আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন; যদি পুষ্প-রেণুর বিনিময় কার্য্য তাহাদের পক্ষে উপকারী হয়, তাহা হইলে তাহারা করিতে থাকুক, কারণ আমি ধারণার বশবর্তী হইয়াছিলাম মাত্র এবং কোন ধারণার জন্য তোমরা আমাকে দায়ী করিওনা কিন্তু—যখন আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন কথা বলি, তখন তোমরা তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিও।—কারণ আমি আল্লাহর নামে অপপ্রচার করিনা।—আয়শা উম্মুল মুমেনীন এবং আনছ বিনে মালিকের রেওয়ায়তে আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয়গুলি বেশী অবগত আছ। *

قال النبى صلى الله عليه وسلم لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا قال : فتركوه فنفضت او قال : فنقصت قال : فذكروا ذلك له فقال : انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشئ من رأي فانما انا بشر — وفي رواية : ان كان ينفعهم فليصنعوه فاني انما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لم اكذب على الله عزوجل وفي رواية انتم اعلم بامور دنياكم —

এই ঘটনা দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রমাণিত হয়,—

১। রছুলুল্লাহ (দঃ) যে সকল কথা বলিতেন বা যে সমুদয় কার্য করিতেন, সেগুলির কতক অংশ ওয়াহীর পর্যায়ভুক্ত ছিল না।

২। এই শ্রেণীর উক্তি ও আচরণ উম্মতের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় নয়।

৩। এই শ্রেণীর উক্তি ও আচরণ রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রকাশ-ভংগীর দ্বারাই চিনিয়া লইতে পারা যায়। যে সকল উক্তি ও আচরণের মধ্যে রছুলুল্লাহ (দঃ) অনিশ্চয়তা বা দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আদেশ ও আদর্শ রূপে যাহা বলেন নাই বা করেন নাই এবং তাঁহার যে উক্তি ও আচরণের বিপরীত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি বিরক্তি বা আপত্তি প্রকাশ করেন নাই, রছুলুল্লাহর (দঃ) সেই সকল উক্তি ও আচরণ শরীঅতের পর্যায়ভুক্ত নয়।

৪। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার যে সকল উক্তি বা আচরণে কোন অনিশ্চয়তা বা দ্বিধা প্রকাশ করেন নাই এবং আদেশ ও আদর্শ রূপে যাহা বলিয়াছেন

* মুছ্লিম (২) ২৬৪ পৃঃ ; মজ্মাউয্যওয়ায়েদ—(১) ১৭৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বা করিয়াছেন এবং যে আদেশের অন্যথাচরণের জন্য তিনি অসন্তোষ বা আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সে গুলি সমস্তই দীনের পর্যায়ভুক্ত এবং ওয়াহীর দ্বারা প্রমাণিত অথবা সমর্থিত।

৫। ওয়াহীর স্পষ্ট বা অস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া—রছুলুল্লাহ (দঃ) দীন সম্পর্কে কোন বাক্য কোনদিন উচ্চারণ করেন নাই এবং এরূপ কোন আচরণ তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই।

৬। ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষকেই রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করিয়াছেন।

৭। যেসকল বিষয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, সেইগুলির নাম পার্থিব বিষয়।

একদল লোক তমদ্দুন, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও ব্যবহারিক-জীবনের সমুদয় হাদীছি বিধানকে রছুলুল্লাহর ব্যক্তিগত অভিমতের পর্যায়ে ফেলিয়া ওগুলিকে ইছ্লামী বিধানের বহির্ভূত এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) কথিত পার্থিব বিষয় সমূহের (امور الدنيا) Secular affairs অন্তরভুক্ত করার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা শুধু—ইবাদত সংক্রান্ত ও নৈতিক ব্যক্তিগত নির্দেশগুলিকে দীনিবিষয় রূপে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন এবং—অন্যান্য সমুদয় ব্যাপার সম্পর্কে সংবিধান (শরীঅত্) রচনা করার স্বাধীন অধিকার দাবী করিতেছেন। তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় তাঁহারা উপরিউক্ত ঘটনা এবং রছুলুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত উক্তি যোরে শোরে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কিন্তু উল্লিখিত হাদীছের সাহায্যে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় আদৌ প্রমাণিত হয়না। তমদ্দুন, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও ব্যবহারিক জীবনের নির্দেশগুলি শুধু হাদীছেই সীমাবদ্ধ নাই, উহার বহুলাংশ এমনকি প্রধান সূত্রগুলি সমস্তই কোর্আনে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ওগুলিকে পার্থিব বিষয়সমূহের পর্যায়ভুক্ত—করিয়া বর্জন করিতে চাহিলে হাদীছের সংগে সংগে কোর্আনেরও অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ প্রত্যাখান—করিতে হইবে। তারপর কোন বিষয় গ্রহণ বা বর্জন করার একটা নিয়ম থাকা উচিত, রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ সূত্রেই অর্থাৎ উল্লিখিত হাদীছকে অবলম্বন করিয়াই যদি পার্থিব বিষয়ের জন্য উপরিউক্ত নিয়ম গঠন করা হইয়াথাকে, তাহাহইলে কার্যতঃ রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ প্রতিপালনীয় হইবার নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং ইহা স্বীকৃত হইয়া থাকিলে অন্যান্য লক্ষলক্ষ হাদীছের ভিতর দিয়া তমদ্দুন, রাজনীতি ও ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে তাঁহার যেসকল নির্দেশ—প্রমাণিত রহিয়াছে, সেগুলিও অতিঅবশ্য প্রতিপালনীয় বিবেচিত হওয়া উচিত। একযাত্রার পৃথক ফলরূপে রছুলুল্লাহর (দঃ) একটী নির্দেশকে গ্রহণযোগ্য এবং অপরাপর সমুদয় নির্দেশকে বর্জনীয় সাব্যস্ত করার পিছনে প্রবৃত্তিপরায়ণতার বিলাসিতা ছাড়া অন্য—কোনই যুক্তি নাই।

ইহা অনস্বীকার্য যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মানুষের ত ও আচরণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য আগমন করেননাই। ইছ্লামী মতবাদ বা আকীদাকে মানুষের মানসলোকে বদ্ধমূল এবং উহার বিধানকে আচরণ ও অনুষ্ঠানরূপে সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত চরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া তোলাই রিছালতের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কৃষি ও শিল্প ব্যবসা ও বাণিজ্য শিখাইতে আসেননাই, ঐসকল বিষয়ের মধ্যে ইছ্লামী আদর্শ ও নীতির প্রতিকূল ও অনুকূল যাহা, তিনি কেবল সেইগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের যেসকল বিষয়ের সহিত ইছ্লামী আদর্শ ও নীতির কোন সংযোগ বা বিরোধ নাই, সেসকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি উচ্চবাচ্য করেননাই, আর দৈবাৎ কিছু বলিয়া থাকিলেও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তোমাদের পার্থিব বিষয় তোমরাই ভাল জান!

রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওত বিভাজ্য ছিলনা, তিনি সকল সময়ের জন্যই নবী ছিলেন, জীবনের সকল স্তরে ও প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁহার নবুওতের স্বীকৃতি—অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও তমদ্দুনী জীবনে তাঁহার নবুওতের প্রভাব অস্বীকার করার অন্য অর্থ হইতেছে তাঁহার রিছালতকে বিভাজ্য মনে করা, অর্থাৎ—তাঁহাকে মছ্জিদে নবীমান্য করা, কিন্তু গণপরিষদে, ব্যবস্থাপক সভায়, পার্লামেন্টে ও বিচারালয়ে তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নবুওত অস্বীকার করা। এই অস্বীকৃতি লইয়া—কোন ব্যক্তির মুছ্লিম থাকিবার দাবী টিকিতে পারে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে পার্থিব বিষয়গুলি শরীঅতের—বহির্ভূত নয়, আদেশ, নিষেধ, সম্মতি ও স্বাধীনতা এই চারিটী বিষয়ের সমবায়ে ইছ্লামী বিধান গঠিত হইয়াছে। মত, রুচি ও আচরণ সম্পর্কিত যে সকল বিষয়ে আদেশ ও নিষেধের বন্ধনে মানুষকে আবদ্ধ করা এবং নির্ধারিত বিধান অনুসারে যে সকল—বিষয়ে তাহাদিগকে পরিচালিত করা অভিপ্রেত—ছিলনা, সে সকল বিষয়ে মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। আমি ভাত খাইব না রুটি?—আমি পাত্লুন পরিব না পাজামা? সাইকেলে চড়িব না অশ্বারোহণ করিব? কোন্ মওছমে কি চায—করিব? হাল গরুর সাহায্যে চাষ করিব না কলের লাংগলে? জমিতে কোন্ সার ব্যবহার করিব?—আমার বাসগৃহগুলি কোন্ আকারের এবং কিসের হইবে? যুদ্ধে কোথায় শিবির সন্নিবেশিত করিব? কোন্ অস্ত্র লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইব? কোন্পথ দিয়া যাত্রা করিব? ইত্যাদি বিষয়ে জনমণ্ডলীকে—সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে, সবগুলির মূলে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায়ের কতকগুলি নৈতিক বিধান বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

তির্মিযী, ইব্নে মাজা, বায্যার, তাবারানী ছল্মান ফার্ছী প্রভৃতির বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তদীয় গ্রন্থে যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা হালাল এবং যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা হারাম, এবং যে সকল বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, সেই সকল বিষয় ক্ষমা করিয়াছেন।

الحلال ما احله الله فی کتابه والحرام ماحرم الله فی کتابه وما سکت عنه فهو مما عفا عنه -

হাফিয হয়ছমী এই হাদীছের ছনদকে হাছান, রাবীগণকে বিশ্বস্ত এবং হাফিয ইব্নুল কাইয়েম—ছনদকে সুন্দর (جيد) বলিয়াছেন। *

ইমাম মালেক, বুখারী, মুছ্লিম, নাছায়ী,—দারকুৎনী প্রভৃতি আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে যতটা ছাড়িয়া যাইতেছি, তোমরাও ততটাতেই নিরস্ত থাক। তোমাদের পূর্ববর্তীরা অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাহাদের নবীগণ সম্বন্ধে মতভেদের দরুণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব যখন আমি কোন বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করি, তোমরা সাধ্যপক্ষে তাহা প্রতিপালন কর, আর কোন বিষয় যখন তোমাদিগকে নিষেধ করি, তোমরা তাহা পরিহার কর। †

ذرونی ماترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثرة سوالهم واختلافهم علی انبیاءهم فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه مااستطعتم واذا نهیتکم عن شیء فدعوه -

ফল কথা, রাষ্ট্র, তমদ্দুন, অর্থনীতি ও ব্যবহারিক জীবনের যে সকল বিষয়ে কোর্আন এবং হাদীছের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশ রহিয়াছে, সেগুলি অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে এবং যে সকল বিষয়ে কোন আদেশ বা নিষেধ বিদ্যমান নাই, সেগুলি বিষয়ে—মানুষের স্বাধীনতা রহিয়াছে, তাহারা যেরূপ সংগত মনে করিবে, সেই ভাবে কার্য করার অধিকারী—হইবে।

এ বিষয়ে হুজ্জাতুল-ইছলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য,—

রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং হাদীছের গ্রন্থসমূহে যাহা সংকলিত আছে, সেগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,

১। রিছালতের কর্তব্য প্রতিপালন কল্পে যে সকল হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি সম্পর্কে—কোর্আনে বলা হইয়াছে,— রছুল যাহা তোমাদিগকে দেন, তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করেন, তাহা হইতে বিরত থাক। নিম্নলিখিত বিষয়-

ما اتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا -

* ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন (১) ৩০৫ পৃঃ; মজ্মাউয্যওয়ায়েদ: (১) ১৭১ পৃঃ।

† বুখারী (ফত্হসহ) ২য় খণ্ড, ২৬২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গুলি এই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত,

(ক) পরলোক সম্পর্কিত হাদীছ।

(খ) অতি প্রাকৃতিক সংবাদ—

এগুলির ভিত্তি সমস্তই ওয়াহীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

(গ) আদেশ ও নিষেধ,

(ঘ) ইবাদতের নিয়ম,

(ঙ) জীবন পদ্ধতী,

এগুলির কতকাংশ ওয়াহী হইতে আর কতক রছুলুল্লাহর (দঃ) ইজ্‌তিহাদ হইতে উদ্‌ভূত। কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) ইজ্‌তিহাদও ওয়াহীর পর্যায়ভুক্ত, কারণ তাঁহার জন্য ভ্রান্ত অভিমতের উপর স্থায়ী-- থাকা আল্লাহ্ অসম্ভব করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদয় ইজ্‌তিহাদ যে অকাট্য নির্দেশের উপর বিরচিত ছিল, এ ধারণা সঠিক নয়। আল্লাহ্ তাঁহাকে শরীঅতের উদ্‌দেশ্য এবং সংবিধান রচনা করার নিয়ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে তিনি সহজসাধ্য এবং সুদৃঢ় বিধান রচনা করিতে পারিতেন এবং ওয়াহী সূত্রে উক্ত নিয়মের উদ্‌দেশ্য বর্ণনা করিতেন।

(চ) অনির্ধারিত আদেশাবলী ও

(ছ) সুবিধাজনক নির্দেশসমূহ

রিছালতের কর্তব্যপালন সম্পর্কিত হাদীছসমূহের অন্তরভুক্ত। এগুলির জন্য সময় ও সীমা নির্ধারিত হয় নাই, যেমন উন্নত ও নিকৃষ্ট চরিত্রের বর্ণনা। এ সমস্তেরও অধিকাংশ ইজ্‌তিহাদ হইতে উদ্ভূত।— জীবনপদ্ধতীর তাৎপর্য ও নিয়ম আল্লাহ্ তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনি ঐ নিয়ম অনুসারে উহারসূত্র প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

(জ) আমলের ফযীলত এবং

(ঝ) আমলকারীদের প্রশংসসূচক হাদীছসমূহ, এগুলিও রিছালতের পর্যায়ভুক্ত। আমার বিবেচনায় এগুলির কতকাংশ ওয়াহী আর কতকাংশ রছুলুল্লাহর (দঃ) ইজ্‌তিহাদ।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীছগুলির সহিত রিছালতের সম্পর্ক নাই, যেমন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি একজন মানুষ, যখন তোমাদের দীন সম্বন্ধে— আমি তোমাদিগকে কোন আদেশ করি, তখন তাহা তোমরা পালন করিও, আর যখন আমি আমার নিজস্ব মত তোমাদের কাছে ব্যক্ত করি, তখন আমি একজন মানুষ। এইরূপ কথা রছুলুল্লাহ (দঃ) খেজুরের পুষ্পরেণুর বিনিময়কালে বলিয়াছিলেন। ঔষধ ও— শারীরিক চিকিৎসা সম্পর্কিত এবং কাল ঘোড়া, যার কপালে হাল্‌কা শুভ্রতার আভা আছে ইত্যাদি হাদীছগুলি এই শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। এগুলি সমস্তই অভিজ্ঞতামূলক। রছুলুল্লাহ (দঃ) যেসকল কার্য অভ্যাস বশতঃ করিয়াছিলেন, কিংবা দৈবাৎ করিয়াছিলেন অর্থাৎ— ইচ্ছাকৃতভাবে করেননাই, অথবা সাময়িক কারণ বশতঃ করিয়াছিলেন, অথচ সমস্ত উম্মতের জন্য করণীয়— বলেননাই,— এগুলি সমস্তই দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীছের পর্যায়ভুক্ত। খলিফা যুদ্ধোপকরণ এবং সৈন্যসজ্জিত করার যে ব্যবস্থা করিবেন অথবা বাহিনীর জন্য যে চিহ্ন নির্দিষ্ট করিবেন, সেসমস্ত ব্যাপার এই শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। ¶

আমরা ব্যক্তিগত ভাবে শাহ ছাহেবের প্রত্যেকটী বিশ্লেষণের আক্ষরিক সমর্থক নই, তাঁহার উক্তিদ্বারা আমরা কেবল দুইটী বিষয় সাব্যস্ত করিতে চাই। প্রথম, রছুলুল্লাহর (দঃ) সমুদয় উক্তি, আচরণ এবং— সমর্থন, ওয়াহীর পর্যায়ভুক্ত নয় এবং এই শ্রেণীর হাদীছ উম্মতের জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় নয়, আমাদের এই উক্তি বিশ্বস্ত ফকীহগণ স্বীকার করিয়াছেন।— দ্বিতীয়, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনপদ্ধতীর রাষ্ট্রিক বা তমদ্দুনী যেসকল বিধান রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রদান করিয়াছেন সেগুলি মুহাক্কিক্ ফকীহ ও আলেমগণ কদাচ পরিত্যাজ্য বলিয়া স্বীকার করেননাই।

* * *

অবস্থা ও প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে কোর্‌আন ও হাদীছের কোন নির্দেশ পরিবর্তিত হইতে পারে কিনা, অতঃপর তাহা আলোচিত হইবে।

এই প্রশ্নটী প্রথম প্রশ্ন অপেক্ষা অধিকতর জটিল। ইহার সঠিক সমাধান করিতে হইলে প্রস্তাবনা স্বরূপ কয়েকটী বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক।

১। সর্বপ্রকার সংবিধানের উদ্‌দেশ্য প্রধানতঃ

¶ হুজ্‌জাতুল্লাহিল বালিগা, ১৩৩ ও ১৩৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দুইটী, যাহা মংগলজনক ও উৎকৃষ্ট, তাহার প্রতিষ্ঠা— এবং যাহা অন্যায় ও অকল্যাণকর, তাহার অপনোদন। কোর্‌আনি পরিভাষায় ইহাকে "আল্‌আম্‌র বিল মা'-রুফ ওয়ান্‌নহী আনিল মুন্‌কর" বলা হয়।

ইছলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোর্‌আনে— বলা হইয়াছে,— الذين ان مكناهم فى الارض তাহাদিগকে যদি— اقاموا الصلوة واتوا الزكوة আমরা পৃথিবীতে وامروا بالمعروف و نهوا প্রতিষ্ঠা দান করি,— عن المنكر - তাহাহইলে তাহারা নমায কায়েম করিবে, যকাত দিবে, ন্যায়ের জন্য আদেশ করিবে এবং অন্যায় হইতে বিরত রাখিবে,— আল্‌হজ : ৪১।

২। সমস্ত ন্যায় আর সমুদয় অন্যায় সমশ্রেণী-ভুক্ত নয়। কোর্‌আনে কতকগুলি পাপকে 'কবায়ের' গুরুতর— আর কতককে 'ছৈয়িআত' অপরাধ বলা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন,— যদি তোমরা নিষিদ্ধ গুরুতর পাপসমূহ— ان تجتنبوا كبائر ما تنهون হইতে বিরত থাক, عنه نكفر عنكم سيئاتكم - তাহা হইলে আমরা তোমাদের অপরাধগুলি বিদূরিত করিব,—আন্‌নিছা : ৩১। এইভাবে সদাচরণ সমূহ কোর্‌আনে হাছানাত, হদুদ এবং ফরিযাহ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩। অন্যায়ের প্রতিরোধ করার অর্থ পঞ্চবিধ,— (ক) অন্যায় বিদূরিত করিয়া উহার বিপরীত ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা। (খ) সম্পূর্ণ নাহইলেও উহাকে আংশিক ভাবে তিরোহিত করা। (গ) বৃহত্তর অন্যায় বিদূরিত করিয়া ক্ষুদ্র অন্যায়ে সম্মত হওয়া। (ঘ) একটী অন্যায়ের পরিবর্তে উহার মতই আর একটী অন্যায় সাধন করা। (ঙ) একটী অন্যায় বিদূরিত করিতে গিয়া তদপেক্ষা গুরুতর অন্যায় সাধন করা।

প্রথম তিন শ্রেণীর অন্যায়ের প্রতিরোধ করা শরীঅত অনুমোদিত, চতুর্থ শ্রেণীর প্রতিরোধ ইজ্‌তিহাদ সাপেক্ষ, পঞ্চম শ্রেণীর প্রতিবিধান হারাম।

আবার একটী হিতকর কার্য সাধন করিতে গিয়া যদি বৃহত্তর অমংগলের সম্মুখীন হইতে হয়, সে কার্য অবশ্যকর্তব্য হইলেও উহা হইতে বিরত থাকাই শরীঅতের বিধান।

উল্লিখিত প্রস্তাবনাগুলি হৃদয়ংগম করার পর ইহা জানা আবশ্যক যে, কোর্‌আন ও হাদীছের কোন— নির্দেশ কোন অবস্থাতেই চরমভাবে বর্জিত হইতে পারেনা, কিন্তু গুরুতর ও বৃহত্তর মংগলামংগলের ফলাফলকে লক্ষ রাখিয়া আদেশ ও নিষেধের সাময়িক ব্যতিক্রম, নিবর্তন ও সংবরণ অবশ্যই হইতে পারে বরং এইরূপ ব্যতিক্রম ইছলামী শাসননীতির অপরিত্যাজ্যঅংশ। কিন্তু এই রীতি অনুসরণ করার জন্য তিনটী বিষয় লক্ষ রাখা অপরিহার্য ভাবে আবশ্যক।

(ক) মূল বিধানের আইনগত মূল্য আদৌ পরিবর্তিত হইবেনা।

(খ) ব্যতিক্রম, নিবর্তন ও সংবরণের প্রমাণও কোর্‌আন এবং হাদীছের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অনুমতি— সাপেক্ষ হইবে।

(গ) ব্যতিক্রম, নিবর্তন ও সংবরণের অধিকার ব্যক্তিগত হইবেনা, কেবলমাত্র মজ্‌লিছে শুরা'র অধিকারে থাকিবে।

আমাদের এই সিদ্ধান্তগুলির পোষকতায় আমরা অতঃপর প্রমাণ উপস্থিত করিব,—

১। বুখারী আয়েশা উম্মুল মুমেনীনের— বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, يا عائشة لولا قومك হে আয়েশা, যদি— حديث عهدهم لنقضت তোমার স্বজাতীয়রা الكعبة' فجعلت لها بابين : নূতন মুছলমান না— باب يدخل الناس হইত, আমি কা'বার গৃহ ভাংগিয়া ফেলি- وباب يخرجون - তাম এবং দুইটী দ্বার রাখিতাম একটী মানুষদের— প্রবেশ করার আর একটী বাহির হইবার।

ইমাম বুখারী এই হাদীছের জন্য অধ্যায় রচনা করিয়াছেন, কতকগুলি من ترك بعض الاختيار مخافة সংগত কার্য এই— ان يقصر فهم بعض الناس আশংকায় পরিত্যাগ করা যে, কতক লোক عنه فيقعوا فى اشد منه - উহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবে না এবং তদপেক্ষা

www.ahlehadeethbd.org

গুরুতর অন্যায়ে পতিত হইবে। *

রছুলুল্লাহ (দঃ) কা'বার সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের অসুবিধা দূরিভূত—করার জন্য উহার দুইটী দ্বার নির্মাণ করা সংগত মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার এই সংকল্প সাধু এবং জন-হিতকর ছিল কিন্তু পাছে দুর্বলমনা লোকগুলি তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া ইছলামের উপর সন্দিগ্ধ—হইয়া উঠে এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) অবশেষে কা'বা গৃহও বিধ্বস্ত করিলেন, এই রূপ মনে করিয়া ইছলামের গণ্ডি ছাড়িয়া পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, এই আশংকা করিয়া তিনি তাঁহার সংকল্প কার্যে পরিণত করেন নাই। কা'বার সংস্কার ফর্য ও অনিবার্য ছিলনা, উহা করিতে না—পারায় ইছলামের কোন মৌলিক ক্ষতির আশংকা ছিল না, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করার মধ্যে ইছলামের গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, বিদ্রোহ ও—ধর্মত্যাগের আশংকা ছিল, অতএব বৃহত্তর অমংগলের গতিরোধ কল্পে রছুলুল্লাহ (দঃ) একটী সংগত ও মংগলজনক কার্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর ৬৪ হিজরীতে আবদুল্লাহ—বিনুয্‌যুবায়র রছুলুল্লাহর (দঃ) অভিপ্রায় মত কা'বার সংস্কার করিয়াছিলেন।

২। ইমাম আহ্‌মদ, আবুদাউদ, তির্‌মিযি, নাছায়ী প্রভৃতি বুছর-বিনে আরতাতের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,——

لايقطع الايدى فى الغزو او فى السفر –

যুদ্ধে চোরের হাত কাটা হইবেনা। আবু দাউদের রেওয়ায়তে আছে,— প্রবাসে চোরের হাত কাটা হইবে না। †

চোরের হাত কাটার দণ্ড কোর্‌আনের স্পষ্ট—নির্দেশ, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এই আদেশের ব্যতিক্রম উপরিউক্ত হাদীছের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে। অষ্টম শতকের ফকীহ ইব্‌নুল কাইয়েম বলেন,

هذا حد من حدود الله وقد نهى عن اقامته فى الغزو خشية ان يترتب عليه ما هو ابغض الى الله من تعطيله او تاخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا –

চোরের দণ্ড বিলম্বিত করার যে ক্ষতি, তদপেক্ষা গুরুতর অন্যায় সংঘটিত হওয়ার — আশংকায় অর্থাৎ চোর-সৈনিক পাছে শত্রু পক্ষে যোগদান করে, যুদ্ধক্ষেত্রে এই দণ্ডবিধির প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। *

(ক) ইমাম মক্‌দছী বলেন যে, এ বিষয়ে—ছাহাবাগণ ইজ্‌মা করিয়াছেন। হয্‌রত উমর ফারুক

لايجلدن امير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهم غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار –

ফর্মান জারী করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামকারী সৈন্যাধ্যক্ষ অথবা সাধারণ মুছলমানদের উপর দণ্ডাদেশ করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত—বাহিনী শত্রুর সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া না—আসে, যাহাতে শয়তানী যিদে পড়িয়া সে শত্রুদের দলভুক্ত হইয়া না পড়ে। হযরত আবুদ্‌ দর্‌দার বাচনিকও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

(খ) ফকীহ মণ্ডলীর মধ্যে ইমাম আহ্‌মদ, ইছ্‌হাক বিনে রাহ্‌ওয়ে ও আওযায়ী প্রভৃতির অভিমত এই যে,

لا يقام الحد على مسلم فى ارض العدو –

শত্রু-ভূমিতে কোন মুছলমানের উপর হদ্‌ জারী করা হইবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে সেনাপতি যদি রাষ্ট্রাধিনায়ক বা—

اذا لم يكن امير الجيش الامام او امير اقليم فليس له اقامة الحد ويؤخر حتى ياتى الامام – وكذلك ان كان بالمسلمين حاجة الى المعدود اوقوة به او شغل عنه آخر –

প্রদেশপাল না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রাধিনায়কের নিকট প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত দণ্ড স্থগিত থাকিবে, কিংবা দণ্ডনীয় ব্যক্তির বল, বুদ্ধি বা অন্য কোন বিষয়ের প্রয়োজন মুছলমানরা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনে—করেন, তাহা হইলে স্বয়ং রাষ্ট্রাধিনায়কও যুদ্ধক্ষেত্রে

* বুখারী, ইল্‌ম (১) ২৪ পৃঃ।

† আবুদাউদ (৪) ২৪৬, তির্‌মিযি (২) ৩৩৩ পৃঃ।

* ইলাম (৩) ২৯ পৃঃ।

দণ্ড স্থগিত রাখিবেন। ইমাম আবুহানিফার সিদ্ধান্ত এই যে, শত্রু-ভূমিতে এবং প্রত্যাবর্তন করার পরও যুদ্ধেরত ব্যক্তির অপরাধের জন্য দণ্ড বা শাস্তি প্রযুক্ত হইবে না। *

لا حد ولا قصاص فى دارالحرب ولا اذا رجع –

(গ) আল্‌কমা বলেন যে, আর্‌যেরুমের কোন যুদ্ধে হয্‌রত হুযায়ফা বিন্নুল ইয়ামান আমাদের সংগে ছিলেন, সেনাপতি ওলিদ বিনে অক্‌বা মদ্যপান করায় আমরা তাহার উপর দণ্ড প্রয়োগ করিতে উদ্যত হই। হুযয়ফা বলেন, তোমরা তোমাদের আমীর কে হদ্ লাগাইবে? অথচ তোমরা—তোমাদের শত্রুর নিকটবর্ত্তি হইয়াছ, তাহারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারে।

فاردنا ان نحده فقال حذيفة : انحدون اميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم –

(ঘ) কাদিছীয়ার যুদ্ধে হয্‌রত ছঅদ বিনে আবি ওয়াক্কাছ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। মহাবীর আবুমহ্‌জন মদ্যপানের অপরাধে ধৃত হইয়া সেনাপতির শিবিরে শৃংখলিত অবস্থায় আটক ছিলেন, প্রহরী ছিলেন সেনাপতির পত্নী হয্‌রত হফ্‌ছার কন্যা। সংগ্রাম যখন তুমুল ভাবে আরম্ভ হইল, আবুমহ্‌জন ছটফট করিতে লাগিলেন এবং সেনাপতির পত্নীকে বলিলেন আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, আল্লাহর শপথ! যদি আমি জীবিত থাকি তাহা হইলে ফিরিয়া আসিব এবং পায়ে শিকল ধারণ করিব, আর যদি নিহত হই, তোমরা আমার দুশ্চরিত্রতা হইতে নিস্তার লাভ — করিবে। বীরের কথায় সেনাপতির পত্নী তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন। আবুমহ্‌জন ছঅদের বলকা নামক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বর্শা হস্তে শত্রুসৈন্যের—সারিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সকল স্থলে তাহাদিগকে ছত্রভংগ করিয়া ফেলিলেন। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, আমাদের সাহায্যে ফেরেশ্‌তার আগমন হইয়াছে। ছঅদ যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, চলন বলকার আর সন্ধান আবুমহ্‌জনের! কিন্তু আবুমহ্‌জন তো আটক আছে! যুদ্ধ জয়ের পর হযরত ছঅদ তাঁহার পত্নীর নিকট সমুদয় কথা অবগত হইয়া বলিলেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তির দ্বারা আজ আল্লাহ মুছলমানদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, আজ তাহাকে কিছুতেই আঘাত করিবনা! এই কথা বলিয়া দণ্ড না করিয়াই আবুমহ্‌জনকে ছাড়িয়া দিলেন।—বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করিয়া আবুমহ্‌জনও চিরকালের মত মদ্যপান ত্যাগ করিলেন। *

اطلقينى ولك الله على ان سلمنى الله ان ارجع حتى اضع رجلى فى القيد فان قتلت استرحتم منى !

الصبر صبر البلقاء والطعن طعن ابى محجن وابو محجن فى القيد !

والله لا اضرب اليوم رجلا ابلى الله المسلمين به ما ابلاهم فخلى سبيله !

(ঙ) ইমাম আওযায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে কেবল চুরির দণ্ড স্থগিত করার সমর্থক নহেন, তিনি বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কোন অপরাধের দণ্ডই প্রযুক্ত হইবেনা। ‡ ইমাম মক্‌দছী বলিয়াছেন, আবুমহ্‌জনের দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করার বৈধতা সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মধ্যে কেহই দ্বিমত হননাই। কিন্তু তাঁহার দণ্ড রহিত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। ইমাম আবুহানিফা বলেন, দারুল হরবের জন্য দণ্ড প্রত্যাহৃত হইয়াছিল, কিন্তু ইব্‌নুল কাইয়েম এই যুক্তি সমর্থন করেননাই। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্যঃ—

"হযরত ছঅদ এ বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করিয়াছিলেন, তিনি আবুমহ্‌জনের মধ্যে দীনের অনুরাগ, জিহাদের আকাংখা এবং আল্লাহর জন্য আত্মদান করার যে উৎসাহ অবলোকন করিয়াছিলেন, তার জন্যই দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। আবুমহ্‌জনের অনুষ্ঠিত পুণ্যকার্যগুলি তাঁহার স্বরাপানের একটী অপরাধকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল যেমন

* আল্‌মুগনী (১০) ৫৩৭ পৃঃ।

* মুগ্‌নী (১০) ৫৩৮ ও ইলাম (৩) ২৯ পৃঃ।

‡ আওনুল মা'বুদ (৪) ২৪৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমুদ্রে এক বিন্দু নাপাকি। বিশেষতঃ জিহাদ ময়দানে মৃত্যুকে চাক্ষুসভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া যখন তিনি প্রাণউৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তখন তিনি খাঁটি তওবা করিয়াই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইতে-উদ্যত হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধের পর স্বেচ্ছায় শৃংখল ধারণ করার ফলে তিনি দণ্ড প্রত্যাহৃত হইবার অধিকারী হইয়াছিলেন।"*

৩। ইমাম ইব্নে হয্ম ছনদসহকারে ওয়াছিলা বিন্ল আছকাঅ্ এর বাচনিক এবং ইমাম আবু দাউদ আবু উমামা বাহেলীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট জনৈক ব্যক্তি আসিয়া

قال : يارسول الله اصبت حدا من حدود الله' فاعرض عنه' ثم اتاه الثانية' فاعرض عنه' ثم قال الثالثة' فاعرض عنه' ثم اقيمت الصلوة فلما قضى الصلوة' اتى الرابعة' فقال : اصبت حدا من حدود الله' قال الم تحسن الطهور او الوضوء ثم شهدت الصلوة معنا آنفا ؟ اذهب فهى كفارتك !

বলিল, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), আমি আল্লাহর দণ্ডবিধির অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, রছুলুল্লাহ (দঃ) মুখ ফিরাইয়া লইলেন, সে দ্বিতীয়বার তাঁহার সম্মুখে গিয়া তাহার কথার পুনরুক্তি করিল; এবারেও রছুলুল্লাহ (দঃ) মুখ ফিরাইয়া লইলেন। পুনশ্চ তৃতীয় বার সে তাহার কথার পুনরুক্তি করিল, এবারেও রছুলুল্লাহ (দঃ) মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অতঃপর নমাযের ইকামৎ হইল। নমায অন্তে সে চতুর্থবার রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে আসিয়া বলিল, আমি আল্লাহর দণ্ডবিধির অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, আমার উপর দণ্ড বলবৎ করুন। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি কি উত্তম রূপে ওযু কর নাই? এবং এই মুহূর্তে আমাদের সংগে মিলিত হইয়া নমায পড় নাই? যাও, ইহাই তোমার পাপের কফ্ফারা! * আবু দাউদের রেওয়ায়ত সূত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি যখন—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل توضأت حين اقبلت ؟ قال : نعم ! قال : هل صليت معنا حين صلينا ؟ قال نعم ! قال : اذهب' فان الله قد عفا عنك -

আসিয়াছিলে তখন কি তুমি ওযু করিয়াছিলে? লোকটী—বলিল, জি হাঁ! পুনশ্চ রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা, আমরা যখন নমায পড়িলাম, তখন কি তুমি আমাদের সংগে নমায পড়িয়াছিলে? সে বলিল, জি হাঁ! তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যাও! আল্লাহ—তোমার অপরাধ মার্জনা করিয়াছেন। *

ইমাম আবুবক্র বিনে আবিশায়বা উপরিউক্ত ঘটনা আবুউমামা বাহেলীর প্রমুখাৎ নিম্নাকারে বর্ণিত করিয়াছেন যে, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) সংগে মছ্জিদে ছিলাম। তাঁহাকে জনৈক ব্যক্তি বলিল, আমি দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করিয়াছি, আমাকে শাস্তি করুন। ইতোমধ্যে নমাযের ইকামৎ হইল, রছুলুল্লাহ (দঃ) নমায পড়িলেন অতঃপর মছ্জিদ হইতে—নিষ্ক্রান্ত হইলেন, লোকটী তাঁহার সংগে তাঁহার অনুসরণ করিল এবং বলিল, হে আল্লাহর রছুল, আমার উপর দণ্ড প্রয়োগ করুন, কারণ আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছি। তখন আঁহয্রত (দঃ) বলিলেন,— যে

اليس حين خرجت من منزلك توضأت' فاحسنت الوضوء وشهدت معنا الصلوة ؟ قال : نعم ! قال : فان الله قد غفرلك ذنبك او حدك !

সময় তুমি তোমার বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলে, তখন কি ওযু করার সময়ে উত্তম রূপে ওযু কর নাই এবং আমাদের সংগে মিলিয়া নমায পড় নাই? লোকটী বলিল, জি হাঁ। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন আল্লাহ তোমার অপরাধ অথবা দণ্ড (রাবীর সন্দেহ) মার্জনা করিয়াছেন। †

আল্লাহর গ্রন্থে যে অপরাধের দণ্ড নির্দিষ্ট রহিয়াছে অপরাধ স্বীকার করা সত্ত্বেও রছুলুল্লাহ (দঃ)

* ইবনেহয্ম, মুহাল্লা (১১) ১২৭ পৃঃ।

* ছুনানে আবিদাউদ (৪) ২৩৪ পৃঃ।

† মুহাল্লা (১১) ১২৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা করিলেন কেন? বিদ্বানগণ সে সম্পর্কে তিন প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এক দলের বক্তব্য এই যে, অপরাধী ব্যক্তি কী অপরাধ করিয়াছিল তাহা সে ব্যক্ত করে নাই। কেহ কেহ বলেন যে, দণ্ডাদেশ—প্রত্যাহার করার নির্দেশ শুধু ঐ লোকটীর জন্য নির্দিষ্ট। তৃতীয় দল বলেন যে, ধরা পড়ার পূর্বে উক্ত ব্যক্তি তওবা করিয়াছিল বলিয়া তাহার দণ্ডাদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। প্রথম সিদ্ধান্ত যে সঠিক নয়, তাহার প্রমাণ এই যে, অপরাধ স্পষ্টভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও রছুলুল্লাহ (দঃ) অপরাধীকে ছাড়িয়াদিয়াছেন, তাহার একাধিক প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলি আলোচিত হইবে। দ্বিতীয় অভিমত যে ভ্রান্তিমূলক তাহার প্রমাণ এই যে, শুধু একজনের জন্য দণ্ডাদেশ প্রত্যাহৃত হয় নাই, এরূপ একাধিক ঘটনা—প্রমাণিত রহিয়াছে। তৃতীয় সিদ্ধান্ত ইমাম ইব্‌নে হয্‌ম ও ইমাম ইব্‌নুল কাইয়েম সমর্থন করিয়াছেন এবং আমরাও ইহাকেই সমর্থনযোগ্য মনে করি। ইব্‌নুল কাইয়েম এ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

আদেশ, নিষেধ এবং ছওয়াব ও দণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য যাহারা অনুধাবন করিতে সমর্থ, তাহারা শরয়ী বিধানের পরিবর্তন, নিবর্তন ও সংবরণের তাৎপর্য্য (ফিক্‌হ্) হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হইবে। তওবা কারীকে যখন আল্লাহ শাস্তি করিবেননা, তখন তওবাকারীর উপর দণ্ডবিধি প্রযুক্ত হইবে—কিরূপে? মুছলমানগণের সহিত সংগ্রামশীল মুহারিবদের সম্বন্ধেও আল্লাহ স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়াছেন যে, তাহারা তওবা করিলে এবং নমায প্রতিষ্ঠা করিলে ও যকাত দিলে তাহাদের দণ্ড প্রত্যাহৃত—হইবে,—

فان تابوا واقاموا الصلوة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم !

আত্‌তওবা, ৫ আয়ত। ইব্‌নুল কাইয়েম বলেন, এরূপ গুরুতর অপরাধ যুদ্ধজয়ের পূর্ববর্তী তওবার জন্য যদি ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হইয়াথাকে,—তাহাহইলে তদপেক্ষা ন্যূন অপরাধের দণ্ড তওবার ফলে কেন সংবরিত হইবেনা? *

৪। নাছায়ী ও ইব্‌নেহয্‌ম আপনাপন ছনদ—সহকারে ওয়ায়েল বিনে হুজরের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফজরের নমাযের জন্য মছ্‌জিদ যাওয়ার পথে অন্ধকারের সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনৈক ব্যক্তি এক মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। মহিলাটী জনৈক ব্যক্তির নিকট চীৎকার করিয়া সাহায্য চাওয়ায় তিনি অপরাধী ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য ধাবিত হন অন্যান্য লোকও অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রকৃত অপরাধী যে, সে পলায়ন করে এবং যেব্যক্তি সর্বপ্রথম অপরাধীকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন,—লোকেরা তাঁহাকেই দোষী মনে করিয়া ধরিয়া ফেলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহিলাটীও তাঁহাকেই অপরাধী বলিয়া শেনাখ্‌ত করেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত ব্যক্তিকে—প্রস্তরাঘাত করার আদেশ দেন। তখন জনতার মধ্য-হইতে জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলেন, উহাকে প্রস্তরাঘাত করিওনা আমিই প্রকৃত অপরাধী ব্যক্তি, আমাকে দণ্ডদান কর! মহিলা এবং পুরুষ দুইজনকে রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি নারীকে বলেন,—তোমাকে ক্ষমাকরা হইল। আর যিনি মহিলাটীর সাহায্যার্থে দৌড়াইয়াছিলেন,—তাঁহাকে রছুলুল্লাহ (দঃ) কতকগুলি মিষ্ট কথা বলিলেন; হয্‌রত উমর বলিলেন, যেব্যক্তি ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করিল, তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা হউক। কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, সে আল্লাহর কাছে তওবা করিয়াছে! *

اما انت' فقد غفرلك' وقال للذى اغاثها قولا حسنا' فقال عمر: ارجم الذى اعترف بالزنا' فابى رسول الله صلے الله عليه وسلم' فقال: لا' لانه قد تاب الى الله –

৫। মুহাল্লায় এই রূপ আরও একটী হাদীছ হযরত আনছের বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে,—একদা জনৈক ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আগমন করিয়া—

ان رجلا اتى النبى صلے الله عليه وسلم' فقال: يارسول الله انى زنيت' فاقم على

* ই'লামুল মুওয়াক্‌কেয়ীন (৩) ৩০ পৃঃ।

* মুহাল্লা (১১) ১২৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বলিল, হে আল্লাহর রছুল আমি ব্যভিচারের অপরাধ করিয়াছি, আমার উপর দণ্ড প্রয়োগ করুন। অতঃপর নমাযের—

الحد ! ثم اقيمت الصلوٰة فصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : قد كفر عنك بصلاتك !

ইকামৎ হইল এবং সে ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) সংগে নমায পড়িল। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে—বলিলেন.— তোমার নমাযের দ্বারা তোমার অপরাধ মার্জিত হইয়াছে।

৬। বীর বাহু খালিদ বিন্ অলীদ বনি-জুযায়মার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) তজ্জন্য অতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত ছিলেন, তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন. "হে আল্লাহ, খালিদের আচরণের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই!

اللهم انى ابرا اليك مما صنع خالد -

কিন্তু তাঁহার ইছলাম-সেবা এবং তাঁহার দ্বারা মুছলিম জাতি যে ভাবে উপকৃত হইতেছিল, তাহা লক্ষ করিয়া রছুলল্লাহ (দঃ) খালিদকে দণ্ডিত করেন নাই। ✝

এই প্রশ্ন অনেককে বিব্রত করিতে পারে যে, রছুলল্লাহ (দঃ) নিরপরাধ ব্যক্তিকে কেমন করিয়া দণ্ড দিবার আদেশ করিলেন? অথচ সে অপরাধ স্বীকার করে নাই, এবং তাহার অপরাধ প্রমাণিতও হয়—নাই? কিন্তু ইছ্লামী বিচার পদ্ধতীর নীতি যাহারা বুঝিতে সক্ষম, তাহাদের জন্য এ প্রশ্ন দুরূহ নয়। আনুসংগিক এবং অবস্থাগতিক প্রমাণ ইছ্লামের সাক্ষা-আইনে অগ্রাহ্য করা হয়নাই ছাহাবাগণ সমবেত ভাবে গন্ধ এবং বমন দ্বারা সুরাপানের এবং গর্ভদ্বারা ব্যভিচারের দণ্ড বলবৎ হওয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহাই হয্‌রত উমর এবং মদীনার ফকীহগণের সিদ্ধান্ত। ইমাম আহ্‌মদও এই কথাই বলিয়াছেন। চোরাই মাল চুরির অভিযোগে ধৃত ব্যক্তির নিকট হইতে—পাওয়াগেলে, তাহাকে চোরের দণ্ড দান করাই সঠিক সিদ্ধান্ত। রছুলুল্লাহ (দঃ) যেব্যক্তিকে দণ্ড দিবার—আদেশ করিয়াছিলেন, সম্ভাবিত সমুদয় আনুসংগিক এবং অবস্থাগতিক প্রমাণ তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিল এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রমাণ-সূত্রেই বিচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আর অপরাধ স্বীকার করা সত্ত্বেও দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হইল কেন,—সেকথা ছৈয়েদুল মুলহেমীন ও ইমামুল মুহাদ্দছীন আমিরুল মুমেনীন উমর ফারুক যখন বুঝিতে পারেন-নাই, তখন অধিকাংশ ফকীহদের কাছে উহা দুর্বোধ্য হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, তবে যিনি রউফ ও রহীম ছিলেন, তাঁহার পক্ষে ক্ষমার তাৎপর্য অবিদিত ছিলনা। যেব্যক্তি স্বেচ্ছায় শুধু আল্লাহকে ভয় করিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল এবং একজন নিরপরাধ মুছলমান ভ্রাতাকে রক্ষা করার জন্য স্বেচ্ছায় স্বয়ং মৃত্যু বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার এই পুণ্য তাহার অনুষ্ঠিত পাপ অপেক্ষা কি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ—ছিলনা? আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বিবেচিত হওয়া স্বত্বেও যেব্যক্তি শুধু পাপের পীড়া হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়াছিল, তাহার ব্যাধির আরোগ্যের পক্ষে উপরিউক্ত ঔষধ কি অব্যর্থ বিবেচিত হইবেনা? পাপ হইতে দৈহিক ও মানসিক ভাবে মুক্ত করাই দণ্ডবিধির তাৎপর্য্য, এই নীতিকে লক্ষ করিলে আঁহয্‌রতের (দঃ) ক্ষমার তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন হয়না।

(ক) যুদ্ধক্ষেত্রে চুরির দণ্ড সংবৃত হইবার স্পষ্ট আদেশ রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হয্‌রত উমর ফারুক দুর্ভিক্ষকালেও চুরি দণ্ড রহিত করিয়াছিলেন। ইমাম আহ্‌মদ ও ইমাম আওযায়ী এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।

(খ) হয্‌রত উমরের খিলাফতে হাতিব বিনে আবিবাল্‌তাআ নামক ছাহাবীর মজুররা মুযয়না—গোত্রের জনৈক ব্যক্তির উট চুরি করিয়াছিল। হয্‌রত উমর প্রথমে মজুরদিগকে চুরির দণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হন, কিন্তু পরে উহা প্রত্যাহার করেন এবং হাতিবের পুত্র আবদুর রহমানের নিকট হইতে উটের ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ দ্বিগুণ মূল্য উটের মালিককে লওয়াইয়া দেন। হয্‌রত উমর বিচারের রায়ে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ করা কতব্য। তিনি

✝ ছুননে নাছায়ী, ১৯৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলেন.— আল্লাহর শপথ! তোমরা এই মজুরদিগকে খাটাও অথচ উহাদিগকে— উপবাসিত রাখ, এমন-কি ক্ষুধার প্রকোপে

اما والله لولا انى اعلم انكم تستعملونهم وتجيعونهم، حتى ان احدهم لو اكل ما حرم الله عليه حل له، لقطعت ايديهم !

উহারা যদি কোন হারাম বস্তুও খাইয়া ফেলে.— উহাদের জন্য তাহা হালাল হইবে! আমি যদি ইহা না জানিতাম তাহা হইলে অবশ্যই উহাদের হাত কাটিবার আদেশ দিতাম। *

হয্‌রত উমরের উক্তিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত অথবা ক্ষুধাক্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য দণ্ড রহিত করার নির্দেশ তিনি কোর্‌আন হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোর্‌আনে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে, তোমাদের জন্য যে-সকল বস্তু হারাম— করা হইয়াছে, তাহা সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে,

وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم !

অবশ্য যেবিষয়ে তোমরা নাচার হও, উহা বাদে এবং বস্তুতঃ বহুলোক প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া বিদ্যা ব্যতিরেকেই জনমণ্ডলীকে পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে, —আল্‌আন্‌আম, ১২০ আয়ত।

এই আয়ত দ্বারা তিনটী বিষয় প্রতিপন্ন হয়,—

প্রথম, গুরুতর সংকটকালে, যেমন প্রাণহানির আশংকা ঘটিলে, প্রাণরক্ষাকল্পে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ—কার্যেরও সাময়িকভাবে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, সাময়িকভাবে অনুমতি লাভ করাসত্বেও যাহা প্রকৃত হারাম, তাহা হালাল হইয়া যাইবেনা। তৃতীয়, শুধু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বা খোশখেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া হারামকে হালাল করার সাময়িক ও সীমাবদ্ধ অনুমতি দেওয়া চলিবেনা, এরূপ অনুমতির ভিত্তি বাস্তব-জ্ঞানের উপর হওয়া চাই।

কোর্‌আন ও হাদীছের ব্যাপক আদেশকে নির্দিষ্ট অথবা সাময়িক ভাবে সংবৃত করার ইংগিত শরীঅতের মূলনীতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। দণ্ড এবং শাস্তি যেনতেন প্রকারেণ বলবৎ করা ইছ্‌লামী নীতি নয়। সন্দেহের সুবিধা ইছ্‌লাম সকল সময়ে অভিযুক্ত—ব্যক্তিকে দান করিয়াছে এবং শাস্তি কেবল শোধন অথবা প্রতিকারের জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইছ্‌লামী দণ্ডবিধি স্বৈরাচার ও পশুবলকে প্রশ্রয় দিবার জন্য বিরচিত হয়নাই। সন্দেহক্ষেত্রে দণ্ড প্রত্যাহার করা সম্পর্কে তির্‌মিযি, আবুদাউদ, নাছায়ী ও ইব্‌নে-মাজা প্রভৃতি হয্‌রত আয়েশা, আবুহোরায়রা এবং ইব্‌নেউমর ইত্যাদির প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ বর্ণনা করিয়াছেন। অঁাহয্‌রত (দঃ) বলিয়াছেন,— মুছলমানদের জন্য— তোমরা যতদুর পার দণ্ডসমূহ সংবৃত কর, যদি দণ্ড হইতে— তাহার মুক্তিলাভের কোন আইনসংগত পন্থা থাকে, তাহা-

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام ان يخطئ فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبة -

হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দাও। শাসনকর্তার পক্ষে দণ্ড প্রদান করিয়া ভুলকরা অপেক্ষা ক্ষমাবিষয়ে ভুল করা উত্তম! † এই হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিলেও ইহাই উমর ফারূক, আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ, আবদুল্লাহ বিনে উমর এবং আবু—হোরায়রা প্রভৃতি ফকীহ ছাহাবাগণের সিদ্ধান্ত।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত এবং অন্নহীন ব্যক্তিকে সাহায্য করা শুধু পুণ্যের কার্য নয়, বিত্তশালীদের পক্ষে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করা ওয়াজিব এবং ক্ষুধায় কাহারো মৃত্যু ঘটিলে সেই স্থলের সুখী ও ধনিকরা ইছলামী আইনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপরাধী হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের সময়ে অনাহারক্লিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি প্রাণ রক্ষার জন্য খাদ্যবস্তু চুরি করে, তাহার এই—অপরাধকে সাধারণ চুরির পর্যায়ভুক্ত করিয়া তাহাকে চুরির দণ্ডে দণ্ডিত করা ইছলামী দণ্ডবিধির মূলনীতির প্রতিকূল হইবে.

ফল কথা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, কোর্‌আন ও হাদীছের স্পষ্ট নির্দেশ স্থান কাল ও পাত্র

* ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন (৩) ৩৩ পৃঃ।

† তির্‌মিযী (২) ৩১৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুসারে বিলম্বিত, প্রত্যাহৃত ও পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু আদেশ নিষেধের সমুদয় সংবরবণ, প্রত্যাহার ও পরিবর্তনের জন্য দুইটী শর্ত অনিবার্য। প্রথমত: ব্যতিক্রমের ইংগিত কোরআন ও হাদীছে— বিদ্যমান থাকা চাই। দ্বিতীয়, প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যতিক্রম সাধনের অধিকারী হইবেনা, এ রূপ কোন— ব্যতিক্রমকে ইছলামী সংবিধান বা বিচার পদ্ধতীর অন্তরভুক্ত করিতে হইলে মুছলমানগণের পরামর্শ— দ্বারা সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

ইছলামী শাসন সংবিধানের ত্রিবিধ উপকরণের মধ্যে কোর্আন ও হাদীছের কথা এইখানে সমাপ্ত করিয়া অতঃপর আমরা তৃতীয় বিষয় "মুছলমানগণের শুরা" বা মন্ত্রণা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মন্ত্রণা বা কাউন্সিল

নির্দেশ ও ব্যাখ্যা

আল্লাহর গ্রন্থ এবং উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের বিপরীত ও প্রতিকূল পরামর্শের কোনই মূল্য নাই, কিন্তু কোর্আন ও হাদীছের ভিত্তির উপর অথবা যেসকল বিষয় সম্পর্কে কোর্আন বা হাদীছ মৌন রহিয়াছে, সেসকল বিষয় সম্পর্কে পরামর্শের স্থান ইছ্লামী রাষ্ট্রের সংবিধানে কোর্আন ও হাদীছের পরেই। এরূপ পরামর্শের জন্য স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) ও আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

১। আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, আপনি রাষ্ট্রীয়-কার্যে মুছলমানগণের সহিত পরামর্শ করুন। পরামর্শ স্থির হইবার পর দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া কার্যে ব্রতী হউন— আলে-ইম্রান, ১৫৯ আয়ত।

وشاورهم فى الامر ، فاذا عزمت فتوكل على الله !

২। কোর্আনে পরামর্শ করার রীতিকে নমাযের মতই মুছলমানগণের জাতীয় বৈশিষ্ট রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোর্আন বলিতেছে,— যাহারা— তাহাদের প্রভুর— আহ্বানে সাড়া দিয়াছে, নমায প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং যাহাদের কার্য পারস্পরিক পরামর্শ দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং তাহাদিগকে আমরা যাহা দান করিয়াছি, তন্মধ্য— হইতে যাহারা আল্লাহর পথে ব্যয় করিয়া থাকে, তাহারাই প্রকৃত পক্ষে ইমানদার,— আশ্‌শুরা, ৩৮ পৃঃ।

الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون –

৩। তিরমিযী প্রভৃতি ছুননের গ্রন্থে আবু— হোরায়রার বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের সচ্চরিত্র ও সাধুগণ তোমাদের শাসনকর্তা হইবে, তোমাদের ধনবানরা দানশীল থাকিবে— এবং তোমাদের কার্য পরামর্শ সহকারে সম্পন্ন হইতে থাকিবে, তত দিন পর্যন্ত মৃত্তিকার উপরিভাগ তোমাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট হইবে। অর্থাৎ দুনয়ার পৃষ্ঠে তাহাদের জাতীয় জীবন গৌরবোজ্জল থাকিবে। *

اذا كانت امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامورکم شورى بينكم ، فظهر الارض خير لكم من بطنها –

৪। ইবনে আবদুলবর্র ও তাবারানী প্রভৃতি হযরত আলীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা আমি রছুলুল্লাহ, (দঃ) কে বলিলাম, হে আল্লাহর রছুল, আমাদের সম্মুখে— এমন ঘটনাও উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহার সম্পর্কে কোর্আনে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয় নাই এবং সে বিষয়ে— আপনারও কোন ছুন্নত বিদ্যমান নাই, সেই রূপ ঘটনায় আমরা কি করিব? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা পরস্পরের পরামর্শ দ্বারা সে ব্যাপার— মীমাংসিত করিবে, কদাচ এক জনের অভিমত অনুসারে উহা নিষ্পত্তি করিবেনা। † ক্রমশঃ

يا رسول الله ، الامر ينزل بنا ، لم ينزل فيه قرآن ولم يمض فيه منك سنة ؟ قال : اجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد –

* তিরমিযী (৩) ২৪৬ পৃঃ।
† কিতাবুল্ ইল্‌ম (২) ৫৯ পৃঃ ; মজ্‌মউয্‌যওয়ায়েদ (১) ১৭৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

রাজধানীতে আড়াই দিবস

ইব্‌নুল ইস্‌কন্দর।

(২)

রবিউল আওওয়ালের মাঝামাঝি সময়। দীর্ঘ দু'বছর পর কর্মস্থল থেকে যাচ্ছি রাজধানী ঢাকা—নগরী। ট্রেণে চাপার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল-মুখর ও কর্ম-চঞ্চল সহরের বিচিত্র ছবি একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল মানস-পটে, এর গতিশীল জীবন-প্রবাহের খেয়াল-দোলা লাগল মনে। দেহের অণু-পরমাণু স্পন্দিত হ'ল পুলক শিহরণে।

যথাসময়ে পৌছলুম ঢাকা ষ্টেশনে। গেট পার হয়ে এগিয়ে গেলাম রাস্তার ধারে। 'কৈ যাবেন—ছা'ব,' 'আয়েন ছা'ব' প্রভৃতি সেই সুপরিচিত রবের অসংখ্য শুভ আহ্বান আসতে লাগল একত্রে রাস্তার অপর পার থেকে। তফাৎ শুধু এই যে, গাড়োয়ান-দের অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে— সাইকেল রিক্‌শাওয়ালায়।

একা মানুষ। সুতরাং রিক্‌শাতেই চেপে বস-লুম। পুরোনো পল্টনের রাস্তা ধরে, ডি এন, ফা, ব্রিটানিয়া টকিজকে ডাইনে রেখে, ইডেন বিল্ডিংস্‌কে বামে ফেলে শান্তি নগরের নব ভদ্র-পল্লী ভেদ করে স্মৃতি তীর্থ 'তপোবনে' বন্ধুর কুটীরে যখন পৌছলুম বেলা তখন ১টা।

বৈকালে বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম সহরে। রাস্তায় বেরুলেই যে জিনিষটা সকলের আগে নব—অভ্যাগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে হচ্ছে সহরের অগ-ণিত রিক্‌শা। প্রত্যেক রাস্তায় একের পর এক আস্‌ছে, যাচ্ছে আর মোড়ে মোড়ে কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। পিচ্‌ঢালা রাস্তায়— খট্ খট্ শব্দে চলমান ঘোড়-গাড়ীর সাক্ষাৎ আজ আর আগের মত তেমন মিলবে না। বড় বড় রাস্তাগুলো দিয়ে—বাস্ সার্ভিসও চালু হয়ে গেছে। সকাল হ'তে রাত্র ৯। ১০টা—অবধি নির্দ্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে এগুলো হরদম যাতয়াত করছে।

প্রত্যেক রাস্তার উপর ছোট বড় বহু নতুন—দোকান খাড়া করা হয়েছে। পুরাতন দোকানগুলো নূতন করে সাজান হয়েছে। গ্রাহকদের মন আকর্ষণের জন্য সব রকম আধুনিক কৌশলই খাটান হচ্ছে। আধুনিক হোটেল, ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁ, টি ষ্টল, —পান-সিগারেটের দোকান ক্রমেই বেড়ে চল্‌ছে। বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় নূতন ষ্টাইলে নব নব মার্কেট গড়ে উঠ্‌ছে। প্রদেশের বিপুল চাহিদা মেটাবার স্বল্পতম প্রয়াস হিসেবে ছোট খাট বহু কলকারখানা স্থাপন করা হয়েছে। লাইব্রেরী, বুক ষ্টল, কাগজ ও ষ্টেশনারীর দোকান বিপুলভাবে বেড়ে গেছে। নূতন নূতন বহু ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে এবং অনেক পত্রিকা সহর থেকে বের হচ্ছে।

বিভাগ-পূর্ব জামানায় সহরের দোকান-পাটের মালিক এবং ব্যবসাবাণিজ্যের পরিচালক অধিকাং-শই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। দেশ বিভাগ এবং সাম্প্র-দায়িক হাঙ্গামার পর অধিকাংশ ব্যবসায়ই হস্তান্ত-তরিত হয়ে গেছে। এর সামান্য ছিটে ফুটা টা এসেছ বাঙ্গালী মুছলমানের হাতে আর অধিকাংশ এবং বড়গুলোই গেছে অন্য প্রদেশের মুছলমানদের মুঠিতে। অর্থোপার্জন এবং সৌভাগ্যলাভের যে বুলন্দ দরওয়াজা উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল বাঙ্গালী মুছলমানের সম্মুখে, তা দিয়ে তারা ভিতরে প্রবেশ করতে নাপেরে বাহির থেকে অন্যের ভিতরে ঢুকার তামাশাটাই বেশী করে উপভোগ করেছে। এর সুদূর প্রসারী পরিণামের কথা ভাবতে গেলেই কলেজার ভিতর যেন একটা সূচের আঘাত তীব্রভাবে অনুভূত হ'তে থাকে।

এবার রবিউল আওওয়ালের ১২ই তারিখে সর-কারী নির্দেশে সর্বত্র মহাধুমধামে নবী-দিবস প্রতি-পালিত হয়েছে। এজন্য রাজধানীর উদ্যোগ আয়োজন যে আর সব সহরের চাইতে অনেক বেশী ছিল

www.ahlehadeethbd.org

সে কথা বলাই বাহুল্য। সরকারী ভবন এবং বেসরকারী গৃহসমূহের সাজসজ্জা ও আলোক আভরণ,—রেডিওর বিশেষ প্রোগ্রাম-প্রচার, সর্বত্র মিলাদ মহফিলের আন্‌জাম, রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি কার্য্য ছিল এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কিন্তু বিজাতীয় প্রথায় রছুলুল্লাহ (দঃ) এর জন্মোৎসব প্রতিপালনের রীতি, যার পেছনে শরঈ দলীল বা স্বর্ণযুগের কোন প্রামাণ্য নজির বিদ্যমান নেই—কস্মিনকালে সমর্থন যোগ্য—নয়। সুখের বিষয় আজকাল গতানুগতিক প্রথা ত্যাগ ক'রে নির্দিষ্ট দিনের বাইরে মিলাদের প্রচলিত রীতিকে পরিহার ও কেয়াম বর্জ্জন করে হুজরতের (দঃ) পূত পবিত্র জীবনী ও মহান শিক্ষাসমূহের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ইংরেজী শিক্ষিত প্রবীণ ও নবীন উভয় দলের অন্তরে নবী (দঃ) কে সত্যিকার ভাবে জান্‌বার, বুঝ্‌বার এবং আধুনিক প্রগতিশীল বিজ্ঞানের আলোতে তাঁকে—উবলব্ধি করবার একটা উদগ্র বাসনা ও অকপট—আগ্রহ যে জাগ্রত হয়েছে তা স্বীকার করতেই হ'বে। সহরে পদার্পণ করেই এ ধরণের একটি অনুষ্ঠানে—কিছুক্ষণের জন্য আমার যোগদানের সুযোগ ঘটেছিল। তাতে উচ্চাঙ্গের আলোচনা শুনে আনন্দলাভও করেছিলুম প্রচুর।

সহরের বিভিন্ন জনবহুল এলাকার মছ্‌জিদে—জামা'তের সাথে নামাজ আদা করবার সুযোগও আমার কয়েকবার ঘটেছিল। আমি আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছি এই সব মছ্‌জিদে সর্বশ্রেণীর মুছল্লীদের সংখ্যাধিক্য দেখে। খুব হিসেব ক'রে স্থান নেওয়া সত্ত্বেও মগ্‌রীবের ওয়াক্তে অল্প সময়ের ভিতর মছ্‌জিদগুলোর ভিতর-বাহির সমস্ত স্থান ভর্ত্তি হয়ে যায় এবং ক্রমবর্দ্ধমান মুছল্লীদের বাধ্য হ'য়ে দ্বিতীয়—জামা'তের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। নামাজের প্রতি এই আগ্রহ, জামা'তের জন্য এই উৎসাহ—জাতির একটা মস্তবড় শুভলক্ষণ নিশ্চয়ই। সংগে সংগে এটাও চিন্তার বিষয় যে, ঢাকায় মুছলমানের সংখ্যা মোটামুটি পৌণে এক লক্ষ থেকে আজ বোধ হয় প্রায় ছয় লক্ষে পৌঁচেছে। সুতরাং মছ্‌জিদের সংখ্যা অথবা স্থান পরিবর্দ্ধন একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু সে—প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ কোন চেষ্টা হয়েছে কিনা বুঝা গেল না। এ তো গেল চিত্রপটের একদিক।—মছ্‌জিদ থেকে বের হয়েই আপনার মনটা কিন্তু দুঃখ ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়বে বাইরের দৃশ্য দেখে। অঈন মগ্‌রিবের ওয়াক্তেই দেখতে পাওয়া যাবে মুছলমান নামধারী বিভিন্ন সাজে সজ্জিত অসংখ পথচারী। কারও মুখ থেকে চুরুটের ধোঁয়া উড়্‌ছে, কেউ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, দোকানের বেচাকেনা, রেস্তোরাঁর পানাহার অবাধ চল্‌ছে; বাস, রিক্সা, ঘোড়-গাড়ী অবিরাম যাচ্ছে, আস্‌ছে। নামাজের প্রতি কারও কোন ভ্রুক্ষেপ আছে, বাইরের দৃশ্য দেখে তা বুঝবার উপায় নেই।

খানিকটা এগিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে সুসজ্জিত ও চতুর্দিকে আলোকশিখায় সমুজ্জল একটি লম্বা হল। হলটির সুদীর্ঘ বারান্দায় ঐঁযে সারি সারি লোক একদৃষ্টে দেয়াল পানে তাকিয়ে আছে, ওরা কী দেখছে? হয়ত কৌতূহল হ'বে আপনারও। ছবিগুলো দেখেই কিন্তু আপনার মনটা যাবে বিগ্‌ড়ে। আপনার মত এক 'বেরসিক' লোক হয়ত উপস্থিত লোকদের আলোচনার পাত্র হয়ে উঠ্‌বে। আপনার নীতিবোধ নিয়ে বিদ্রূপও চল্‌তে পারে সেখানে। এই না-পাকি পরিবেশ থেকে শীঘ্রই আপনি মুক্তি চাইবেন, চলে আসবেন দ্রুত পদবিক্ষেপে। আপনি যদি ভাবুক হন মনে মনে চিন্তা করবেন,—সিনেমা জাতীয় জীবনে আনন্দ পরিবেশনের নামে সমাজের কি সর্বনাশই না সাধন করছে। ভেবে দেখবেন পূর্ব্ব পাকিস্তানে ১৫২টী হলে দৈনিক অন্ততঃ দুবারে (ঢাকায় প্রায় প্রত্যেক হলে দৈনিক ৩টি করে শো হয়) যদি ৫০০ করেও দর্শকের সমাগম হয়— তাহলে প্রদেশের সব সিনেমা-হলগুলিতে প্রতিদিন ৭৬০০০ এবং বছরের ৩৬৫ দিনে ২৭৭৪০০০০ দু কোটি সাতাত্তুর লক্ষ চল্লিশ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। প্রতিজন টিকিট বাবদ খুব কম ক'রে গড়ে ॥০ আনা খরচ করলেও ১৩৮৭০০০০ এক কোটি আটত্রিশ লক্ষ সত্তুর হাজার টাকা এই পূর্ব্ব-পাকিস্তান থেকে শুধু টিকিট ক্রয় বাবদই উড়ে যাচ্ছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এর উপর দর্শকরা সিনেমার গানের বই, সিনেমা-সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকা, সিনেমা হলে যাতায়াত, পান সিগারেট, চা বিস্কুট, ভাজা মজা প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ অপচয় করে তা যোগ করলে মোট খরচ যে দু' কোটি টাকায় দাঁড়াবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই হিসেবও খুব রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক। "সিনেমা গৃহের দর্শক বাড়াবার দায়িত্ব নিয়েছি" বলে যে ধরনের সাময়িক পত্রিকা সগর্ব্বে ঘোষণা প্রচার করে, তাদেরই স্বগোত্রীয় একটি মুখপত্রের— হিসেব মতে সমস্ত পাকিস্তানে বছরে ৪০ কোটি— লোক সিনেমা দেখে থাকে। তাদের বিবরণ সত্য হলে বছরে অন্ততঃ ২৫কোটী টাকা যে পাকিস্তানের দর্শকদের পকেট থেকে সিনেমার কল্যাণে বের হয়ে যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আর এর মোটা অঙ্কটাই চলে যায় বিদেশে— ভারত, ইংল্যাণ্ড ও— আমেরিকায়। কারণ পাকিস্তানে প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে ৫০ লক্ষ ফুট কোডাক ফিল্ম আমদানী হ'য়ে— থাকে। কিন্তু এই অর্থ অপচয়ের প্রশ্নটাই খুব বড়কথা নয়। সিনেমা নৈতিক চরিত্রের যে সর্বনাশ সাধন করে সেটাই সর্ব্বাপেক্ষা মারত্মক কথা। উহা জাতীয় জীবনের পরতে পরতে খান্নাছী প্রভাবের বিস্তার সাধন ক'রে পারিবারিক জীবনের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে এবং যুবক যুবতী ও কিশোর কিশোরীদের নীতিবোধের উপর ধীরে ধীরে সু-কৌশলে ছুরিকা চালিয়ে সমাজ, জাতি ও মানবতার যে সর্বনাশ সাধন করছে— তা ভাবতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। ব্যভিচারের এই সূতিকাগার, সভ্যতার এই জঘন্য অভিশাপকে সমূলে নিশ্চিহ্ন অথবা নিদেন পক্ষে এর কলুষিত যৌন আবেদন, কুৎসিৎ— নীতিহীনতা এবং বিজাতীয় আদর্শবাদের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে নাপারলে জাতির ভবিষ্যতের মঙ্গল-আশা বাতুলতা মাত্র।

কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় ইছ্লামী রাষ্ট্রের দাবীদার পাক সরকার এর উচ্ছেদ ত দূরের কথা— নীতি-নাশক ও যৌন আবেদন-মূলক অশ্লীল ছবিগুলো-কেও সেন্সার করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বলে মনে হয় না। বরং তারা এই অবস্থাতেই এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্য করে যাচ্ছেন!

* * *

সহরের বাহির দৃশ্যের মোটামুটী পরিচয় উপরে প্রদত্ত হ'ল, অবশ্য এর ভিতর রাজধানীর রাস্তাঘাট, মহল্লার গলি ও ড্রেণ সমূহের হাল হকিকৎ এবং— মিউনিসিপালিটির ময়লা নিষ্কাষণ ব্যবস্থা ইচ্ছা করেই বাদ রেখেছি— তাতে তর্জুমানের নির্ম্মল পৃষ্ঠাগুলোর স্থনাম-হানি এবং পাঠকবৃন্দের বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া অন্য কোন লাভ হত, মনে হয়না। এবার আমরা রাজধানীর সামাজিক ও তামাদ্দুনিক জীবনের কিছু পরিচয় দিতে প্রয়াস পাব।

রাজধানীর তামাদ্দুনিক ও উপরস্তরের সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে রমনা ও তার পরিপার্শ্ব। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ছাত্রবাস, এখানেই নেতা ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর কর্ম্মকেন্দ্র ও বাসগৃহ, এখানেই আইনসভা, মিলনায়তন, খেলার মাঠ ও ক্লাবঘর। আমি এর পথে, মাঠে, আবাস গৃহে ও কর্ম্মকেন্দ্রে ঘুরে বেড়িয়েছি—আর অবস্থা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি।

ঢাকা তথা পূর্ব্ব পাকিস্তানের সামাজিক চিত্র ও তার বিচিত্র সমস্যা এবং তামাদ্দুনিক চিন্তাধারার পরিচয় ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্ছে ঢাকার নব-প্রকাশিত বিবিধ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠায়। বিভিন্ন পত্রিকার অফিসে ঘুরে সম্পাদক ও ব্যবস্থা-পকদের সাথে আলাপ আলোচনা এবং বুকস্টলগুলিতে ছড়ান সব রকম পত্রিকার বিষয়বস্তুর পর্য্যালোচনার পর আমার হৃদয়-পটে যে ছাপ অঙ্কিত হয়েছে নিম্নে তার কিছুটা পরিচয় মিল্বে।

আমরা স্বাধীন হয়েছিপুরুষ এবং নারী উভয়েই। উভয়ের সাম্য, স্বাধীনতা, আর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে কথায় এবং কার্যে,— এই হ'ল আজকার শিক্ষিত নর ও নারী, যুবক ও যুবতির— ছাত্র এবং ছাত্রীর দুর্জয় পণ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল এক অতীত স্মৃতি। সবেমাত্র পাকিস্তান কায়েম হয়েছে— তখনও আমি সরকারী চাকুরীতে। কাজে অকাজে ধর্ণা—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিতে হয় এক্সিকিউটিভ অফিসারদের খেদমতে। একদিন এমনই এক অফিসার ছাহেবের নিকট হাজির হয়েছি— পাশেই বসেছিলেন এক বিলাত ফেরতা দেশী সাহেব। আলাপ চল্‌ছিল তাদের মধ্যে নব রাজধানী ঢাকার—সমাজ জীবন আর নারী স্বাধীনতা নিয়ে। আলোচনার সারমর্ম্ম এই :— ঢাকায় নারী স্বাধীনতা অর্থাৎ বেগম, মহিষীদের যত্র তত্র অবাধ ভ্রমণের মস্তবড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার তথাকথিত অন্ধ মোল্লা-মৌলবী সমাজ এবং ততোধিক অন্ধ তাদের গোড়া সমর্থক ঢাকার কুট্টি সমাজ! কিন্তু আশা করছিলেন এঁরা, এঁদের পাঞ্জাবী মুরুব্বীরা এই অন্ধ সমাজের তোয়াক্কা নাকরেই নারী স্বাধীনতার ধ্বজা উড়ানর জন্য তাঁদের মেয়েদেরকে সাহসের সঙ্গে রাস্তায় এগিয়ে দেবেন। আর তাঁদের দেখাদেখি বাঙ্গালী মেম ছাহেবারাও তাঁদের বস্ত্রাঞ্চল ধরে পিছে এসে দাঁড়াবেন। এম্‌নিভাবে তাঁদের চির অভীপ্সিত নারী-স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়্‌তে থাকবে ঢাকার আকাশে বাতাসে নিশ্চিন্ত নিরাপদে।

তাঁদের সে আশা এখন সফল হয়েছে—একেবারে পুরোপুরি না হলেও অনেকটা। শুনলুম এবং কতকটা নিজচোখেও দেখলুম আজ কোথাও কোন বাধাপ্রতিবন্ধক নেই। প্রকাশ্যভাবে পথে মাঠে বৈকালিক হাওয়া খাওয়া থেকে শুরু করে পুরুষের সাথে নারীদের একত্রে খেলাধূলা সবই চালু হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহে সহাধ্যায়ী ছাত্র ছাত্রীদের কারণে অকারণে মেলামেশাও বেশ জমে উঠ্‌ছে। বছর বার পূর্বে অর্থাৎ একযুগ আগে আমাদের জামানায় ক্লাস একত্রে বসতো বটে, কিন্তু ছাত্র ও ছাত্রীদের মাঝে একটা নিরাপদ ও সসঙ্কোচ ব্যবধান সদাসর্বদাই বজায় থাকত। আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তাল রেখে সেই ব্যবধানের দূরত্ব ক্রমেই হ্রাস পেতে পেতে স্বাধীনতার পুণ্যপরশে দূর দ্রুত নিকটে চলে এসেছে, পর সহজেই আপন হয়ে যাচ্ছে। আর মজার কথা এইযে, ব্যবধানের পরদা ছিঁড়ে ফেলার আগ্রহটা নাকি ফেয়ার সেক্সদের (Fair sex) মধ্যেই বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই প্রগতি মাঝে মাঝে পরিণয়ের মিলন-মধুর সার্থকতার ভিতর অনেক সময় মুক্তির আস্বাদ খুঁজে নিলেও বক্রপথে পিছ্‌লে গিয়ে বিরক্তির বিস্বাদে বহুজীবনকে যে তিক্ত করে তুলতে পারেনা সে কথা জোর করে কে বলতে পারে?

* * *

ঢাকা ক্লাবের কাছে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু প্রগতি সেখানেও নাকি অচঞ্চল হয়ে বসে নেই। বিশ্বস্ত বন্ধুর বিবরণ এইযে, পুরাতন ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা এখন হঠাৎ সেখানে পদার্পন করলে প্রগতির বাহার দেখে বাহবা না দিয়ে থাক্‌তে পারবেন না নিশ্চয়ই!

* * *

পুরোনা পল্টনের রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে সহরের দিকে আস্‌ছি। অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাব্‌ছিলুম— বন্ধুর ইসারায় সচকিত হয়ে উঠ্‌লুম।

বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, কিছু দেখ্‌লেন?

বল্‌লুম— না'তো,

আপনার পাশ দিয়ে ঐযে দুটি মানুষ উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে চিনেন ওদের?

দেখলুম একজনের হাতে একখানা ছোট এটাচি আর একজনের হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। বললুম— চিন্‌বো কি করে, স্বামী স্ত্রী হ'বে নিশ্চয়ই।

বন্ধু বল্‌লেন, জি না, একজন কাগজের সম্পাদক অপরজন সম্পাদিকা!

সে নাহয় বুঝলুম, কিন্তু এভাবে এদের জনসমাজে, সদর রাস্তায় ঘুরে বেড়ানর অর্থ আর— প্রয়োজন? আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম।

বন্ধু বক্তৃতার সুরে উত্তর দিলেন, আজাদ দেশের আজাদ পরিবেশে নর-নারীর অবাধ স্বাধীনতার এই তো বলিষ্ঠ প্রকাশ—যুগের দাবীর এ যে মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি! এ না হ'লে মুক্তির আস্বাদ মিল্‌বে— কেমন করে?

আমি বল্‌লুম— তথাস্তু।

... ...

বাসে চেপে সদরঘাটে এলুম। বন্ধু আমাকে এক বুক স্টলের সামনে নিয়ে বল্‌লেন, ঢাকা তথা পূর্ব্ব-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের সমাজ, সাহিত্য আর আধুনিক তামাদ্দুনের পরিচয় পেতে চান তো এখানে খানিকক্ষণ দাঁড়ান।

বন্ধুর কথার তাৎপর্য্য বুঝতে আমার বিলম্ব হ'ল না। দেখলাম স্টলে দেশী বিদেশী হরেক রকম পত্রিকা স্তরে স্তরে সাজান, কতক সুন্দরভাবে বিছানো— কতক রশির উপর লট্‌কানো। ইংরেজী ও উর্দু সাময়িকীই অনেক বেশী। নরনারীর লেংটা অথবা আধ-লেংটা ছবিতেই প্রায়গুলো ভরপুর। এতে পাঠক সমাজের রুচির পরিচয়ও বেশ পাওয়া যায়। বাংলা মাসিকের মধ্যে কলকাতার পত্রিকাগুলোর চাহিদা এখনও বেশী। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা মাসিক ৮।১০ খানের বেশী হ'বে না— সাপ্তাহিক আরও কম, মাত্র ৩।৪ খান। এর সঙ্গে অন্যান্য অগ্রসর দেশের কথা বাদদিয়ে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে তুলনা করলেও আমাদের মাথা লজ্জায় নত হওয়া উচিত। আমাদের রাজধানী এবং মফস্বলের ছোট বড় দৈনিক, সাপ্তাহিক আর মাসিকে মিলে সর্বমোট পৌণে দু শ'ত হবে না, আর পশ্চিম পাকিস্তানে মোট পত্রিকার সংখ্যা— বর্ত্তমানে ৬৮৩; তন্মধ্যে দৈনিক ৭১টি, সাপ্তাহিক ২২৪টি, মাসিক ২৫৯টি; বাকীগুলো ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক— বার্ষিকী প্রভৃতি। অথচ লোক সংখ্যায় তারা আমাদের চাইতে কত কম! শুধু সংখ্যার দিক দিয়েই নয়— আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বও লক্ষণীয়। এক দিকে তরল সাহিত্য ও যৌন আবেদন মূলক বিষয় পরিবেশনের চেষ্টা চল্‌লেও অন্যদিকে তার মোকাবেলায় উচ্চাঙ্গ সাহিত্য চর্চা এবং ইছ্‌লামী আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের কি বিপুল উদ্যম ও ঐকান্তিক আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের অবস্থা? দৈনিকের কথা বাদ দিয়ে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোতে আমরা সাধারণতঃ কী দেখতে পাই?

এ প্রশ্নের জওয়াব পাওয়ার জন্যই আমি স্টলে ছড়ান কতকগুলো বাংলা পত্রিকা যা আগে আমার চোখে পড়েনি কিনে নিলুম। এগুলো এবং যা সচরাচর দেখে থাকি সবগুলো একত্রে আলোচনা করে দেখলুম, এদেশের কতক পত্রিকা নিছক ব্যবসায়— বুদ্ধিতে পরিচালিত হচ্ছে— পরিচালকদের একমাত্র উদ্দেশ্য পত্রিকার বাজার থেকে বেশ দুপয়সা রোজগার করে নিজেদের পকেট ভর্তি করা— এ দলের একশ্রেণীর অন্তরে নীতিবোধ বলে কোন জিনিষ আছে, তা মনে হয় না। সমাজের ইষ্টানিষ্ট, ক্ষয় ক্ষতির দিকে এদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই— আর আদর্শের বালাই, সে তো প্রশ্নের অতীত। তাই এরা যুবক যুবতি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নবজাগ্রত যৌনবোধকে, তাদের জিজ্ঞাসু মনের অবাঞ্ছিত কৌতূহলকে নিবৃত্ত, প্রবৃত্তির খোশ-খেয়াল ও লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য যত রকম কুৎসিৎ ছবি ও বিভৎস বিষয় থাকতে পারে, তাই— বেছে বেছে পরিবেশন ক'রে, পাঠক সমাজের অশ্লীল প্রশ্নের অশ্রাব্য উত্তর জুগিয়ে আর অভিনয় ও অভিনেত্রী সংক্রান্ত চমকপ্রদ তথ্য সরবরাহ ও যৌন— আবেদন মূলক আলেখ্য প্রচার ক'রে— সাংবাদিক জীবনের মহান কর্ত্তব্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন। এখানেই শেষ নয়— এহেন কাজকেও তাঁরা ইস্‌লাম ও— সমাজ সেবা এবং তাঁদের প্রচেষ্টাকে সাধনা ও জেহাদের সঙ্গে তুলনা করতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। আর কেনই বা করবেন? একদিকে ক্রমবর্দ্ধমান পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ এদের উৎসাহে ইন্ধন যোগাচ্ছে— অন্যদিকে আমাদের নেতা ও শাসকবর্গ তাঁদের সহানুভূতি ও সমর্থন দ্বারা এদের পিচ্ছল পথকে সহজ ও সুগম করে দিচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা পাঠক পাঠিকার খেদমতে আমাদের জনপ্রিয় সাহিত্যিক মন্ত্রীর একটি আশিস বাণী উপহার দিচ্ছি,—— "'সিনেমা' মাসিক পূর্ব্ববঙ্গ সিনেমা-বিলাসীদের এক মস্তবড়— সুসংবাদ। সময়মত আমিও লেখা পাঠাব। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন" এই পত্রিকার বহু সুসংবাদের মধ্যে এক লেখকের "এক অভিনেত্রীর— সাথে এক রাত্রি!" এর অভিজ্ঞতার কলুষিত কাহিনীও অন্যতম শুভ সংবাদ! ধন্য আমাদের মন্ত্রী! ধন্য আমাদের সাংবাদিক!! আর ধন্য আমাদের পাঠক সমাজের অত্যাধুনিক রুচি!!!

ব্যবসায়ী সাংবাদিকদের মধ্যে আর একদলকে

www.ahlehadeethbd.org

দেখতে পাওয়া যায় যারা সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকদের—মনস্তুষ্টির জন্য একদিকে কোরান মজিদের পদ্যভাষ্য, সাহিত্য ও বৈষয়িক প্রবন্ধ অন্যদিকে মিথ্যা প্রেমের ব্যর্থ গল্প, নাটক সিনেমার চিত্র ও সংবাদ প্রভৃতি পরিবেশন দ্বারা একঢিলে দু পাখী মারার ফন্দীটা বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে একদল তরুণ নূপুর পায়ে আর স্থূল ব্যাঙ্গ বিদ্রূপের ভোঁতা বর্শা হাতে নিয়ে সাংবাদিকতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন। ছেলে ছোকরার বাহবা আর হাততালিতে এঁরা মনে মনে ফুলে উঠ্‌ছেন আর কেলাহ ফতহের অগ্রিম বিজয়োল্লাসে নৃত্য শুরু করে দিয়েছেন।

কিছু একটা আদর্শ সম্মুখে রেখে যাঁরা কাজ—চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ রয়েছে। প্রথম, আত্ম-বিস্মৃত অতি উৎসাহী তরুণ দল যারা ইছলামকে বুঝবার কিছুমাত্র চেষ্টা না ক'রে সোভিয়েট জীবন দর্শনে সম্মোহিত হয়ে পড়েছেন। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে সোভিয়েট এবং উহার দালালদের প্রচারিত গোটাকতক প্রপাগাণ্ডা পুস্তক পড়েই তাঁরা একেকজন সমাজসংস্কারক অথবা সাহিত্যিকের—ভূমিকায় অভিনয় শুরু করে দিয়েছেন। নিপীড়িত মানবতার প্রতি এঁরা এঁদের উথ্‌লে পড়া প্রাণের দরদ দেখিয়ে নিরন্তর কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও—প্রবন্ধের কোদাল হাতে প্রচ্ছন্ন কৌশলে কমিউনিজ্‌মের পথ পরিষ্কার করে চলেছেন

আর এক দল তরুণ ইছলামকে বুঝবার ভান—করছেন আধুনিক জগতে প্রচলিত ism, logy, cracy.—প্রভৃতির কষ্টি পাথরে যাচাই ক'রে। মার্কসীয় রঙীণ চশ্‌মা চোখে এঁ'টে, আর মুখে যুক্তি ও বুদ্ধির জয়গান গেয়ে এঁরা ইছলামের যে স্বরূপ নিজেদের মনের—কোঠায় গড়ে নিয়েছেন, সেটাকেই সামাজিক বিবর্ত্তন ও তামাদ্দুনিক অগ্রগতির 'একমাত্র পথ' বলে তার-স্বরে প্রচার করছেন। এঁরা ইছলামকে উহার স্বয়ং-সম্পূর্ণ সুউচ্চ গৌরব মহিমা থেকে কয়েক ধাপ নিচে নামিয়ে এনে কমিউনিজ্‌মের সাথে আপোষ ও মিতালী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন এবং তারই জন্য সৈনিক সেজে তাঁরা বিরামহীন জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বেনে বুদ্ধিতে পরিচালিত সংবাদপত্র এবং ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত আদর্শের পূজারী তরুণ দলের মুখপত্রগুলো ছাড়া আর যে সব সাময়িক পত্র দেখতে পাওয়া যায়, তদ্বারা সমাজের মোটামুটি উপকার এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক খেদমত কিছু কিছু চল্‌ছে। কিন্তু এসবের ভিতরেও আজকের দিনে পাকিস্তানী মুছলমানদের একান্ত আবশ্যক ও সময়োপযোগী বিষয়-বস্তু এবং—চিন্তার খোরাক বড় একটা মেলে না। তরুণ পাঠকদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে তরল গল্প সাহিত্য এবং প্রাণহীন ও ভাববিলাসী কবিতা গুচ্ছে এগুলোর অধিকাংশ পৃষ্ঠা ভর্ত্তি দেখা যায়। ইছলামের বলিষ্ঠ আদর্শ ও শাশ্বত জীবন-দর্শনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ঢাকার কোন পত্রিকাই সুষ্ঠুভাবে জনগণের সম্মুখে পেশ করছেননা বা করতে পারছেননা— চরম দুঃখের হলেও এ রূঢ় সত্য স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

তবে কি ইছলামী রাষ্ট্র আজাদ পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গীয় মুছলমান পাঠকরা ইছলামের শাশ্বত চিরন্তন রূপটি দেখতে চায় না? তারা কি ইছলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা শুনতে চায় না? আজকের সমস্যা-পীড়িত পৃথিবীর অসমাধ্য সমস্যাগুলোকে ইছলামের আলোকে কিভাবে সমাধান করা যায় তা জান্‌তে কি তাদের কোন আগ্রহ নেই? দেশের সমস্ত পাঠকই কি কেবল সিনেমা, যৌন সাহিত্য, লা-দীনি—কমিউনিষ্টিক ভাবধারা, তামাদ্দুনিক জগাখিচুড়ী অথবা রাজনৈতিক দাবা খেলা নিয়েই মেতে থাক্‌তে চায়? এ-সব কথা বিশ্বাস করতে গেলে দেশের জাগ্রত—যৌবন—যে যৌবন জল তরঙ্গ প্রচণ্ড প্রতিরোধ ঠেলে দুনিয়ার বুকে একটা আদর্শমূলক রাষ্ট্র কায়েম করেছে—এর উপর চরম অবিচারই করা হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের জীবন্ত জাগ্রত সমাজ আগ্রহব্যাকুল অন্তরে চতুর্দ্দিকের আলো আঁধারের গোলক ধাঁধার মাঝে মুক্তির ও সিদ্ধির সঠিক এবং সুদৃঢ় পথ হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

সুখের বিষয় যথার্থ প্রয়োজন মুহূর্ত্তে কোর্‌আন ও হাদীছের দীপ্ত রংমশাল বক্ষে ধারণ করে "তর্জুমানুল" হাদীছ বাংলার সাময়িক সাহিত্য গগনে

www.ahlehadeethbd.org

বিপুল সম্ভাবনার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এক দিকে কলুষিত পরিবেশ, সন্দেহবাদীর সংশয়, সম্মোহিত চিত্তের মানসিক কুজ্ঝটিকা, দিশেহারা পথিকের সামনে আলো আঁধারের গোলক ধাঁধা, অন্যদিকে পাকিস্তানের উজ্জ্বল রাষ্ট্রীয় আদর্শ,—— জাগ্রত সমাজের আগ্রহ-ব্যাকুল কৌতূহল. ঠিক তারই মাঝে তর্জুমানের ন্যায় শক্তিশালী, আদ-র্শনিষ্ঠ দিশারী পত্রিকার আবির্ভাব! সুতরাং এর প্রয়োজন যে কী এবং ভবিষ্যৎ যে কত উজ্জ্বল তা শুধু কল্পনাতেই হৃদয়-ঙ্গম করা চলে।

তর্জুমান রাজধানীর চিন্তাশীল পাঠকের অন্তরে দোলা দিতে শুরু করেছে—সুধী সমাজে এর কদর ক্রমেই বেড়ে চল্‌বে আড়াই দিনের ঘুরাফেরা ও মেলা মেশায় তার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি।

প্রয়োজন প্রচারের উপযুক্ত আয়োজন, সরবরা-হের নিয়মিত ব্যবস্থা।

মোছ্লেম জগতে ইছ্লামের স্বরূপ

মোহাম্মদ মওলা বখ্শ নদ্‌ভী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হেজাজ,

হেজাযই মোছ্লেম জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় স্থান, কারণ, তথায় পবিত্র হেরমাইনদ্বয় অবস্থিত। হুজুরের (দঃ) জন্মভূমি, কর্ম্মক্ষেত্র, তিরোধানের স্থান সবই তথায় বিরাজিত। সেখানকার অবস্থা, রীতি নীতি, চালচলন বিশ্ব মোছ্লেমের আদর্শ স্বরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই প্রদেশটী—খোলাফায়ে রাশেদীনের পর হইতে এযাবত কাল একরূপ উপেক্ষিত হইয়াই আসিয়াছে। মদিনা মোনও-ওয়ারাহ হইতে দামেস্কে বানু উমাইয়াহ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাআবিয়ার (রাঃ) রাজধানী পরিবর্ত্তন করার পর হইতে হেজায বাসীগণের সামা-জিক, ধর্ম্মীয় সংস্কার প্রভৃতির প্রতি কোন শাসনকর্ত্তাই মনোযোগ প্রদান করেন নাই। কেবল তাহাদিগকে ছাদ্‌কা খয়রাত দান করিয়া একটা অলস মুফ্‌ত্‌-খোর দলে পরিণত করিয়াছেন। পূর্ব্বে তবুও ইছ্-লামের কিছু নাম গন্ধ ছিল কিন্তু দীর্ঘ ৫।৬ শত বৎসর তুর্কী শাসনে তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এযাবতকাল তাহাদের মধ্যে কোন শক্তিশালী সং-স্কারকও জন্মগ্রহণ করেন নাই। নজ্‌দের সংস্কার—আন্দোলন হইতেও তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া হয-রতের আবির্ভাবের পূর্ব্ব যুগের মধ্যে ফিরাইয়া—দেওয়া হইয়াছে। ছোলতান এব্‌নে ছউদের ক্ষমতা অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের নৃশংসতা, রাহাজানী চুরি, ডাকাতি সম্বন্ধে এদেশের হজ-যাত্রীগণেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

প্রথম প্রথম ছোলতান এব্‌নে ছউদের আগমনের পর এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং এমন সব কুপ্রথার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহা—শুনিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। একদা সুলতান কোনস্থানের বেদুইনদের সরদারদিগকে ধরিয়া—আনিয়া আল্লাহর অস্তিত্ব এবং রছুলে করিমের (দঃ) আগমনের উদ্দেশ্য, কলেমা, নমায, রোজা, হজ্জ এবং যাকাত ফরয হওয়ার কথা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সকলেই মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ—করার পর তাহাদের মধ্যে একজন প্রতিনিধিস্থানীয়

www.ahlehadeethbd.org

সরদার সকলের পক্ষ হইতে আরজ করেন, "হুজুর— আপনি যাহাকিছু বলিলেন সমস্তই মানিয়া লইলাম কিন্তু আমাদের মাত্র একটা কথা রাখিতে হইবে।" সুলতান বলিলেন,— "বল" সে বলিল "হুজুর নমাযটা একটু কম করিয়া দেন; পাঁচ বারের স্থানে সকাল ও সন্ধ্যায় দুইবার করিয়া দিতে মরযী হয়"। কোন কোন স্থানের লোক মৃত মেশের মাংশ এবং পর্ব্বত— মূষিকও ভক্ষণ করিত। ফরয গোছল, ইছ্‌তেন্‌জা কী তাহা তাহারা জানিতনা। হাজিদের জান মাল তাহারা হালাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। খত্‌না, বিবাহ, তালাক সম্বন্ধে তাহারা নব নব পদ্ধতির অনুসরণ করিত। হেজাযী বেদুইনদের মধ্যে তোহার ছলখ্‌ (طهار سلخ) নামক খত্‌নার এক নৃশংস প্রথা প্রচলিত ছিল। ছোলতান এব্‌নে ছউদকে তাহা কঠোর হস্তে বন্ধ করিতে হয়। তোহার ছলখ্‌—— (طهار سلخ) কি তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পূর্ব্বে বেদুইনদের মধ্যে বিবাহের বয়স না হইলে খত্‌না দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। বিবাহের কথা ঠিক হওয়ার পর তাহারা কন্যা এবং বর পক্ষের— লোকজনকে এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী সম্ভ্রান্ত সরদারগণকে দাওয়াত করিত এবং একটা প্রকাণ্ড ময়দানে তাঁবু টাঙ্গাইয়া তথায় খানা পাকাইবার ব্যবস্থা করিয়া সকলে সমবেত হইলে বিবাহ প্রার্থী সমস্ত যুবক— ও কন্যাদিগকে ডাকাইয়া যুবকগণকে সারিবদ্ধভাবে একটা উঁচু স্থানে দাঁড় করিয়া দিত। কিছু দূরে কন্যাগণ দফ্‌ লইয়া দাঁড়াইত। যুবকদের প্রত্যেকের হাতে থাকিত এক একখানা তরবারী। মেয়েরা— দফ্‌ বাজাইতেছে এবং যুবকরা তল্‌ওয়ার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বীরত্বব্যঞ্জক সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইত্যবসরে হাজ্জাম আসিয়া একটা তীক্ষ্ণ— ধারাল ছুরি লইয়া এক যুবকের কোরতা উঠাইয়া তাহা তাহার কোমরে জড়াইয়া দিয়া নাভির নীচ হইতে খুব পাতলা করিয়া চামড়া কাটিয়া নীচের দিকে নামাইতে লাগিল; এ অবস্থায় যুবককে ধীর ও স্থির হইয়া থাকিতে হইবে এবং পূর্ব্ববৎ বীর গাথা গাহিয়াই যাইতে হইবে। সে যদি বিচলিত হয় কিংবা ভয় পায় অথবা একটু মাত্র আহা উহু করে তাহা হইলে আর তাহার জীবনে বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ নিকটে তাহার ভাবী পত্নী সমুদয় নিরীক্ষণ করিতেছে, সে তৎক্ষণাৎ বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখান করিবে। এইরূপে সমস্ত চামড়া ছাড়াইয়া পুরুষাঙ্গের উপর দিয়া নামাইয়া লইয়া ওলছেলা করিয়া— তাহাতে হাজ্জাম ছাহেব স্বীয় প্রস্তুত একটী মলম লাগাইয়া কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত। এই রূপে— ক্রমান্বয়ে পালা করিয়া সকলের পবিত্র খত্‌না-কর্ম্ম সমাধা করা হইত। ইহাতে সেপ্‌টিক হইয়া অনেকে মরিত এবং যাহারা বাঁচিত তাহারাও কয়েকমাস— অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া কোনরূপে সারিয়া উঠিত। ছোলতান বিশেষ আইন করিয়া এই নির্ম্মম বে-শরা প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন।

হালাল হারামের পার্থক্য তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করা হইয়াছে এবং এখনও চেষ্টা চলিতেছে। সকালে বিবাহ বৈকালে তালাক এবং সন্ধ্যায় পুনঃ বিবাহ প্রভৃতি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সুলতানের সংস্কার-প্রচেষ্টায় এসব প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। আমার এক বন্ধু বলেন, এক বদ্দু ফরয গোছলের মছলা জানিত এবং তাহার উপর আমলও করিত কিন্তু তাহার হঠাৎ একরাত্রে স্বপ্ন-দোষ হইয়া-যায়, সে বিষম বিভ্রাটে পড়ে, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পরিয়া অবশেষে নিজের বুদ্ধির উপর ভরসা করিয়া একটা পানিশূন্য মশক লইয়া তাহাতে ফুঁদিয়া ফুঁদিয়া বায়ু পূর্ণ করিয়া লইয়া মুখটী চাপিয়া ধরিয়া মাথারউপর অনিয়া চট্‌ করিয়া খুলিয়া দিয়া বলিতে থাকে—

الجنب كذاب الغسل كذاب اللهم تقبل منى

অর্থাৎ নাপাকী কৃত্রিম, গোছলও কৃত্রিম, হে আল্লাহ্‌ তুমি কবুল কর। আমার আর এক বন্ধু বলিলেন আমি প্রতিবৎসর মফঃস্বলে শস্য ক্রয় উপলক্ষে গিয়া এক বুড়ীর আশ্রয় লইতাম। বাড়ীতে বুড়া বুড়ী ছাড়া সংসারে তাহার আর কেহই ছিলনা। আমরা যে কয়দিন থাকিতাম সে খানা পাকাইয়া দিত তাহাকে বিদায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কালে কিছু সাহায্যও করিয়া আসিতাম বুড়ীর বাড়ী অপর সব বাড়ী অপেক্ষা অনেকটা পরিষ্কার, তাহার তৈজস পত্রাদিও বেশ ঝক্‌ঝকে, এই কারণেই আমরা বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। ২য় মৌছুমে গিয়া দেখি বুড়ীর বাসন পত্র শ্রীহীন ও নোংরা, জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মা! ব্যাপার কি? আগে বাসন পত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত, এবার এরূপ কেন? সে আমার কথায় কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

من يصفى ! النباح قد مات شف هذا قبره

আর কে ছাফ করবে বাবা? নাব্বাহ্ ত কিছু দিন আগে মারা গিয়াছে! ঐ দেখ— তাহার কবর! কুকুরের ঘেউ ঘেউ করাকে আরবিতে نباح বলে। বুড়ী তাহার কুকুরটীকে নাব্বাহ বলিয়া ডকিত এবং সে বুড়ীর তালিম মত বাসন পত্র চাটিয়া চুষিয়া ছাফ করিয়া রাখিত। এইরূপ বহু ঘটনা আছে যাহা দ্বারা হেজাযী বেদুইনদের অজ্ঞানতা ও নোংরামীর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী, বর্ত্তমান ছোল্‌তান এবনে ছউদ তাহাদিগকে ক্রমশঃ ইছলামের দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন, এখন পূর্ব্বের অনেক অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সংশোধন হইয়াছে। হেজাযের নগরসমূহে বিশেষতঃ মক্কা মোয়ায্‌যমায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র অধিবাসীর একত্র সমাবেশ হইয়াছে। আরবী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, খোরাছানী, মালয়ী, হাব্‌সী, তুর্কি, শামী প্রভৃতি বিবিধ রক্তধারার সংমিশ্রনে মক্কা প্রকৃতপক্ষে এক আন্তর্জাতিক সহরে পরিণত হইয়াছে। ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদের নিজস্ব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সমূহ খোয়াইয়া ফেলিতেছে। তদুপরি যুগযুগান্তর ধরিয়া দান খয়রাত গ্রহণের উপর নির্ভর করিয়া— থাকার দরুণ উহাদের আত্ম-প্রত্যয় ও আত্ম-নির্ভরশীলতা নষ্ট হইয়াগিয়াছে। অতি লোভ এবং— চাটুকারিতা তাহাদের প্রকৃতিগত স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। বড় বড় সম্মানীয় এবং ধনবান ব্যক্তিগণের সন্তান সন্ততিও একটী পয়সার জন্য হাজিদের সম্মুখে ভিক্ষুকের মত হস্ত প্রসারণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। দীর্ঘ দিন তুর্কি শাসনে থাকিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করিতে শিখিয়া অত্যধিক ব্যয়েও (اسراف) তাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে আয় ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারায় নানা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। তাহারা বিবাহ, খত্‌না, প্রসব ইত্যাদি— অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু ফযুল খরচা করিয়া ফতুর হইয়া যায়। এসব বিষয় বিস্তারিত লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়িয়া উঠিবে এবং পত্রিকার স্থানাভাব ঘটিবে, তজ্জন্য বিরত হইলাম। এসব বিষয়ে মদিনা মোনাওওয়ারার অধিবাসীগণ অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। তাহার কারণ সেখানে মক্কার ন্যায় আন্তর্জতিক মানব সমাজের বিপুল সমাবেশ নাই। কেবল বিশিষ্ট ভদ্র বংশীয় লোকই সেখানে বেশী সমবেত হইয়াছেন। বিভিন্ন দেশের নানাবিধ দুশ্চরিত্র ফেরারী আসামীর সমাগম কেবল মক্কাশরীফেই হইয়াছে। মদিনা শরীফে একরূপ হয়নাই বলিলেই চলে।

মোট কথা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের শরীঅতী— শাসনে ব্যাহিক পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু অধিবাসীগণের চিরাচরিত স্বভাবের এবং রুচীর— বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ছোল্‌তান এবনে ছউদ এ্যাংলো-আমেরিকান কোংকে যে পেট্রোল এবং তৈল-খনির ঠিকা দিয়াছেন তাহার ফল এখন— ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহ্‌রায়েনে কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত। সেখানে ইউরোপীয় সভ্যতার যাবতীয় উপকরণ মওজুদ এবং তাহার প্রভাব দেশের অভ্যন্তরভাগেও পড়িতে শুরু করিয়াছে। তুর্কি— শাসনাধীনে সহরবাসীগণের রুচিবোধ পূর্ব্বেই পাশ্চাত্য প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এখন কোং এর সাক্ষাৎ প্রভাবে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রগতি সাধিত হইয়াছে! সামান্য কেরাণীর বিবিরাও চুল ছাঁটিয়া, গাল্‌ফ রাখিয়া ও পায়ে লেডী সু পরিয়া মুখ ঢাকা মেম সাজিয়াগিয়াছে। বিশিষ্ট ভ্রমণকারী মরহুম মোহাম্মদ নূর কানপুরী ছাহেব দীর্ঘ দিন হেজাযে— অবস্থান করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৩৭ সনে গ্রীষ্মকালে ভ্রমণ উপলক্ষে মক্কার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ তায়েফ্ গমন করেন। তিনি বলিলেন আমরা একদিন কিছু ডিম ও মুরগী ক্রয় করিবার বাসনায় একটী পল্লীতে বেড়াইতে যাই। সেখানে যাইয়া এক বুড়ীকে কতকগুলি ডিম লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমরা তাহাকে ডিমের দর জিজ্ঞাসা করিলাম। সে দুই পয়সা করিয়া চাহিল, আমরা দুই পয়সায় তিনটী চাহিলাম। ইতিমধ্যে কয়েকজন ইউরোপীয় পাইলট আরবী লেবাছে—আসিয়া হাজির হইল এবং আমাদের কথোপকথন জানিয়া লইয়া প্রচলিত আরবী ভাষায় বলিল,—"তোমরা উভয়েই অন্যায় কথা বলিতেছ, ডিমের প্রকৃত মূল্য এক আনা করিয়া হওয়া উচিত।" এই বলিয়া সব কয়টী এক আনা হিসাব লইয়া মূল্য মিটাইয়া চলিয়া গেল। তখন বুড়ি উচ্ছসিত ভাষায় দোআ—করিতে লাগিল—

اللهم بيض وجهه هذا مسلم طيب ويزيد بياض وجهك

অর্থাৎ এই সাদা মোছলমান খুব ভাল। হে আল্লাহ্ তাহার মুখ শুভ্র করো। তোমার মুখের শুভ্রতা—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। ইহা হইতেই ভারতের সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং'র বর্ত্তমান বংশধরগণের উপনিবেশ—নীতির আভাষ পাওয়া যায়। আল্লাহ পবিত্র জজিরাতুল আরবকে তাহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শিক্ষায় নজ্‌দের তুলনায় হেজাযের সহরবাসীগণ অনেক উন্নত। যে কয়েকটী পুরাতন—বিখ্যাত মাদ্‌রাছাহ্ আছে সেগুলি সবই মক্কা ও মদিনায় অবস্থিত, তন্মধ্যে কলিকাতার বেগম ছওলাতুন্নেছা প্রদত্ত ছওলাতিয়াহ্ মাদ্‌রাছাই সমধিক প্রসিদ্ধ যাহা আজও পাক-ভারতের সাহায্যে যথেষ্ট সুখ্যাতির সহিত পরিচালিত হইতেছে। তাহাছাড়া কয়েকটী সরকারী মাদ্‌রাছাও আছে! কিন্তু উহাদের শিক্ষার মান মাধ্যমিক স্তরের উপর নহে। ইমামে হেরেম মওলানা আবুছ্‌ছামাহ্‌ আবদুয্‌ যাহের ছাহেবের তত্ত্বাবধানে মাদ্‌রাছা দারুল-হাদীছ পরিচালিত হইতেছে! ইহা ছাড়া কয়েকজন ওলামার নিজেদের—শিক্ষার হালকাও আছে যাহাতে হেরেম শরীফদ্বয়ে বাদ মগরেব শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মোটের উপর হেজাযের সহরগুলিতে ধর্ম্ম শিক্ষার চর্চ্চা আছে। আল্লাহ্ তওফিক দিলে বর্ত্তমান ছোল্‌তানের প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে পারিবে। ইন্‌শা আল্লাহ্ আগামীবারে এয়ামন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

পিয়াসা

করিমুন্নেছা।

তৃষিত হৃদয় মোর, অনন্ত পিয়াসা,
যত পায় তত চায়, মিটেনাক আশা।
কীযে ভাবে, কীযে চাহে, বুঝেনা সে নিজে
প্রকাশের না পায় ভাষা হৃদি তলে খুঁজে।

মরীচিকার পেছন ছুটে জীবন হ'ল সারা,
মরুর বুকে বালির 'পরে মিল্‌বে ঝর্ণাধারা?
ঝর্ণাধারা বইছে সেথায় সে ফুল বাগিচায়
যেথা হ'তে দয়াল নবী বলেন ইশারায়,—

"শ্রান্ত পথিক বিত্তহারা, আয় হেথা আয় ছুটে,
ভ্রান্ত পথিক রিক্ত যারা নে নে মাণিক লুটে।
পান ক'রে নে কওছরেরি সুধা কণ্ঠ-ভরা,
ভোর বাতাসে ফুল সুবাসে হবি আত্মহারা।"

পথ খুঁজে পায় আপনভোলা, মিটে সকল আশা,
কণ্ঠে বেজে উঠে শুধু একটি মাত্র ভাষা,—
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ"

www.ahlehadeethbd.org

পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিনায়ক
খলীফা হারুনরশীদের নামে

ইমাম আবু ইউছুফের (রঃ) পত্র

[ইমাম আবু ইউছুফ ইয়াকুব বিনে ইবরাহীম আন্‌ছারী ১১৩ হিঃ তে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইমাম আবুহানীফার শ্রেষ্ঠতম ছাত্র এবং খলীফা মহদী, হাদী ও হারুণ রশীদের সময়ে ইছলাম জগতের রাজধানী বাগ্দাদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম কাযীঅলকযাৎ উপাধিতে ভূষিত—হন। ইমাম মুযনী বলেন, তিনি আহ্‌লেহাদীছগণের অনুসরণকারী ছিলেন, ইব্‌নেমুঈন বলেন, তিনি আহ্‌লেহাদীছ ও ছুন্নত ছিলেন। খতীব বগ্দাদী বলেন, কাযী আবুইউছুফ আহ্‌লেহাদীছদিগকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদের পক্ষপাতি ছিলেন। হাফিয যহবী লিখিয়াছেন যে, কাযী আবুইউছুফ অন্তিমকালে বলিয়াছিলেন,— আমি জীবনে যত ফত্‌ওয়া দিয়াছি, তন্মধ্যে যেগুলি কোর্‌আন ও হাদীছের অনুকূল হইয়াছে, সেগুলি ছাড়া সমস্তই প্রত্যাহার করিতেছি। ১৮২ হিঃ তে তিনি পরলোকবাসী হন। ক একদল গ্রন্থকার—দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সম্বন্ধে দুর্নাম রটাইয়াছেন যে, তিনি খলীফাগণের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এই অভিযোগ যে সম্পূর্ণ অমূলক, পক্ষান্তরে তিনি যে সত্যপরায়ণ বিদ্বানগণের অগ্রগণ্য ও আদর্শস্থল ছিলেন, খলীফা হারুনরশীদের নিকট লিখিত তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র দ্বারা তাহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে। পাকিস্তানের শাসকদলের পক্ষেও এই পত্র অনুসরণীয় হওয়া উচিত মনে করিয়া আমরা কাযী ছাহেবের গ্রন্থ "কিতাবুল খিরাজ" হইতে উল্লিখিত পত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রকাশ থাকে যে, অনুবাদের মধ্যে ভ্রান্তি না থাকিলেও মূলপত্রের প্রকাশভংগীর দৃঢ়তা এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য অনুবাদে রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। তর্জুমানুল-হাদীছ সম্পাদক]

আল্লাহ আমীরুল মু'মেনীনকে দীর্ঘজীবী এবং তাঁহার সমুদয় ন্যামৎ ও গৌরবকে তাঁহার জন্য স্থায়ী করুন। তিনি যে সুখ সম্পদের ইহজগতে অধিকারী হইয়াছেন পরলোকে অনন্ত ন্যামতও যেন তাহার সংগে অবিচলিত থাকে এবং যেন তিনি নবীর (দঃ) সাহচর্য লাভের গৌরব অর্জন করিতে সমর্থ হন।

আমীরুল মু'মেনীন, আল্লাহ তাঁহার সহায় হউন, আমাকে রাজস্ব, উশর, ছদ্‌কা এবং জিয্‌য়া প্রভৃতি ওছুল করার নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও অনুসরণযোগ্য একখানা বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি ইহার সাহায্যে প্রজাপুঞ্জের উপর—হইতে অত্যাচার বিদূরিত করার এবং তাহাদের হিত সাধনের সংকল্প করিয়াছেন। আল্লাহ আমীরুল মু'মেনীনকে ইহার তওফীক দান করুন এবং যে—কার্য তিনি সাধন করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে তাঁহার সহায় এবং পৃষ্ঠপোষক হউন এবং যাহা তিনি আশংকা করিতেছেন এবং যে বিষয় হইতে বাঁচিতে চাহিতেছেন, তাঁহাকে সে বিষয় হইতে রক্ষা করুন।

হে আমীরুল মু'মেনীন, আল্লাহর জন্য সর্ববিধ উত্তম প্রশস্তি যে, তিনি আপনাকে এক গুরুতর—দায়িত্বভার সমর্পণ করিয়াছেন, ইহার পুরস্কার সর্বাপেক্ষা অধিক এবং ইহার দণ্ডও সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ! এই উম্মতের শাসনভার আপনার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, আপনার প্রভাত ও সন্ধ্যা বিশাল সৃষ্ট—জীবের দায়িত্বভারে পূর্ণ! আল্লাহ আপনাকে তাহাদের শাসক ও ওছী নিযুক্ত করিয়াছেন, আপনাকে তাহাদের শাসন কার্য্যের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছেন। যে অনুষ্ঠান আল্লাহর ভয় অর্থাৎ তক্‌ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা টিকিতে পারে না, ভিত্—সমেত বিধ্বস্ত করিয়া আল্লাহ উহাকে অনুষ্ঠাতা এবং

ক খতীব বাগ্দাদী, তারীখে বাগ্দাদ (১৪) ২৫৫; যহবী, তয্‌কিরা (১) ২৬৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহার সাহায্যকারীদের মাথার উপর নিক্ষেপ—করিয়া থাকেন। অতএব হে আমিরুল্ মু'মেনীন, সাবধান! এই উম্মতের এবং প্রজাপুঞ্জের যে গুরুদায়িত্ব আপনাকে আল্লাহ্ সমর্পণ করিয়াছেন আপনি কদাচ তাহার অপচয় করিবেন না, কারণ কর্মশক্তি আল্লাহর অনুমতিক্রমেই অর্জিত হয়।

অদ্যকার কার্য্য কল্যকার জন্য স্থগিত রাখিবেননা, আপনি যদি এরূপ করেন. তাহাহইলে আপনি —ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। নির্ধারিত সময়ের (মৃত্যু) মধ্যে বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং কর্ম দ্বারা নির্ধারিত সময়ের জন্য ত্বরান্বিত হউন, কারণ নির্ধারিত সময়ের পর সমুদয় কর্মের অবসান ঘটিবে। রাখালদিগকে তাহাদের প্রভুদের কাছে যেমন জওয়াবদিহী করিতে হয়, শাসনকর্তাদিগকেও তাহাদের প্রভুর কাছে ঠিক সেইভাবেই জওয়াবদিহী করিতে হইবে। অতএব দিবসের যে কোন মুহূর্তে, আপনাকে যে-ভার সমর্পণ করা হইয়াছে, আপনি তজ্জন্য ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করুন! যে শাসনকর্তা দ্বারা প্রজাপুঞ্জ সমৃদ্ধি-লাভ করিবে, আল্লাহর কাছে তিনিই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হইবেন, আপনি যদি বক্রপথ অবলম্বন করেন, নিশ্চয় জানিবেন, আপনার প্রজারাও বক্রপথের—পথিক হইবে। সাবধান! আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণকারী এবং ক্রোধে আক্রান্ত হইবেননা! এমন দুইটী বিকল্প পন্থা যদি আপনার সম্মুখে উপনীত হয় যে, একটীতে শুধু ইহলৌকিক মংগল এবং অপরটীতে শুধু পারলৌকিক মংগল নিহিত, তাহাহইলে আপনি পারলৌকিক মংগলজনক পথের অনুসরণ করিবেন কারণ পরকাল অবিনশ্বর এবং ইহাকাল অস্থায়ী!

আপনি আল্লাহর জন্য বিনম্রতার অস্ত্র ধারণ করিবেন, কদাচ আত্মীয়তোষণ নীতি অবলম্বন করিবেননা। আল্লাহর শাসনবিধানে আপনার কাছে নিকট ও দূরবর্ত্তী সকলেই সমতুল্য হওয়া আবশ্যক। আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা গ্রাহ্য করিবেন না। সকল সময় সাবধান থাকিবেন, সাবধানতা অন্তরের বিষয়, উচ্চারণের বস্তু নয়।—আল্লাহর জন্য তক্ওয়া অবলম্বন করিবেন, সাবধানতার দ্বারাই তক্ওয়া অর্জিত হয় এবং যে আল্লাহর জন্য সাবধান থাকে, আল্লাহ্ তাহাকে সুরক্ষিত করেন।

আপনি নির্ধারিত সময়ের জন্য কর্মরত থাকুন, উহা সুনিশ্চিত, অধিকাংশই এই পথে চলিয়া গিয়াছে ইহাই অবলম্বনীয় পথ, ইহাই কঠোর সত্য, ইহাই প্রত্যাবর্ত্তনের ঘাট! এই সন্দেহাতীত ঘাটে, এই—বিশালতম প্রতীক্ষাক্ষেত্রে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের বিক্রমে হৃদয়সমূহ প্রকম্পিত হইবে এবং সমুদয়—যুক্তিতর্কের অবসান ঘটিবে। সমুদয় সৃষ্টি তাঁহার সম্মুখে সমবেত, তাঁহার বিচারের জন্য অপেক্ষমান এবং তাঁহার শাস্তির জন্য সন্ত্রাসিত হইবে। শাস্তির পূর্বেই সকলেই মনে করিবে যেন শাস্তি হইতেছে! যাহারা জানাশুনা সত্ত্বেও কর্ম করিলনা, তাহাদের—অনুশোচনা ও পরিতাপ সেই বিরাট প্রতিক্ষাক্ষেত্রে কিরূপ হইবে? সেদিন সকলের পদযুগল স্খলিত,—সকলেই বিবর্ণ হইবে। প্রতীক্ষা হইবে অত্যন্ত—সুদীর্ঘ আর হিছাব হইবে বড়ই কঠিন! আল্লাহ্ বলেন, তাহাদের— وان يوما عند ربك كالف প্রভুর নিকট একদিবস سنة مما تعدون – তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের সমতুল্য,—আল-হজ্, ৪৭। এবং আল্লাহ্ বলিয়াছেন, ইহা মীমাংসার দিন, এই দিবসে তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তী— هذا يوم الفصل' দিগকে আমরা এক- جمعناكم والاولين ! ত্রিত করিব,—আল্ ان يوم الفصل মুরছালাৎ, ৩৮। পুনশ্চ ميقاتهم اجمعين – আল্লাহ্ বলেন,—প্রত্যুত মীমাংসার দিবস তাহাদের সকলের জন্য নির্দিষ্ট,—আদ্দুখান, ৩০। আরও আল্লাহ্ বলেন, যে দিবসের كانهم يوم يرون ما প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে يوعدون لم يلبثوا الا দেওয়া হইয়াছে, সে ساعة من نهار! দিন তাহারা দেখিবে যেন দিবসের মুহূর্ত্ত মাত্র তাহারা পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিল,—আল্- كانهم يوم يرونها لم يلبثوا আহ্কাফ, ৩৫। আরও الا عشية او ضحها – আল্লাহ্ বলেন, সেদিন

www.ahlehadeethbd.org

তাহারা দেখিবে যেন পৃথিবীতে একটি সন্ধ্যা অথবা উহার প্রভাত ছাড়া তাহারা তিষ্ঠায় নাই,—আন্‌না-যিআৎ, ৪৬ আয়ত। অতএব যে দণ্ড কখনো হ্রাস হইবেনা তাহা কী ভীষণ! এবং যে অনুশোচনা ফল প্রদর্শন করিবেনা তাহা কত করুণ! দিবস—যামিনীর পরিবর্তন সমুদয় নূতনকে জরাগ্রস্ত এবং সমুদয় দূরত্বকে নিকটতর করিয়া ফেলিতেছে, দিবস ও রাত্রির আবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্তে সেইদিনকে আর্কষণ করিতেছে, যে দিন আল্লাহ প্রত্যেককে তাহার—উপার্জনের ফল প্রদান করিবেন, নিশ্চয় তিনি দ্রুত হিছাব গ্রহণকারী।

অতএব হে আমীরুল মুমেনীন, আল্লাহকে ভয় করুন! আল্লাহকে ভয় করুন!! জীবনের স্থায়িত্ব অতিঅল্প এবং কর্ম বহুল। পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং পরলোক স্থায়ী। অতএব সীমালংঘনকারী-দের পথের পথিক রূপে আগামীকল্য কদাচ যেন—আল্লাহর সংগে আপনার সাক্ষাৎকার না ঘটে, কারণ বিচার দিবস —ইয়াওমুদ্দীনের যিনি বিচারক—দাইয়ান, তিনি বান্দাদের আচরণ অনুযায়ী বিচার করিবেন, তাহাদের পদমর্যাদানুসারে বিচার করিবেন না। আল্লাহ আপনাকে সতর্ক করিয়াছেন, অতএব আপনি সতর্ক হউন। আপনাকে অনর্থক সৃষ্টিকরা হয়নাই এবং আপনাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া—হইবেনা। আপনি কি করিতেছেন এবং কাহার অনু-সরণ করিতেছেন, আল্লাহ তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনার উত্তর কী হইবে, তাহা ঠিক করুন।

ইহাও আপনি জানিয়া রাখুন যে, জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়া কেহই আল্লাহর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে পারিবেনা। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—

কিয়ামতের দিন কোন বান্দা তাহার পদযুগল উত্তোলিত করিতে—পারিবেনা, যতক্ষণ না সে চারিটী বিষয়—

لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن اربع : عن علمه ما عمل فيه ؟ وعن عمره فيم

সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত—হইবে। সে তাহার বিদ্যানুসারে কি আচরণ করিয়াছে? সে তাহার বয়স কিসে নিঃশেষিত করিয়াছে? সে তাহার ধন কি ভাবে উপার্জন করিয়াছে এবং কোন্ পথে ব্যয় করিয়াছে? সে তাহার দেহ কোন্ কার্যে ক্ষয় করিয়াছে? অতএব হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি প্রশ্ন-গুলির উত্তর নির্ণয় করুন, কারণ আজ আপনি যে কর্ম করিয়াছেন, আগামী কল্য তাহার বিবরণী আপনার সম্মুখে পঠিত হইবে অতএব যে গুপ্তরহস্য আজ শুধু আপনার ও আল্লাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, সে দিন সর্বজন সমক্ষে তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, সেদিন-কার সেই নিদারুন অবস্থা আপনি স্মরণ করুন। হে আমীরুল মু'মেনীন, আমি আপনাকে ওছীয়ত করিতেছি যে, আল্লাহ যে দায়িত্ব আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন তাহা আপনি যথাযথভাবে প্রতিপালন করুন এবং আপনাকে যে বিষয়ের প্রতিভূ করিয়াছেন, বিশ্বস্ততার সহিত তাহা রক্ষা করুন। আল্লাহকে ছাড়া এবং তাঁহার জন্য ছাড়া আপনি অন্য কোনদিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করি-বেন না। এই নিয়মের অনুসরণ নাকরিলে হিদায়তের সরলতা আপনার জন্য দুরূহ হইয়াপড়িবে, আপনার দৃষ্টিঅন্ধ এবং হিদায়তের নিদর্শনসমূহ আপনার জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, উহার প্রশস্ততা আপনার জন্য সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে, অন্যায় আপনার বাঞ্ছিত আর ন্যায় আপনার অপ্রিয় হইয়া উঠিবে। আপনার ভিতর অন্যায়ের আকর্ষণ অনুভূত হইলে আপনি আপনার প্রবৃত্তির সহিত কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। শাসন-কর্ত্তার হস্তে যাহা বিনষ্ট হইবে, তজ্জন্য তাহাকে—ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, কারণ আল্লাহর অনুমতি ক্রমে সে চেষ্টা করিলে নিধনের স্থান হইতে জীবন ও সুরক্ষার স্থলে জনগণকে সে ফিরাইয়া আনিতে পারিত, এ চেষ্টা পরিহার করার দরুণ সে—প্রজামণ্ডলীর ক্ষতি করিয়াছে আর যদি সে অন্য-ব্যাপারে মনোনিবেশ করিয়া থাকে, তাহাহইলে ক্ষতি গুরুতর ও দ্রুততর হইবে। আর যদি সে সঠিকভাবে

www.ahlehadeethbd.org

কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাহইলে সে সৌভাগ্যবান! সে যেপরিমাণ কর্তব্য পালন করিয়াছে তাহার বহুগুণ অধিক সে পুরস্কৃত হইবে। অতএব—সাবধান! আপনি আপনার প্রজাপুঞ্জকে বিনষ্ট করিবেননা, নতুবা তাহাদের প্রভু আপনার নিকট হইতে পুরাপুরি ক্ষতিপূরণ আদায় করিবেন এবং আপনাকে বিনষ্ট করিবেন! প্রাসাদ ধরাশায়ী হইবার পূর্বে উহার বুনিয়াদ নড়িয়া উঠে! যাহাদের শাসন সংরক্ষণের ভার আল্লাহ আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের সুখশান্তির জন্য আপনি যে পরিশ্রম করিবেন—তাহার পুরস্কার আপনি প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহাদের যথার্থ প্রাপ্যের মধ্যে যাহা আপনি নষ্ট করিবেন, তাহার দণ্ড আপনাকে ভুগিতে হইবে। যদি জনমণ্ডলীর সুখসুবিধার চেষ্টা আপনি বিস্মৃত না হন—তাহাহইলে আপনাকেও ভুলিয়াযাওয়া হইবেনা। তাহাদের এবং তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে যদি আপনি উদাসীন নাহন তাহাহইলে আপনার সম্বন্ধেও উদাসীন থাকা হইবেনা।

দুন্‌য়ায় আপনার করণীয় কর্তব্যের মধ্যে দিবস যামিনী সংগোপনে আল্লাহর তছ্‌বীহ ও তহ্‌লীল—উচ্চারণ এবং রহমতের নবী ও হিদায়তের ইমাম আল্লাহর রছুলের (দঃ) প্রতি দরূদ পাঠ করা কদাচ পরিহার করিবেন না। আল্লাহ তাঁহার অপরিসীম অনুগ্রহ, রহ্‌মত ও ক্ষমাগুণে শাসকবর্গকে পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিনিধি (খলিফা) করিয়াছেন। জনমণ্ডলী যে সকল বিষয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছে, তাহার শৃংখলাবিধানের জন্য তাঁহাদিগকে আলোক বর্তিকায় পরিণত ও তাহাদের পারস্পরিক দাবীদাওয়া সম্বন্ধে মতভেদের মীমাংসাকারী করিয়াছেন। আল্লাহর দণ্ডবিধির প্রতিষ্ঠা করা, প্রকৃত অধিকারীকে তাহার পাওনা বুঝাইয়া দেওয়া, যাহা সুস্পষ্ট, তাহা দৃঢ়তার সহিত বলবৎ করা এবং ন্যায়নিষ্ঠগণের রীতিসমূহের পুনরুজ্জীবন সাধনের সুবর্ণ সুযোগ শাসনকর্তাগণের উজ্জ্বল নূরের সহায়তায় লাভ করা যায়। ছুন্নতের—পুনঃ প্রতিষ্ঠা এমন একটী সৎকার্য যাহা চিরঞ্জীবী।—শাসকদের অত্যাচার প্রজাপুঞ্জের বিনাশপ্রাপ্তির কারণ, যাহারা নির্ভরযোগ্য এবং সাধু, তাঁহাদের ছাড়া অন্যের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করার অবশ্যম্ভাবী ফল জনমণ্ডলীর সর্বনাশ!

হে আমীরুলমুমেনীন, আল্লাহ আপনাকে যেসকল ন্যামৎ দান করিয়াছেন, সেগুলির উত্তম প্রয়োগ দ্বারা আপনি ওগুলিকে সার্থক করুন এবং ওগুলির জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া অধিকতর ন্যামতের অধিকারী হউন। আল্লাহ স্বীয় মহিমান্বিত গ্রন্থে বলিয়াছেন,— যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে অধিকতর ন্যামতের অধিকারী করিব আর যদি নমকহারামী কর তাহা হইলে আমার—শাস্তি নিশ্চয় কঠোর হইবে,—— ইব্‌রাহীম, ৭।

لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد -

আল্লাহর কাছে শাস্তি অপেক্ষা প্রিয়তর আর অশান্তি অপেক্ষা ঘৃণিত কিছুই নাই এবং তাঁহার—ন্যামতের নমকহারামীর তাৎপর্য হইতেছে—পাপ ও নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত হওয়া। যে সকল জাতি আল্লাহর ন্যামতের নমকহারামী করিয়াছে অথচ অবিলম্বে তওবার জন্য অগ্রসর হয় নাই, আল্লাহ তাহাদের জাতীয় গৌরব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে তাহাদের শত্রুদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। হে—আমীরুল মুমেনীন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, শাসন কার্যের যে রীতি তিনি আপনাকে বুঝিবার সুযোগ দিয়াছেন, আপনার সেই কার্যে আপনাকে যেন তিনি নিঃসংগ না করেন, বরং তাঁহার বন্ধু ও প্রীতিভাজনের তিনি যেরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া—থাকেন, আপনারও তদ্রূপ পৃষ্ঠপোষক হন! কারণ তিনিই প্রকৃত সহায় এবং এই রীতি তাঁহার মনোনীত।

আপনি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে আমি আপনার জন্য এই গ্রন্থ সংকলিত করিয়াছি, আবশ্যক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাও দিয়াছি। আপনি ইহা হৃদয়ংগম করিবেন, ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিবেন এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া ইহাকে স্মৃতিপটে ধারণ করিবেন। আমি আপনার জন্য ইহার সংকলন কার্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছি, আপনার এবং মুছ্‌লিম-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান।

(পূর্বানুবৃত্তি)

আল্-মোহাম্মদী

(খ) আবুমুছা আশ্‌আরীর হাদীছ,

৭। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—— আমি মোহাম্মদ ও আহ্‌মদ ও মুকাফ্‌ফী (পশ্চাদ্‌-বর্তী) ও হাশির (সম-বেতকারী) ও তওবার নবী এবং রহমতের নবী।

انا محمد واحمد والمقفى والحاشر ونبى التوبة و نبى الرحمة ـ

মূছ্‌লিমের রেওয়ায়ত সূত্রে আবুমুছা আশ্‌আরী— বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং নিজেকে কতকগুলি নামে— আমাদের সম্মুখে অভিহিত করিলেন এবং বলি-লেন……। আহ্‌মদ ও মূছ্‌লিম। *

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى لنا نفسه اسماء فقال :

৮। আবুমুছা আশ্‌আরী বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং নিজেকে কতিপয় নামে আমাদের নিকট অভিহিত করিলেন, তন্মধ্যে কতক আমরা স্মরণ রাখিয়াছি আর কতক বিস্মৃত হইয়াছি, তিনি বলিলেন, আমি মোহাম্মদ, এবং আমিই আহ্‌মদ এবং মুকাফ্‌ফী এবং হাশির, রহমত, তওবা এবং সংগ্রামের নবী, …… হাকিম, ইব্‌নে ছঅদ, ইব্‌নেআছাকির। *

سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه اسماء فمنها ما حفظنا ومنها ما نسينا فقال انا محمد وانا احمد و المقفى و [illegible] ... ـ

(গ) আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের হাদীছ,

৯। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি আহ্‌মদ ও মোহাম্মদ ও হাশির ও মুকাফ্‌ফী এবং— খাতিম,— তাবারানী ও ইব্‌নে আছাকির। †

انا احمد ومحمد والحاشر والمقفى والخاتم ـ

১০। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,— একজন প্রভু একটী গৃহ নির্ম্মাণ— করিলেন এবং অতি-থির জন্য ভোজ — (প্রস্তুত) ও আহ্বান-কারী (নিযুক্ত)— করিলেন। প্রভু হই-

ان السيد بنى دارا واتخذ مادبة وداعيا فالسيد الله والمادبة القرآن والدار الجنة و الداعى انا و انا اسمى فى القرآن محمد وفى

---

* ছহীহ মূছ্‌লিম (২) ২৬১ ; কন্‌যুলউম্‌মাল (৬) ১১৫ পৃঃ।

* মুছ্‌তদ্‌রক (২) ৬০৪ ; তাবাকাৎ (১) প্রথম প্রকরণ ৬৫ ; তারীখ (১) ২৭৪ পৃঃ।

† তাবারানী, মুজমে-ছগীর ও আওছত [মজ্‌মউয্‌-যওয়ায়েদ (৮) ২৮৪ পৃঃ] ; তারীখ (১) ২৮৪ পৃঃ।

গণের মংগল সাধনায় আমি ত্রুটী করিনাই এবং এই কার্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ ও ছওয়াবের আশায় এবং তাঁহার শাস্তির ভয়ে করিয়াছি। আমি আশা রাখি যে, এই পুস্তকের অনুসরণ করিলে মুছলমান ও চুক্তি-আবদ্ধদের নিকট হইতে বিনা অত্যাচারে— আপনার রাজস্বের পরিমাণ আল্লাহ বর্ধিত করিয়া-দিবেন এবং ইহা আপনার প্রজাবৃন্দের সুখ সমৃদ্ধির কারণ হইবে। শরয়ী-শাসনের প্রতিষ্ঠা দ্বারা অত্যাচার নিবারিত এবং তাহাদের পারস্পরিক দাবী দাওয়া নিরাকৃত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা তাহাদের সুখ— সমৃদ্ধির কারণ হইবে।

অতঃপর আপনার জন্য আমি কতকগুলি সুন্দর হাদীছ লিপিবদ্ধ করিতেছি। আপনি যাহা চাহি-য়াছেন এবং যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এই— হাদীছগুলিতে সে সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ যে কার্যে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হন, আপনাকে তাহার তওফীক দান করুন, আপনার এবং আপনার হস্তে কল্যাণ সাধিত হউক *

* সম্ভবপর হইলে ইমাম ছাহেবের উদ্‌ধৃত হাদীছ-গুলি তর্জুমানের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ লাভ—— করিবে.— ইন্‌শা-আল্লাহ।

www.ahlehadeethbd.org

الانجيل احمد وفى التوراة احيد' وانما سميت احيدا' لانى احيد عن امتى نارجهنم !

তেছেন আল্লাহ আর ভোজ্যবস্তু কোর্‌আন, গৃহ হইতেছে বেহে-শ্‌ত আর আমি— আহ্বানকারী। আমি কোর্‌আনে মোহাম্মদ, ইন্‌জীলে আহ্‌মদ, তওরাতে অহিদ নামে কথিত হইয়াছি, কারণ আমি আমার উম্মতকে নরকের অগ্নি হইতে বাহির করিয়া আনিব,—ইব্‌নে আছাকির। *

১১। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি হবীবুল্লাহ— আল্লাহর প্রেয়স! ইহা অহংকার নয়,—

انا حبيب الله ولا فخر' و انا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولافخر! وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولافخر' وانا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولافخر! وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولافخر!

আমি কিয়ামত — দিবসে হাম্‌দের — পাতাকাধারী, আদম হইতে তাঁহার পরবর্তী সকলেই আমার — পতাকাতলে সমবেত হইবেন, ইহা অহং-কার নয়। আমি— কিয়ামত দিবসে — সর্বপ্রথম শফাঅৎকারী এবং আমিই প্রথম যাহার শফাঅৎ গ্রাহ্য হইবে, ইহা অহংকার নয়। আমি সর্বপ্রথম বেহেশ্‌তের সিংহদ্বারে কড়া—নড়াইব এবং আমার জন্য আল্লাহ দ্বারোদ্‌ঘাটিত করিবেন এবং আমাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন, আমার সংগে পৃথিবীর দীনহীন মুছলমানগণ থাকিবেন, ইহা অহংকার নয়! আমি আল্লাহর কাছে পূর্ব এবং শেষ দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মাননীয়, ইহাও অহংকার নয়!—বাগাভী। ‡

(ঘ) জাবির বিনে আবদুল্লাহর হাদীছ,

১২। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আমি আহ্‌মদ এবং আমি মোহাম্মদ, আমি—

انا احمد وانا محمد ! وانا الحاشرالذى احشرالناس على قدمى' وانا الماحى الذى يمحوالله به الكفر' فاذاكان يوم القيامة كان لواء الحمد معى وكنت امام المرسلين و صاحب شفاعتهم !

হাশের, আমার অব্য-বহিত পরেই মানব-দিগকে সমবেত করা হইবে, আমি নিশ্চিহ্ন কারী, যাহার দ্বারা আল্লাহ কুফ্‌রকে — নিশ্চিহ্ন করিবেন। যে দিবস কিয়ামত হইবে, আমার সংগেই হাম্‌দের পতাকা থাকিবে। আমি রছুলগণের ইমাম এবং— তাঁহাদের মনোনীত শাফাঅতের কর্তা! —তাবারানী। *

১৩। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি রছুলগণের নেতা, ইহা— انا قائد المرسلين ولافخر! অহংকার নয়! আমি وانا خاتم النبيين ولافخر! রছুলগণের শেষ, ইহা وانا اول شافع واول مشفع ! অহংকার নয়! আমি প্রথম শফাঅৎকারী এবং প্রথম ব্যক্তি যাহার শফা-অৎ গ্রাহ্য হইবে,— দারমী, ইব্‌নে-আছাকির ও— তাবারানী। †

(ঙ) হুযয়ফা বিন্নুল য়মানের হাদীছ,

১৪। হুযয়ফা বলেন, একদা আমি মদীনার

بينا انا امشى' فى طريق المدينة اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : انا محمد واحمد ونبى الرحمة ونبى التوبة والحاشر والمقفى ونبى الملاحم -

পথে বিচরণ করিতে-ছিলাম, এমন সময়ে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিতে শুনিলাম;— আমি মোহাম্মদ ও আহ্‌মদ, রহমতের নবী ও তওবার নবী; হাশির ও মোকাফ্‌কী এবং সংগ্রামের নবী,—আহ্‌মদ ও বয্‌যার। ‡

১৫। হুযয়ফা বলেন, মদীনার কোন এক পথে রছুলুল্লাহর (দঃ)— لقيت النبى صلى الله عليه

---

* তারীখ (১) ১৭৪ পৃঃ।

‡ শরহুছ্‌ছুন্নাহ (Ms.) ৯৬ পৃঃ।

* মুঅ্‌জমে কবীর ও আওছৎ (মজ্‌মউয্‌যওয়ায়েদ ৮ম খণ্ড), ২৮৯ পৃঃ।

† মুছ্‌নদে দারমী, ১৬ পৃঃ ; মজ্‌মউয্‌যওয়ায়েদ (৮) ২৫৪ ; কন্‌যুল উম্মাল (৬) ১০৯ পৃঃ।

‡ ময্‌মাউয্‌যওয়ায়েদ (৮) ২৮৪ :পৃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভ হয়। তিনি— বলিলেন; আমি — মোহাম্মদ আমি— আহ্মদ; আমি রহ্মতের নবী ও তওবার নবী আমি মুকাফ্ফী, আমি হাশির এবং আমি সংগ্রামের নবী— বাগাভী। *

وسلم فى بعض طرق المدينة فقال : انا محمد وانا احمد وانا نبى الرحمة ونبى التوبة وانا المقفى وانا الحاشر ونبى الملاحم !

১৬। হুযয়ফা বলেন, আমি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে মদীনার একটী পথে ইহা বলিতে শুনিলাম,— আমি মোহাম্মদ ও আহ্মদ ও হাশির ও মুকাফ্ফী এবং রহমতের নবী,— ইব্নেছঅদ। †

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى سكة من سكك المدينة : انا محمد واحمد والحاشر و المقفى ونبى الرحمة ـ

১৭। হুযয়ফা বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) নিজেকে আমাদের সম্মুখে নয়টী নামে অভিহিত করিলেন। তিনি বলিলেন,—— আমি আহ্মদ ও মোহাম্মদ ও হাশির এবং রহমতের নবী ও সংগ্রামের নবী,— আবুইয়োলা। ‡

انا احمد ومحمد والحاشر ونبى الرحمة ونبى الملحمة

(চ) আবুত্তুফয়লের হাদীছ,

১৮। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার প্রভুর নিকট আমার দশটী নাম রহিয়াছে।— আবুত্তুফয়ল বলেন, তম্মধ্যে আমি আটটী স্মরণ রাখিয়াছি,— মোহাম্মদ, আহ্মদ, আবুল কাছেম,—— ফাতিহ (উদ্ঘাটক, বিজেতা), খাতিম (সমাপ্তকারী), মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), আ[illegible] ও হাশির (সমবেতকারী),—ইব্নেআদী। ¶

ان لى عند ربى عشرة اسماء ـ قال ابوالطفيل : قد حفظت منها ثمانية : محمد و احمد و ابوالقاسم والفاتح والخاتم والماحى والعاقب والحاشر ـ

(ছ) কঅবুল আহ্বারের হাদীছ,

১৯। কঅব বলেন, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে রছুলুল্লাহর (দঃ) নিম্ন বর্ণিত নামগুলি উল্লিখিত আছে,— মাদ্হুন মাদ্হুন অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর, হম্তায়া, খাতিম ও হাতিম,— কাযী ইয়ায। *

ماذ ماذ ومعناه طيب طيب وحمطايا والخاتم والحاتم !

(জ) মুজাহিদের হাদীছ,

১৯। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি মোহাম্মদ ও আহ্মদ এবং আমি রহ্মতের রছুল, আমি সংগ্রামের রছুল, আমি মুকাফ্ফী ও হাশির,— ইব্নেছঅদ। †

انا محمد واحمد وانا رسول الرحمة انا رسول الملحمة انا المقفى والحاشر ـ

(ঝ) কাযী ইয়াযের হাদীছ,

২০। কাযী ইয়ায তাঁহার অনুপম শিফা গ্রন্থে একটী ছনদহীন রেওয়ায়তে রছুলুল্লাহর (দঃ) দশটী নাম গণনা করিয়াছেন, যথা মোহাম্মদ, আহ্মদ, মাহী, হাশির, আকিব। রছুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন, আমি রহ্মতের রছুল, এবং স্বাচ্ছন্দের রছুল এবং সংগ্রামের রছুল। আমি মুকাফ্ফী, নবীগণের পশ্চাতে আগমন করিয়াছি এবং আমি কাইয়েম আর কাইয়েমের অর্থ হইতেছে সর্বগুণসম্পন্ন, নিখুঁৎ। ‡

انا رسول الرحمة و رسول الراحة و رسول الملاحم وانا المقفى قفيت النبيين و انا قيم والقيم الجامع الكامل ـ

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র নামাবলী সম্পর্কে মোট কুড়িটী হাদীছ উদ্ধৃত হইল। এই সকল হাদীছে উল্লিখিত রছুলুল্লাহর (দঃ) চারিটী নাম হাশির,— আকিব, মুকাফ্ফী ও খাতিম সম্বন্ধে সাহিত্যরথী এবং মুহাদ্দীছগণের প্রদত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা নিম্নে— আলোচনা করিব।

---

* শরহুছ ছুন্নহ, ১৯৮ পৃঃ।
† তাবাকাৎ (১) ১ম প্রং, ৬৫ পৃঃ।
‡ তারীখ-ইব্নে আছাকির (১) ২৭৪ পৃঃ।
¶ তারীখ (১) ২৭৪ পৃঃ।

* শিফা, ১৯৫ পৃঃ।
† তাবাকাৎ (১) ১ম প্রং, ৬৫ পৃঃ।
‡ শিফা, ১৯২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হাশির,— حاشر

(ক) আভিধানিক, ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিছ— ইবনুলআছির বলেন,— যাঁহার পিছনে এবং শুধু যাঁহার তরীকার, অন্যসমুদয় তরীকা ব্যতিরেকে— মানবগণ সমবেত হইবে, তিনি হাশের। *

الذى يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره -

(খ) কাযী ইয়ায বলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি "আমি হাশির," ইহার তাৎপর্য্য এইযে, আমার সময়ে এবং যুগে হশর হইবে। অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী নাই, যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন, খাতমুন্নবীঈন। †

اى على زمانى وعهدى' اى ليس بعدى نبى كما قال : وخاتم النبيين !

(গ) ইমাম নববী বলেন,— অর্থাৎ আমার পশ্চাতে ও আমার অব্যবহিতপরেই মানুষের হশর হইবে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, "আমি হাশের"—— একথার তাৎপর্য এইযে, আমার অনুসরণে, আমার নবুওত ও রিছালতের যমানায় হশর হইবে অর্থাৎ আমার পর নবী নাই। ‡

يحشر الناس على عقبى وعلى قدمى' قال العلماء معناه: يحشرون على اثرى وزمان نبوتى ورسالتى وليس بعدى نبى -

(ঘ) ইমাম ইবনুলকাইয়েম বলেন, হশরের অর্থ হইল সংযোগ ও সমাবেশ, অতএব— হাশেরের তাৎপর্য দাঁড়াইল— যাঁহার পশ্চাতে মানবগণকে সমবেত করা হইবে অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) যেন মানবগণের চরম সমাবেশের নিমিত্ত-স্বরূপ আগমন করিয়াছেন। ¶

واما الحاشر' فالحشر هوالضم والجمع' فهو الذى يحشر الناس على قدمه' فكانه بعث ليحشر الناس -

(ঙ) হাফিয ইব্‌নে হজর আছ্‌কলানী বলেন, অর্থাৎ আমার অনুসরণে। আমার কদমে——অব্যবহিত পরে হশর হওয়ার অর্থ— আমার যুগে হশর সংঘটিত হওয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ আমার যুগ হইতেই হশরের নিদর্শনসমূহ প্রকাশলাভ করিবে। এই উক্তি দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে— যে, তাঁহার পর আর কোন নবী এবং শরীঅৎ নাই। যেহেতু তাঁহার পর আর কোন নবী নাই, সুতরাং তাঁহার উম্মতের পর আর কোন নূতন উম্মতেরও অভ্যুদয় হইবেনা, তাই হশরকে তাঁহার সংগেই সম্পর্কিত করা হইয়াছে, কারণ তাঁহার পশ্চাতেই হশর সংঘটিত হইবে। *

اى على اثرى ويحتمل ان يكون المراد بالقدم الزمان' اى وقت قيامى على قدمى بظهور علامات الحشر' اشارة الى انه ليس بعده نبى ولا شريعة ...... فلما كان لا امة بعد امته لانه لانبى بعده نسب الحشر اليه لانه يقع عقبه

বুখারীর রেওয়ায়তে এই ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা সমর্থিত হয়। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, প্রলয়ের সংগে আমার আগমন ঘটিয়াছে। (পঞ্চম হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

وانا الحاشر بعثت مع الساعة -

(চ) আল্লামা শয়খ মোহাম্মদ তাহির পটনী তাঁহার হাদীছাভিধানে বলেন,— অর্থাৎ আমার অনুসরণে এবং আমার নবুওতের যুগে মানবগণকে সমবেত করা হইবে এবং আমার পর আর কোন নবী নাই। ‡

اى يحشرون على اثرى وزمان نبوتى وليس بعدى نبى -

আকিব,— عاقب

কোরআনের বহুস্থানেই আকেব— শেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছুরত-আরূমে বলা হইয়াছে,— তাহারা কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করেনাই? তাহারা দেখুক তাহাদের পূর্ববর্তীগণের শেষ পরিণতি কি হইয়াছে? (৯)।

اولم يسيروا فى الارض؟ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟

* নিহায়া (১) ২৬২ পৃঃ।
† শিফা; ১৯১ পৃঃ।
‡ শরহে মুছলিম (২) ২৬১ পৃঃ।
¶ যাদুলমআদ (১) ২৩ পৃঃ।

* ফত্‌হুল বারী (৬) ৪০৬ (মীরি)।
‡ মজ্‌মউল বিহার (১) ২৬৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আল্ আ'রাফে কথিত হইয়াছে, - والعاقبة للمتقين এবং শেষ পরিণাম (জয়) মুত্তকীদের জন্যই নির্দিষ্ট—(১২৮)।

ফিরোযাবাদী বলেন,— 'আল্‌আকব্' যাহা— পরম্পরাগত এবং — সন্তান। পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রকে অল্‌আকিব বলে। সন্তান এবং— প্রত্যেক বস্তুর শেষ আকিব। যে স্বীয়— প্রভুর স্থলাভিষিক্ত হয়, সে আকিব। যে সৎ-কার্যে পূর্ববর্তীর স্থলাভিষিক্ত হয় সে আকেব ও অকুব।*

العقب : الجرى بعد الجري والولد وولد الولد كالعقب - العاقبة : الولد وآخر كل شيء - العاقب الذى يخلف السيد - والذى يخلف من كان قبله فى الخير كالعقوب -

জওহরী বলেন,— প্রত্যেক বস্তুর শেষকে আকব ও আকিবৎ বলে। অমুক ব্যক্তির আকি-বৎ নাই, অর্থাৎ সে নিঃসন্তান। রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি— আমি আকিব অর্থাৎ আমি নবীগণের শেষ। এক-বস্তুর স্থলাভিষিক্ত— যাহা, তাহাআকিবৎ। ‡

عقب' عاقبة كل شيء : أخره وقولهم ليس لفلان عاقبة اى ولد - وقول النبى صلى الله عليه و سلم : انا العاقب يعني آخر الانبياء - وكل من خلف بعد شيء فهو عاقبة -

আরাবী ভাষায় বৃহত্তম শব্দকোষ 'লিছানুল— আরবে' আছে,— প্রত্যেক বস্তুর শেষ উহার অকিব, আক্‌ব, আকিবৎ, আকিব, উক্‌বৎ, উক্‌বা ও উক্‌বান। ইহাদের বহুবচন অওয়াকিব, উকুব ও উক্‌বান। আকিবৎ ও উক্‌বের মতই উক্‌বা ব্যবহৃত হয়। কোর্-আনে আছে— এবং সে উহার ولا يخاف عقباها উক্‌বাকে ভয় করেনা, ছঅলব বলেন, ইহার অর্থ হই-তেছে, সে তাহার কর্মের পারলৌকিক পরিণামের জন্য আল্লাহকে ভয় করেনা। উক্‌ব ও উকুব আকি-বাতের মতই! আল্লাহ্ - هو خير ثوابا وخير عقبا বলেন, উহা পুণ্যের দিক দিয়া উৎকৃষ্ট এবং পরিণামের (উক্‌বা) দিক দিয়াও উৎকৃষ্ট। কোন নারীকে তাহার প্রথম স্বামীরপর অন্যকেহ বিবাহ করিলে বলা হইবে,—আকাবা ফুলানুন আল্‌রহা অর্থাৎ সে উক্ত নারীর অন্যান্য স্বামীগণের আকিব—শেষ। পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র প্রভৃতিকে আকিব, আক্‌ব ও আকিবৎ বলা হয়, এইরূপ যেবস্তু অন্যের পরবর্তী, সে তাহার আকিব ও আকিবৎ। আল্‌আকিবের অর্থ : শেষ, হাদীছে বলা হইয়াছে—— আমি আকিব, অর্থাৎ : রছুলগণের শেষ। আবু উবায়দ বলেন, আকিবের অর্থ নবী-গণের শেষ। মুহাক্‌কম নামক অভিধানগ্রন্থে আকিবের অর্থ করা হইয়াছে,— রছুলগণের শেষ। ¶

والعاقب الآخر - وفى الحديث : انا العاقب اى آخر الرسل - قال ابو عبيد : العاقب آخر الانبياء - وفى المحكم : آخر الرسل -

ইব্‌নেজরীর ও বাগাভী ইমাম যুহ্‌রীর উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন। মা'অমর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা— করেন, আকিব — কাহাকে বলে? তিনি বলিলেন, যাহার — পর কোন নবী নাই। †

عن معمر قلت للزهرى : ما العاقب ؟ قال : الذى ليس بعده نبى !

ইয়াযীদ বিনে হারূন বলেন,— আমি ছুফ্‌য়ান ছওরীকে জিজ্ঞাসা— করিলাম, আকিবের অর্থ কি? তিনি বলি-লেন, নবীগণের — শেষ। ‡

قال يزيد بن هارون : سألت سفيان : ما العاقب ؟ قال : آخر الانبياء -

ইবনুল আছীর বলেন,— আল্‌আকিব রছুলুল্লাহর (দঃ) অন্য-তম নাম। উহার অর্থ নবীগণের শেষ।¶

وفي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب' هو آخر الانبياء !

---

* কামূছ (১) ১০৬ পৃঃ।

‡ ছিহাহ (১) ৮৩ পৃঃ।

* লিছানুল আরব (২) ১০৪ পৃঃ।

† তারীখে তাবারী (৩) ১৮৫ পৃঃ; শরহুছ্ ছুন্নহ,— ১৯৮ পৃঃ।

‡ তারীখে তাবারী (৩) ১৮৫ পৃঃ।

¶ নিহায়া (৩) ১৩৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবনুল আরাবী বলেন, প্রত্যেক সৎকার্যে যে তাহার পূর্ববর্তীর স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহাকে আকিব ও অকুব বলা হইয়া থাকে।

العاقب والعقوب الذي يخلف في الخير من كان قبله –

ইমাম নববী বলেন, — হাদীছে আকিবের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, তাঁহার পর কোন নবী নাই অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) নবীগণের শেষে আগমন করিয়াছেন। *

اما العاقب فقسره فى الحديث بانه ليس بعده نبى اى جاء عقبهم !

কাযী ইয়ায বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) অন্য সমুদয় নবীর পরবর্তী বলিয়াই তাঁহাকে আকিব বলা হইয়াছে। ছহীহ মুছলিমে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে,— আমি আকিব, কারণ আমার পর নবী নাই। ✝

وسمى عاقبا لانه عقب غيره من الانبياء وفى الصحيح : انا العاقب الذى ليس بعدى نبى

হাফিয ইবনুলকাইয়্যেম বলেন,— যিনি নবীগণের শেষে আগমন করিয়াছেন তিনি— আকিব, অতএব — তাঁহার পর কোন নবী নাই। কারণ আকিবের অর্থ শেষ, উহা খাতিমের স্থলে ব্যবহৃত হয়। তাই মোটামুটি ভাবে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আকিব বলা হইয়াছে, অর্থাৎ নবীগণের পশ্চাদ্বর্তী, তিনি তাঁহাদের সকলের পশ্চাতে আগমন করিয়াছেন। ‡

والعاقب الذى جاء عقب الانبياء' فليس بعده نبى – فان العاقب هو الاخر' فهو بمنزلة الخاتم' ولهذا سمى العاقب على الاطلاق' اى عقب الانبياء' جاء بعقبهم –

শয়খ মোহাম্মদ তাহের পট্টনী বলেন,— আকিব রছুলুল্লাহর (দঃ)— অন্যতম নাম, উহার অর্থ নবীগণের শেষ। ¶

وفى اسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب – وهو آخر الانبياء –

উছতাযুল হিন্দ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ— দেহলভী বলেন,— আকিবের অর্থ নবীগণের শেষ, অর্থাৎ তাঁহার পর আর কোন নবী— নাই। *

ومعنى العاقب انه آخر الانبياء ليس بعده نبى –

মুকাফ্ফী; — مقفى

মুকাফ্ফী কফ্ওন ও কফুওওন ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। কোরআনে ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে। হয্রত নূহ ও হয্রত ইব্রাহীম এবং তাঁহাদের বংশধরগণের আলোচনার পর আল্লাহ বলেন,— অতঃপর আমরা তাঁহাদের— অনুসরণ পথে আমাদের রছুলদিগকে পশ্চাদ্ধাবিত করিয়াছি এবং— আমরা মরইয়মের পুত্র ঈছাকে পশ্চাদ্ধাবিত করিয়াছি,— আল্‌হদীদ, ২৭। এই আয়ত সূত্রে পশ্চাদানুসারীকে মুকাফ্ফী বলা হইবে।

وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم -

ফিরোযাবাদী বলেন,— কফওতো, তাকাফ্‌ফয়তো ও অকৃতফয়তো শব্দগুলির অর্থ অভিন্ন। — অর্থাৎ তাহার অনুসরণ করিয়াছি। — কোন কার্যে কাহারো অনুকরণ করিলে বলা হইবে, অকৃতফয়তুহু। কবিতার শেষ চরণকে কাফীয়া বলা হয়। ✝

وقفوته قفوا وقفوا تبعته كتقفيته واقتفيته .. وفلانا بامر اثرته به كاقتفيته' والقافية آخر كلمة فى البيت –

ইব্‌নুল আ'রাবী বলেন,— যিনি নবীগণের— অনুসরণ করেন তিনি মুকাফ্ফী। কফয়তোহু ও কফ্ফয়তোহু এর অর্থ যখন আমি তাহার পশ্চাদানুসরণ করিলাম। প্রত্যেক বস্তুর শেষকে কাফীয়া বলে। ‡ ইব্‌নুল আ'রাবী আরও বলিয়াছেন,— আমি কাহারো পশ্চাদ্ধাবন বা পদাংকানু-

هو المتبع للانبياء – يقال قفوته وقفيته اذا اتبعته' و قافية كل شئ آخره –

يقال قفوت فلانا اتبعت اثره –

* শরহে মুছ্লিম (২) ২৬১ পৃঃ।

✝ শিফা, ১৯১ পৃঃ।

‡ যাদুল মাআদ (১) ২৩ পৃঃ।

¶ মজ্মাউল বিহার (২) ৪০৪ পৃঃ।

* মুছাওওয়া শরহে মুওয়াত্তা (২) ২৪৭ পৃঃ।

✝ কামুছ (৪) ৩৭৯ পৃঃ।

‡ শরহে-মুছ্লিম, নববী (২) ২৬১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সরণ করিলে বলিব,—কফ্ফওতো ফুলানান।

নওয়াদিরুল ইরাবে কথিত হইয়াছে কফা — আছারাহু বাক্যের— قفا اثره اى تبعه অর্থ হইল তাহার অনুসরণ করিল। অনুরূপ অর্থ আবুবক্র, আবু উবায়দ প্রভৃতিও বলিয়াছেন। ইম্রাউল কয়েছ বলেন,—

وقفى على آثار هن بحاصب —

অর্থাৎ নারীদের পশ্চাদানুসরণ কর। *

ইব্নুল আছীর বলেন,—রছুলুল্লাহর (দঃ) অন্যতম নাম মুকাফ্ফী, যিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অতীতকালে কফ্ফা, ভবিষ্যৎকালে য়োকাফ্ফী।— অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) নবীগণের শেষ এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী। يعنى انه آخر الانبياء والمتبع لهم فاذا قفى فلا نبى بعده — যখন তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন, তখন তাঁহার পর আর কোন নবী নাই। শিম্রও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তফছীর খাযিন, মজ্মউল বিহার এবং মজ্মউয্যওয়ায়েদের টীকা ও বাগাভীর শর্হুছ্ছুন্নহ নামক হাদীছ গ্রন্থে মুকাফ্ফীর অনুরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। †

কাযী ইয়ায ও শিম্র বলিয়াছেন, মুকাফ্ফীর অর্থ আকিবের — অর্থের ন্যায়। ¶ ومعنى المقفى معنى العاقب —

ইব্নুল কাইয়েম বলেন, যিনি পূর্ববর্তীগণের চিহ্ন অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি মুকাফ্ফী। রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আল্লাহ পূর্ববর্তী নবীগণের— পথের অনুসরণ করাইয়াছিলেন। এই শব্দ কফ্ওওন হইতে— ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত, কাহারো পশ্চাদ্বর্তী হইলে কফ্ফাহো ইয়াকফ্ফুহু বলা হইবে। ইহা- হইতে মস্তকের পার্শ্বদেশকে 'কাফীয়াতুর রা'ছ এবং কবিতার শেষ- চরণকে 'কাফীয়াতুল বয়েত' বলাহয়। যিনি তাঁহার পূর্ববর্তী রছুলগণের সর্বপশ্চাৎ তিনি মুকাফ্ফী,—অতএব তিনি তাঁহাদের সমাপ্তকারী ও শেষ। *

واما المقفى وهو الذى قفى على آثار من تقدمه فقفى الله به على آثار من سبقه من الرسل — وهذه اللفظة مشتقة من القفو - يقال : قفاه يقفوه اذا تأخر عنه ومنه قافية الراس وقافية البيت — فالمقفى الذى قفى من قبله من الرسل' فكان خاتمهم وآخرهم —

খাতিম ও হাতিম, خاتم وحاتم

খাতিমের ব্যাখ্যা কোর্আনী দলীলের আলোচনা প্রসংগে যেরূপ বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে, তারপর উহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। আরাবী সাহিত্য ও অভিধানের সাহায্যে এবং স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমাপ্তকারী বা শেষ এবং অনুরূপ অর্থবোধক তাৎপর্য ছাড়া খাতিমের অন্যকোন ব্যাখ্যানাই। যাহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অন্যকোন অর্থ শুনাইতে চায় তাহারা আরাবী ভাষা ও ইছ্লামী সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এস্থলে কাঅ্বুল আহ্বারের হাদীছে উল্লিখিত রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র নামাবলীর অন্তর্গত খাতিম ও হাতিমের অর্থ সম্পর্কে মাত্র দুইটী উক্তি উদ্ধৃত করিব।

কাযী ইয়ায স্বনামধন্য সাহিত্যিক ছঅ্লবের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন,— যিনি নবীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি খাতিম আর যিনি সৌন্দর্যে ও গুণে সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি হাতিম। † শয়খ মোহাম্মদ তাহের পট্টনী তাঁহার হাদীছাভিধানে লিখিয়াছেন,—খাতম ও খাতিম রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র নামাবলীর অন্তর্গত। ফত্হাযুক্ত খাতম— বিশেষ্যপদ অর্থাৎ নবীগণেরশেষ আর কছ্রাযুক্ত খাতিম কর্তৃবাচক অর্থাৎ নবীগণের সমাপ্তকারী। ¶

فالخاتم الذى ختم الانبياء والحاتم احسن الانبياء خلقا وخلقا —

والخاتم والخاتم من اسماءه صلى الله عليه وسلم بالفتح : اسم اى آخرهم' وبالكسر اسم فاعل —

রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র নাম সমূহের মধ্যে— চারিটী নাম হাশির, আকিব, মুকাফ্ফী ও খাতিম নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) শেষ নবী হইবার যে নিদর্শন তাহা প্রমাণিত হইল। রছুলুল্লাহর (দঃ) উপরিউক্ত নামগুলি কুড়িটী হাদীছ হইতে— চয়ন করা হইয়াছে। খত্মে নবুওত সম্বন্ধে আমাদের প্রতিশ্রুত অবশিষ্ট হাদীছগুলি ক্রমান্বয়ে ইন্শাআল্লাহ প্রকাশলাভ করিবে।

---

* লিছান (২০) ৫৫ পৃঃ।

† লিছানুলআরব (২০) ৫৬ পৃঃ ; শর্হুছ্ছুন্নহ, ১৯৮ পৃঃ। নিহায়া (৩) ৩০২, তফ্ছীরখাযিন (৩) ৪৯৫ ; মজ্মউয্ যওয়ায়েদ (৮) ২৮৪ ; মজ্মউল বিহার (৩) ১৬৪ পৃঃ।

¶ শিফা ১৯২ পৃঃ।

* যাদুল মাআদ (১) ২৩ পৃঃ।

† শিফা, ১৯৫ পৃঃ।

¶ মজ্মউল বিহার (১) ৩৩০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ادارية

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

মুছ্‌লীম লীগ,

পাকিস্তান স্থাপনার মূলে মুছ্‌লিম লীগের শক্তিশালী সংগঠন এবং কঠোর সাধনার কথা ঐতিহাসিক আলোচনার অন্তরগত, সুতরাং উহা অস্বীকার করা আর সূর্যের আলোককে অস্বীকার করা সমান। ইছ্‌লামী আদর্শের নগণ্যতম মুবাল্লিগরূপে আমরা রাজনৈতিক দলাদলি ও গোঠবন্দী, যাহা বর্তমান বাযারে সক্রিয় রাজনীতি নামে সুপরিচিত, তাহার সহিত একান্তভাবে নির্লিপ্ত থাকিয়াও একথা অকুণ্ঠভাবে—স্বীকার করি যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বর্তমান ও ভাবী নাগরিকবৃন্দ মুছ্‌লিম লীগের এই ঐতিহাসিক কীর্তির কথা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিবে।

দুইটী প্রশ্ন,

কিন্তু পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পর বিশেষতঃ ইদানীং মুছ্‌লিম লীগ সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে দুইটী প্রশ্ন সৃষ্টি হইয়াছে,

প্রথম প্রশ্ন এইযে, পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পর লীগের প্রয়োজন আছে কি না?

দ্বিতীয়, এযাবৎ যাঁহারা লীগের নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন এবং অতীত কর্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ বর্তমানে জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, অদূর ভবিষ্যতেও কি তাঁহারাই লীগ তরণীর কর্ণধার হইয়া থাকিবেন?

লীগের আবশ্যকতা,

প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় প্রশ্নটী প্রথম প্রশ্নেরই একটী শাখা, কারণ এই প্রশ্ন যাঁহারা তুলিয়াছেন, তাঁহারা নীতিগতভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, পাকিস্তান অর্জিত হইবার পরও মুছ্‌লিম লীগের—প্রয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু কেন যে প্রয়োজন রহিয়াছে, এই সন্ধিক্ষণেও তাঁহারা সেকথা সুস্পষ্টভাবে বলিতে পারিতেছেননা।

একদল লীগের প্রয়োজন আদৌ স্বীকার করেননা, তাঁহাদের বক্তব্যের সারাংশ এইযে, মুছ্‌লিম লীগের আন্দোলন পাকিস্তানের দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য— তথা পাকিস্তান লাভকরার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি—করা হইয়াছিল। লীগের সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সুতরাং তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজনও অতঃপর—ফুরাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পাকিস্তানকে তিষ্ঠাইয়া রাখা এবং যে—আদর্শের রঙীন স্বপ্নে বিভোর হইয়া পূর্বপাক-যুগীয় আসমুদ্র হিমাচলের সমুদয় মুছলমান আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে পাকিস্তান লাভকরার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং যে দুর্বার আকাংখার অপরাধে কোটি কোটি মুছলমানকে মানবেতিহাসের অবিশ্রুত শোক, দুঃখ ও লাঞ্ছনা বরণ করিতে হইয়াছিল, সেই পরম বাঞ্ছিত আদর্শকে বাস্তবতার রূপ দানকরার কার্য পাকিস্তান লাভ করার তুলনায় অধিকতর দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সংহতি, সংকল্প, আত্মবিশ্বাস ও কর্মসাধনার প্রয়োজন পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পর পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর ভাবেই বর্তমান রহিয়াছে। অতএব পাকিস্তানে মুছলমানদের একটী শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় গণ-প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব,

কিন্তু যে সকল সেনানী ও সেনাপতি পাকিস্তান লাভের যুদ্ধে বীরত্ব ও কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি আদর্শের সংরক্ষণ—এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কার্যে তাঁহাদের যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও কর্মকুশলতা উত্তর-পাক যুগের বিগত চারি বৎসর কালের ভিতর প্রমাণিত করিতে না পারিয়া—থাকেন, তাহা হইলেও কি শুধু তাঁহাদের যুদ্ধক্ষেত্রের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতীত বাহাদুরীকে স্মরণ করিয়া অনন্তকালের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের চার্টার তাঁহাদিগকেই সমর্পণ করিতে হইবে?

গণ প্রতিষ্ঠানের মাপকাঠি,

যে প্রতিষ্ঠান জনগণের আকাংখার প্রতীক,—তাহার পক্ষে সরকারী আওতার অধীনস্থ থাকা সম্ভবপর নয়। সরকার যতই জনপ্রিয় অথবা পরাক্রান্ত হউক না কেন, স্বাধীন দেশে উহা জনগণের সেবক মাত্র। উহার পরিগৃহীত নীতি এবং সমুদয় কার্যকলাপ কিছুতেই সকল সময়ের জন্য সমর্থনযোগ্য হইতে—পারে না। গণপ্রতিষ্ঠান জনপ্রিয় সরকারের ন্যায়-সংগত কার্যাবলীর যে রূপ সমর্থন করিবে, তেমনি উহার দোষত্রুটীগুলিরও তাহাকে কঠোর প্রতিবাদ করিতে এবং দৃঢ়হস্তে সেগুলির সংশোধনকল্পে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু পাকিস্তান লাভ করার পর হইতে আজ পর্যন্ত মুছ্লিম লীগ শাসনকর্তাগণের পকেটরুমাল হইয়া থাকাকেই গৌরবজনক মনে—করিয়া আসিতেছেন, সরকারের সমালোচনা ও সংশোধন দূরে থাক, চক্ষুকর্ণ বন্ধ করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে উহার সমর্থন করিয়া যাওয়াকেই একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

পাক-সরকারের স্বরূপ ও মুছলিম লীগের অযোগ্যতা,

স্বাধীনতা লাভ করার পর আজ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীরা ইংরেজ আমলের অভিশপ্ত আম্লাতান্ত্রিক রুচি ও আচরণের কিছুমাত্র পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন নাই। পাকিস্তানের সর্বসাধারণ যে বাস্তবিক স্বাধীন দেশের নাগরিক, তাহার কোনই নিদর্শন—নাই। শাসন সৌকর্যের ভংগিমা পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যে, পাকিস্তান যেন মুষ্টিমেয় নেতা ও উচ্চ সরকারী-কর্মচারীদের খুশ-খিয়াল ও সুখ সুবিধা—চরিতার্থ করার জন্যই গঠিত হইয়াছে। মুখে ইছলামী রাষ্ট্রের জয়ঢাক পিটিতে থাকিলেও আজ পর্যন্ত সত্যিকারের ইছ্লামী আদর্শ ও আচারের পুনরুজ্জীবন সাধনকল্পে পাক-সরকার এক পাও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইহার জন্য রাষ্ট্রের শৈশবত্ব আভ্যন্তরীণ মতভেদ, বৈদেশিক অশান্তি, আন্তর্জাতিক—অসুবিধা ও অর্থসংকট প্রভৃতি সহস্র প্রকার উযর ও বাহানার অন্ত নাই, কিন্তু অনৈছ্লামিক রুচি ও আচরণের প্রসার এবং স্বেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠাকল্পে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠির অসুবিধা ও অনবসরের পরিবর্তে উৎসাহ ও উদ্যম অফুরন্ত, সরকারী কোষাগারের অর্থ পর্যাপ্ত! তাঁহাদের আওতায় নাস্তিকতা ও কম্যুনিয্ম পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পরিপুষ্টিলাভ করিতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার যে সকল পাপ ও অভিশাপ গোলামীর আমলেও মুছলমানদের—জাতীয় জীবনকে কলংকিত ও দুর্গন্ধময় করিতে পারে নাই, ইংরাজী দাসত্বের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করার পর বিগত চারি বৎসর কালের মধ্যে সেগুলির প্রকোপ পাকিস্তানের মুছলমানদের জাতীয় জীবনকে দুর্বিষহ ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইংরাজ তাহার বিজাতীয় ও বৈদেশিক শাসনে যেসকল—সামাজিক ও তমদ্দনীক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে—সাহসী হয় নাই, ইছ্লামী রাষ্ট্রের মুছ্লিম শাসকরা পরম যোগ্যতার সহিত সেগুলির গোড়া কাটিতে—আরম্ভ করিয়াছেন। পাকিস্তানী 'মেম ছাব'দের সংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। সুরাপান, ব্যভিচার, উৎকোচ ও অনাচার, নাচগান ও বিলাসিতা, অপব্যয়, অব্যবস্থা ও বিশৃংখলা, শিরক ও বিদ্আত, পাকিস্তানের বিশিষ্টতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই দরিদ্র দেশের জনমণ্ডলীর অভাব ও অপমান—এবং বাস্তুহারাদের দুর্দশার প্রতিকার পাক-সরকার আজ পর্যন্ত করিতে পারিলেন না। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিশেষতঃ দীনী শিক্ষার চরম অবনতি ঘটিয়াছে। শিক্ষাবিভাগের কোন কোন কর্মচারীর গোঁড়ামী ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ফলে অনুন্নত সমাজ ও অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যে বৈদেশিক প্রভাব ক্রমবর্দ্ধমান এবং চাকুরী বাকুরীতে উহা অবিচল হইয়া আছে। স্বাধীনতার বুলি আওড়াইলেও রাজনৈতিক দিক দিয়া পাকিস্তান অ্যাংলো-আমেরিকান ব্লকের পুচ্ছগ্রাহী মাত্র, অর্থনীতির দিক দিয়া গ্রেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্রিটেনের অনুগ্রাহাধীন। আযাদ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের দাবীদার মন্ত্রীরা আজও ইংলণ্ডের রাজার মন্ত্রী! উহার শাসক গোষ্ঠি ব্রিটিশ আমলের নওয়াবযাদাগিরী, নাইটহুড, খান বাহাদুরী ও শমছুল—উলামাগিরীর আহ্লাদে আটখানা! হিয্ হাইনেস ও হিয এক্সেলেন্সীর গৌরবে স্পর্দ্ধিত! পাকিস্তানের কর্মচারীদিগকে এখনও ইংলণ্ডের রাজা নব বর্ষের উপাধি বিতরণ করিয়া থাকেন। বৈদেশিক নীতির দিক দিয়াও পাকিস্তান দেউলিয়া সাজিতে বসিয়াছে। মুছ্লিম লীগ পাকিস্তান সরকারের উল্লিখিত নীতি ও আচরণসমূহের পরিবর্তন সাধনের কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত করেন নাই, করিতে পারেন নাই।

দলাদলীর তোড়জোড়,

মুছ্লিম লীগের অযোগ্যতা ও নিশ্চেষ্টাকে ওজুহাত করিয়া সমগ্র পাকিস্তানে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। এই বিক্ষোভে ইন্ধন যোগাইয়া নিতানূতন নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিতেছে। আমরা—জনমণ্ডলীর অসন্তোষকে বৈধ ও সংগত বলিয়া মনে করিলেও এই রকমারি প্রতিষ্ঠানের খেলা ও বহুরূপী নেতৃত্বের ভেল্কীবাজীকে আদৌ সমর্থন করিনা।—আমরা পাক-সরকারের এবং মুছ্লিম লীগের অপ্রিয় সমালোচক হইলেও প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান লীগ এবং সরকারের বিপক্ষ দলের অন্তরভুক্ত নই। আমরা অভিনব নেতৃত্ব ও মেকী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরোধী, কারণ নেতৃত্বের স্বরূপ এবং কর্মপন্থার ধারা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত শুধু ব্যক্তিত্বের এবং প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন দ্বারা সত্যিকার মংগল সাধিত হইবে, একথা আমরা বিশ্বাস করিনা। আজ যাঁহারা মুছ্লিমলীগের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া বাজীমাৎ করিতে চাহিতেছেন এবং নূতন নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানের ধূয়া ধরিয়া গগন পবন বিদীর্ণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই লীগেরই নামকাটা সিপাই ও মন্ত্রী! চরিত্র দোষে বা গ্রহবৈগুণ্যে প্রাধান্য ও ভোগের বখ্রা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ উৎকোচ ও অসৎ জীবিকার অভিযোগেও অভিযুক্ত—রহিয়াছেন। নূতন নূতন উম্মিদ্ওয়ারের দল তাঁহাদের চরিত্র ও আচরণে বর্ত্তমান দল অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠতর, তাহা প্রমাণিত হয়নাই। ইছ্লামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং তাহা কার্যকরী করার সংকল্প ও—যোগ্যতা যে তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে, সংগে সংগে কূটনৈতিক কুশগ্রতা ও ত্যাগ তিতিক্ষার গুণ হইতে যে তাঁহারা বঞ্চিত নহেন, সেসমস্তের নিদর্শনও পাওয়া যায়নাই। সুতরাং সুবিধাবাদী বাক্সর্বস্ব প্রাধান্য—পিয়াসীদের খপ্পরে পড়িয়া সরলচেতা জনমণ্ডলী যদি তাঁহাদিগকে সিংহাসনারূঢ় হইবার সুযোগ করিয়া দেন, তাহাতে ইছ্লামের এবং রাষ্ট্রের কণামাত্র উপকার সাধিত হইবেনা, বরং উহা পাকিস্তানের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে।

দলাদলীর বিষময় ফল,

নেতৃত্বের দলাদলীর দিকে পাকিস্তানের শত্রুরা কেমন দাঁতলাগাইয়া বসিয়া আছে, দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক প্রতাপের মন্তব্য পাঠ করিলেই তাহা বুঝা-যায়। মহাশয় কৃষ্ণ হিন্দুমহাসভার সাম্প্রতিক পুণা—অধিবেশনের সমালোচনা প্রসংগে লিখিয়াছেন,—

"ভারতকে কেমন করিয়া পুনরায় অখণ্ড করা যাইতে পারে? হিন্দু মহাসভা সংগ্রাম করিয়া পাকিস্তান জয় করিতে চায়। এই নীতির অনুসরণ করিতে হইলে ফওজী আক্রমণের পরিবর্তে দুইদিক দিয়া—পাকিস্তানে কূটনৈতিক আক্রমণ চালাইতে হইবে। উহার উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণপূর্ব সীমান্তের পথে এই সংগ্রাম শুরুকরা যাইতেপারে। পাকিস্তানের এই দুই অংশ তাহার পক্ষে শিরঃপীড়ার কারণ হইয়াছে—সীমান্তে পাঠানরা স্বাধীনতার দাবী করিতেছে আর পূর্ববাংলার অধিবাসীরা দেশরক্ষার কার্য ছাড়া অন্য সমুদয় বিষয়ে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার চাহিতেছে। পণ্ডিত নেহরুর পরিবর্তে ডাঃ খারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলে উল্লিখিত প্রদেশ দুইটীর সম্মুখে তিনি প্রভিন্শিয়াল অটনমি—প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের শর্ত পেশ করিতে পারিতেন; পাঞ্জাব দখল না করা পর্যন্ত সীমান্ত প্রদেশকে সংযুক্ত করা সম্ভবপর নয় কিন্তু পাকিস্তানের জন্য স্থায়ী শিরঃপীড়া সৃষ্টি করা সহজ! পূর্ব বাংলাকে খুব সহজেই মিলাইয়া লওয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যায়, তথায় এমন অনেক লোক আছে যাহারা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করিয়া স্বাধীনতা—ঘোষণা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে! কিছুদিন পূর্বে পূর্ব বাংলায় এই আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল কিন্তু পাকিস্তানের সরকারী অফিসররা বিবাদ বাধাইয়া মুছলমানদিগকে নূতন করিয়া হিন্দুদের প্রতি—বিদ্বিষ্ট করিয়া তোলে। স্বয়ং পাকিস্তানের ভিতরেই বিধ্বস্তির উপকরণ রহিয়াছে, পশ্চিম পাকিস্তানের কোন বস্তুই পূর্ব পাকিস্তানের সংগে মিল খায় না। পূর্ববাংলা তাহার অবস্থায় অসন্তুষ্ট, সে জানে যে, পাকিস্তান সরকার ২ হাজার মাইলের ব্যবধানে—রহিয়াছে, সে তাহার বিপদের কাণ্ডারী হইতে—পারেনা। পাটের প্রশ্ন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা—দিয়াছে এবং পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতার আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সিন্ধু ও সীমান্ত পাঞ্জাবকে ভয় করিতেছে, পাঞ্জাবীরা সমস্ত পাকিস্তানকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।"

আমরা যতদূর জানি, পাকিস্তানের কোন প্রদেশ কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না এবং পূর্ব ও—পশ্চিম বাংলার ঐক্য ও বিদ্রোহ ঘোষণা করার কথা পাগলের দুঃস্বপ্ন মাত্র! পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে কোন বস্তুর মিল না থাকিলেও একমাত্র ইছ্লাম তাহাদিগকে একত্রিত এবং উভয় অঞ্চলের দুই সহস্র মাইলের ব্যবধানকে সংকুচিত করিয়া দিয়াছে। মহাশয় কৃষ্ণের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা কঠিন হইতে পারে কিন্তু পাকিস্তানীদের ইহা মর্মকথা। সকল মুছলমানের বিশেষ করিয়া মুছ্লিম লীগের তাহা মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সমুদয় দলাদলি পরিহার করিয়া সকলের এই ইছ্লামি মর্মকেন্দ্রে সমবেত হওয়া আবশ্যক। আর মুছ্লিম—লীগের পক্ষে পাকিস্তানে ইছলামের বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা এবং উহার আদর্শের রূপায়ণ একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। ইহা দ্বারাই সকল সংকটের অবসান এবং সমুদয় সমস্যার সমাধান হইবে। লীগ আমাদের আবেদনে কর্ণপাত না করিলে এবং তাহার পুরাতন নীতি ও কার্যপদ্ধতীর আমূল পরিবর্তন না ঘটিলে তাহার এবং সংগে সংগে জাতির সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

রাষ্ট্র ভাষা,

বাংলা ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া পূর্ব-পাকিস্তান মুছ্লিম লীগ তাহার এক সাম্প্রতিক অধিবেশনে আরাবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার সম্মান দান করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভংগ করার এই প্রচেষ্টা অতুলনীয়। ইতোপূর্বে আরাবী অক্ষরে বাংলা লিখনপদ্ধতীর—সাহায্যে বাংলার মস্তক মুণ্ডিত করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, এইবারে আরাবীকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবদ্বারা আছল হিন্দী অর্থাৎ পাক-ভারতীয়—মুছলমানদের নিজস্ব উর্দু ভাষাকে নির্বাসিত করার ষড়যন্ত্র করা হইল। উৎকট উর্দু বিদ্বেষ ছাড়া এই প্রস্তাবের মূলে অন্য কোন মনোভাব থাকিতে পারেনা। যাহারা উর্দু ভাষাকে বৈদেশিক ভাষা মনে করে, তাহারাই উহাকে আরাবীর সমশ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করিতে পারে। আর এই বিবেচনাকে ভিত্তি করিয়া আরাবীর ধর্মীয় গুরুত্বকে বাড়াইয়া উর্দুর পরিবর্তে আরাবীকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রতিপাদনের এই পটভূমিকা আগাগোড়াই বিসদৃশ্য। সত্য বটে আরাবী কোর্আনের ভাষা, উহা আমাদের—রছুলের (দঃ) মাতৃভাষা, কিন্তু কোর্আনের ধর্ম এবং তাহার নবী (দঃ) শুধু আরাবী নহেন, তাঁহারা আন্তর্জাতিক সম্পদ। মুছলমান হওয়ার অপরাধে পাকিস্তানীদিগকে আরব বনিয়া যাইতে হইবে, ইহা ইছ্লামের পক্ষে এবং তাহার বাহক নবীর পক্ষে কলংকের কথা! এ প্রচেষ্টা কৃত্রিম ও অচল; ইহা রাষ্ট্রের জন্য মৃত্যুবাণ! পাকিস্তানে পাকিস্তানেরই—কোন এক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার আসন দিতে হইবে, ইহাই স্বাভাবিক ও সচল। পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশ্তু, এবং বিলোচী কোন প্রাদেশিক ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারেনা, বাংলাকেও নয়,—বাংলা ভাষা অধিক সংখ্যক পাকিস্তানীর ভাষা বলিয়াই উহা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদালাভ করিতে পারেনা, কারণ

www.ahlehadeethbd.org

মোটের উপর উহা প্রাদেশিক ভাষা এবং ইছলামের সাহিত্যিক, তমদ্দনীক ও ধর্মীয় সম্পদের দিকদিয়া উহা উর্দুর ন্যায় সম্পদশালী ও বলিষ্ঠ নয়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইক্‌বাল ও নযরুল! তারপর উর্দুকে বিদেশী এমনকি অবাংগালী মনে করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। উর্দু কোন প্রদেশের নিজস্ব ভাষা নয়, উহার জন্ম ঘটিয়াছিল মুগলদের আমলে বিভিন্ন দেশের—সৈন্যদলের ব্যারেকে। সৈন্যদলের ব্যারেককেই উর্দু বলা হয়, স্বয়ং এই শব্দটা তুর্কী। ইহার পরিপুষ্টিতে—সিন্ধু ও করাচীর তুলনায় বাংলা এবং ঢাকা, কলিকাতা এবং মুর্শিদাবাদের দান অনেক বেশী। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম উর্দু টাইপ প্রেস বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, সর্বপ্রথম উর্দু সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলার মুর্শিদাবাদের কবি অযোধ্যার দরবারে রাজকবি ছিলেন। উর্দুর সংগে এ বিদ্বেষ কেন? পাকিস্তানের শত্রুদলের হাতের পুতুল হওয়ার কি লাভ? তারপর নাহয় ধর্মের ভয় দেখাইয়া পাকিস্তানের মুছলমানদিগকে রাষ্ট্রভাষারূপে আরাবীকেই গ্রহণ করান হইল কিন্তু হিন্দু ও খৃষ্টানদিগকে কি বলিয়া বাধ্য করা হইবে? তাহাদের নিকট হইতে কি হিন্দুস্তানের মুছলমানদের প্রতি অনুষ্ঠিত ভাষাবুল্‌মের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে? যদি কেহ বলে যে, উর্দু হিন্দুর ভাষা নয় তাহাকে আমরা উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ—করিতে অনুরোধ করিব।

করাচীর উলামা সম্মেলন—

জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন দলের প্রায় ৩৫ জন—আলেম করাচীতে সমবেত হইয়া ইছলামী রাজ্যশাসনের ২২টী মূলনীতি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন চিন্তাধারার মুছলিম উলামার—পক্ষে শাসন সংবিধানের কোন সর্বসম্মত মূলনীতি রচনা করা যে সম্ভবপর নয়, এই দাবীর অসত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্যই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যে সকল আলেমের নাম পূর্বপাকিস্তানে সুপরিচিত, তন্মধ্যে মওলানা ছৈয়েদ ছুলায়মান নদ্‌ভী, তা'লীমাতে ইছলামীয়া বোর্ডের চারিজন সদস্য যথা মওলানা মোহাম্মদ শফী, মওলানা মোহাম্মদ জা'ফর মুজ্‌তাহিদ (শিয়া), মওলানা হাফিয কিফায়ত হোছেন মুজ্‌তাহিদ (শিয়া), মওলানা যফর আহ্‌মদ আন্‌ছারী, মওলানা মোহাম্মদ আত্‌হর, জম্‌ঈয়তে উলামায়ে পাকিস্তানের পক্ষ হইতে সভাপতি মওলানা আবদুল হামেদ বদায়ুনী, মওলানা মুফ্‌তী মোহাম্মদ হাছান অমৃতসরী, পূর্বপাকিস্তান উলামায়ে ইছলামের পক্ষ হইতে মওলানা আত্‌হর আলী; মওলানা শম্‌ছুল হক, শর্‌শীনার পীর ছাহেব, মওলানা রাগেব আহ্‌ছান, জামাআতে ইছ্‌লামীর পক্ষ হইতে উক্ত দলের আমীর মওলানা আবুল আ'লা মওদুদী ছাহেবান উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে—আহ্‌লেহাদীছের সভাপতি মাওলানা দাউদ গযনভীও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি স্বরূপ উহাতে যোগ দিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা অবগত নই। পূর্ব পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের পক্ষ হইতে এই সম্মেলনে কেহই যোগ দেন নাই এবং যে তালিকা সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব পাক জামাআতে আহ্‌লেহাদীছের কোন উল্লেখ বা অনুল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম আমরা দেখিতে পাই নাই। মূলনীতির যে ধারাগুলি কাগজে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মোটামুটি ভাবে ওগুলির মধ্যে আপত্তিজনক বিশেষ কিছু নাই, উল্লিখিত—ধারাগুলির অধিকাংশ কয়েক মাস পূর্বেই সামান্য—শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সভায় পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং সেগুলির অনুলিপি প্রধান মন্ত্রী, গণপরিষদের সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক লীগের সভাপতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বার্ষিক তর্জুমানুল—হাদীছের তৃতীয় সংখ্যায় উহার নকল প্রকাশিত—হইয়াছে।

শিয়া ছুন্নী এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীর আলেমমণ্ডলীর এই সমাবেশ ও উদ্যম প্রশংসনীয়। আমরা—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহাদের পরিগৃহীত ধারাগুলির সহিত মোটামুটি-ভাবে একমত হইলেও দুইটী বিষয় আমাদের কাছে একটু দুর্বোধ্য হইয়াছে। আমরা আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে আরম্ভ করিতেছি,—

৬ ধারায় রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের দায়িত্ব রাষ্ট্রাধিনায়ককে সমর্পণ করা হইয়াছে, অথচ যেদল তাঁহাকে নির্বাচিত করিবেন, ৭ম ধারায় সেই দলের জন্ম রাষ্ট্রাধিনায়ককে অপসারিত করার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহাকে নির্বাচিত ও অপসারিত করা চলিবে তিনি হস্তান্তরিত কর্তৃত্বের অধিকারী হইতে পারেন, তাঁহার দায়িত্বও হস্তান্তরিত বুঝিতে হইবে, তিনি—সর্বময় কর্তৃত্বের দায়িত্ব কেমন করিয়া বহন করিবেন? তারপর দলবিশেষকে নির্বাচনের অধিকার দান করাই কি একমাত্র শরয়ী বিধান? জনমণ্ডলীকে নির্বাচনাধিকার প্রদান করা কি গয়ের-শরয়ী? আমাদের মনে হয় যে, জনমণ্ডলীর নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে অপসারণের অধিকার প্রদান করা সংগত হইয়াছে কিন্তু নির্বাচনের অধিকার সর্বসাধারণকে প্রদান করাই ইছ্লামী আদর্শের সহিত অধিকতর সুসমঞ্জস। আমাদের লিখিত "শাসন সংবিধান" প্রবন্ধে এই—বিষয়টী বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। তারপর যে দলকে নির্বাচন ও অপসারণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা কে এবং তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য কি. করাচীর উলামা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীতে তাহার কোন সন্ধান নাই। ফলে এই প্রয়োজনীয় বিষয়টী অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে।

১৪ শ ধারায় ভাষা, গোত্র অথবা বংশের পৃথক পৃথক ইউনিট স্বীকৃত হয় নাই, ইহা সংগত হইয়াছে কিন্তু ভৌগলিক ইউনিট সম্বন্ধে মূল উর্দু প্রস্তাবে কোন মত প্রকাশকরা হয় নাই, বরং বিভিন্ন বিলায়েত-গুলিকে সর্বতোভাবে কেন্দ্রের অধীনস্থ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং শাসন সৌকর্যের কোন অধিকার প্রদেশসমূহের অধিবাসীদের জন্ম স্বীকৃত হয় নাই। জনমণ্ডলীর এবং প্রদেশসমূহের যতদূর সম্ভব অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার যে ইছ্লামী নীতির কেমন করিয়া-বিরোধী হইল, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। সত্যবটে খিলাফতে-রাশিদার সময়ে নববিজিত প্রদেশগুলি খলিফার প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল, কিন্তু পারস্য ও মিছরের ন্যায় বাংলা, পাঞ্জাব, সীমান্ত ও বেলুচিস্তানকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রাধিনায়ক কি তাঁহার সেনা বাহিনীর সাহায্যে জয় করিয়া লইয়াছেন? আমরা হিন্দ উপমহাদেশের কয়েকটী প্রদেশ আপোষ ভাবে মিলিত হইয়া একটা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছি, আমাদের সকলের দায়িত্ব ও স্বাধীনতা সমান, আমরা সকলেই যে এক রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত, শুধু তাহার প্রমাণ স্বরূপ কেন্দ্রের সহিত যতটুকু সম্পর্ক রাখা আবশ্যক এবং তাহাকে যে পরিমাণ শক্তিশালী রাখা উচিত, আমরা কেন্দ্রের সহিত তদনুরূপ সম্পর্ক রাখিব। আমাদের আভ্যন্তরীণ সমুদয় বিষয়ে আমরা স্বাধীন থাকিব। এ ব্যবস্থা কি ইছ্লাম বিরোধী? যেসকল প্রদেশ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, তাহারা কেবল হস্তান্তরিত অধিকারের ক্ষমতা ভোগ করিবে, তাহারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করিতে পারিবে না, কোরআন ও ছহীহ ছুন্নতে ইহার কোন প্রমাণ আছে কি?

সর্বশেষ কথা এই যে, মাননীয় উলামায়ে কিরাম তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অনুলিপি পাক-গণপরিষদে—প্রেরণ করিলেননা কেন? গণ-পরিষদ যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি আংশিক বা পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিতেন তাহাতে ক্ষতির কি কারণ ছিল? 'জামাআতে ইছলামী'র প্ররোচনায় বর্তমান গণ-পরিষদকে উপেক্ষা করাই কি তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি সরকারী ভাবে প্রেরণ না করার প্রকৃত কারণ নয়? এই মনোভাব ও কার্য প্রণালী কি জাতির পক্ষে মংগলজনক হইবে?

পাকিস্তানের মর্দমশুমারী

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে পাকিস্তানে লোকগণনার কার্য আরম্ভ হইয়াছে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই কাজ চলিতে থাকিবে। পাকিস্তানের অধিবাসীবর্গের সঠিক সংখ্যা নিরূপণের উপর জাতির এবং—রাষ্ট্রের ভাবী মংগলামংগল অনেক দিকদিয়াই অপেক্ষা করিতেছে। পাকিস্তানকে ইছ্লামী রাষ্ট্রে পরিণত করার ন্যায্যতা এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাধি-

www.ahlehadeethbd.org

ক্যের দাবীর সত্যতা এই মর্দমশুমারীর ফলাফলের উপরেই নির্ভর করিতেছে। বিগত মর্দমশুমারীতে কর্তৃপক্ষের কারছাযী এবং মুছলমানদের উপেক্ষা ও অবহেলার বিষময় ফল স্বরূপ পাকিস্তানের—— সীমানির্ধারণ ব্যাপারে যে অপূরণীয় ক্ষতি ঘটিয়া-গিয়াছে, তাহার প্রতিকার আগামীতে হইবে কিনা, কে জানে? আমরা অবিশ্বাস কাহাকেও করি না,— কিন্তু ঘর পোড়া গরু লাল মেঘ দেখিলেও নাকি ভীত হইয়া উঠে। তাই কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীগণের কাছে— আমাদের অনুরোধ যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি রহিয়াছে, তাঁহাদের ছাড়া অন্য কাহারো উপর শেষগণনা কার্যের দায়িত্ব যেন অর্পণ না করা হয়।

বগুড়া-যিলা আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্স,

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমাদিগকে— জানান হইয়াছে যে, অর্থ সংকট এবং অন্যান্য অনি-বার্য কারণপরম্পরায় কর্তৃপক্ষগণ কন্‌ফারেন্সের — তারীখ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বগুড়া টাউনে বসন্ত রোগ মহামারীর আকার ধারণ করায় এবং টাউনে বহু লোকের সমা-বেশ অনুচিত বিবেচিত হওয়ায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য কন্‌ফান্সের অধিবেশন মুল্‌তবী রাখা হইয়াছে।— অভ্যর্থনা সমিতি আমাদিগকে ইহাও জ্ঞাপিত করি-য়াছেন যে টাউনের আবহাওয়া উন্নতিলাভ করিলে যিলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া— কন্‌ফারেন্সের তারীখ ও স্থান নির্ধারণ করা হইবে।

নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের জেনারেল কমি-টীর বাৎসরিক অধিবেশন।

বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা, বিগত বৎসরের— কার্যাবলীর আলোচনা এবং আগামী বৎসরের জন্য কর্মসূচি নির্ধারণ, পাকিস্তানের শাসন সংবিধান — ইত্যাদি অশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের আলোচনার জন্য ইন্‌শাআল্লাহ আগামী ১৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার— দিবসে জম্‌ঈয়তের সদর দফতর সন্নিহিত পাবনা জামে মছ্‌জিদে নিখিলবংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে-হাদীছের জেনারেল কমিটীর সদস্যবর্গের বার্ষিক— সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। সদস্যবৃন্দকে বিছানা-পত্র ও মশারীসহ এই অতি প্রয়োজনীয় সভায় যোগদান করার জন্য একান্ত ভাবে অনুরোধ করা হইতেছে।

হিন্দুস্তানের গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য

পাক-হিন্দ আর্থিক লেন দেন, মনিঅর্ডার, ভি, পি প্রভৃতি প্রেরণ অচল অবস্থায় বিদ্যমান থাকায় হিন্দুস্তানের তর্জুমানুল হাদীছের পুরাতন গ্রাহক এবং নূতন গ্রাহকেচ্ছু ব্যক্তিগণ দ্বিতীয় বর্ষের চাঁদা প্রেরণ করিতে পারিতেছেন না। বিপুল চাহিদা সত্ত্বেও আমরা এতদিন এই অবস্থার কোন প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখন আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে; আমরা এই অসুবিধা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছি। হিন্দুস্তানের গ্রাহকেচ্ছু ব্যক্তিগণ এখন হইতে তর্জুমানের বার্ষিক চাঁদা বাবদ—নিম্নের যেকোন একটি ঠিকানায় হিন্দুস্তানী ৮৵০ আট টাকা দুই আনা প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পোষ্টাল রসিদের নম্বর ও তারিখ জ্ঞাপন করিলে তাঁহাদিগকে নিয়মিত ভাবে পত্রিকা সরবরাহ করা হইবে। পুরাতন গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :—

১। আলহাজ মওলানা হাফেজ আবদুস্তউওয়াব ছাহেব।
১৩ নং ব্রাইট ষ্ট্রীট্—কলিকাতা ১৯।

২। মওলবী আবদুল হান্নান ছাহেব।
সাং দেবকুণ্ড, পোঃ বেলডাঙ্গা;
জেলা মুর্শিদাবাদ।

নিবেদক—

ম্যানেজার, তর্জুমানুল হাদীছ (পাবনা)

www.ahlehadeethbd.org